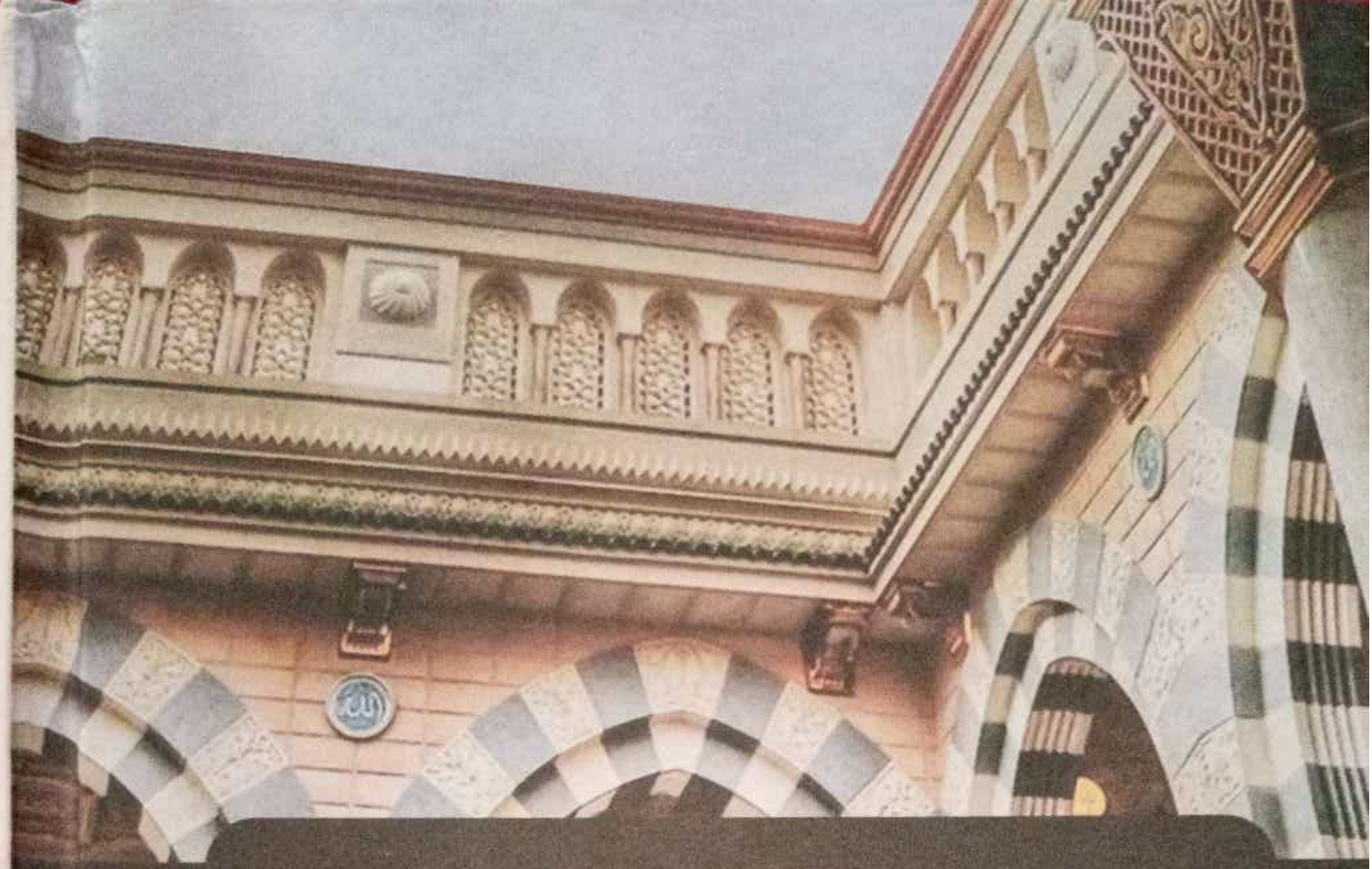

নববি শিষ্টাচার ও দুনিয়া-বিমুখতার মূর্তপ্রতীক

হাসান বসরি رحمه الله

ইবনুল জাওজি রহ.

(মৃত্যু ৫৯৭, বাগদাদ)

RUHAMA
PUBLICATION

নববি শিষ্টাচার ও দুনিয়াবিমুখতার মূর্তপ্রতীক

হাসান বসরি রহ.

ইমাম আবুল ফারাজ ইবনুল জাওজি ﵀

RUHAMA
PUBLICATION

রুহামা পাবলিকেশন

সূচিপত্র

সম্পাদকের কথা ০৭
অবতরণিকা ১১

প্রথম পরিচ্ছেদ
শৈশব, কর্ম ও অবস্থা ১৩

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ
আদাব ও উত্তম চরিত্র ৩১

তৃতীয় পরিচ্ছেদ
সংক্ষিপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ ৫১

চতুর্থ পরিচ্ছেদ
দুনিয়াকে ভর্ৎসনা ও তার সাথে সম্পর্কহীনতা ৬৫
দীর্ঘ আশা পরিহার করা ৭৯

পঞ্চম পরিচ্ছেদ
দুআ ও ইসতিগফার করা ৮৫
কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা পরিহার করা ৯২

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ
কুরআন তিলাওয়াত ৯৯

সপ্তম পরিচ্ছেদ
খলিফা ও শাসকবর্গের ব্যাপারে
নাসিহা এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ ১১৯
শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ১৩৫

অষ্টম পরিচ্ছেদ
উপদেশ ও অমর বাণীসমূহ ১৩৯

بسم الله الرحمن الرحيم

সম্পাদকের কথা

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। সর্বত্রই আজ আধুনিকতার ছোঁয়া। কি দুনিয়াদার আর কি দ্বীনদার—অধিকাংশই এখন এক পথের পথিক। সবাই দুনিয়াকে পাওয়ার জন্য পাগলপারা। যত দিন যাচ্ছে, জীবনের প্রতি মানুষের লোভ-লালসা ও আশার ফিরিস্তি তত দীর্ঘ হচ্ছে। মানুষের ইমান, আমল, আখলাক—সব বদদ্বীনির কালো জলে মিশে যাচ্ছে। পুরো পৃথিবী হয়ে উঠছে অশান্তি আর বিশৃঙ্খলার অভয়ারণ্য। এই যে এক অস্থির অবস্থা বিরাজ করছে, তা কিন্তু একদিনে তৈরি হয়নি; বরং ধীরে ধীরে সৃষ্টি হয়ে এ দুরবস্থা। এখন এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা খুব সহজে দূর হওয়ার নয়।

মূলত আমরা সালাফে সালিহিন থেকে যত দূরে সরে যাচ্ছি, ততই আমাদের মধ্যে দুনিয়া জায়গা করে নিচ্ছে। এ দূরত্ব ঘোচানোর একমাত্র উপায় সালাফের জিন্দেগি দেখা, তাঁদের উক্তি ও চলন থেকে অনুপ্রেরণা গ্রহণ করা। তাঁদের জীবনী পূর্ণভাবে অধ্যয়ন করা। ইমাম মালিক ﵀ বলেন, 'এ উম্মতের শেষভাগের লোকেরা তাদের শুরুভাগের লোকদের অনুসরণ না করে কিছুতেই সফল হতে পারবে না।' সত্যিই, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো একটি কথা! ইতিহাস সাক্ষী, যারা সালাফ থেকে যত দূরে সরে গেছে, তারা দ্বীন থেকে ততটাই সরে গেছে। এর বিপরীতে যারা দূর সময়ের হলেও তাঁদের অধ্যয়ন করেছে, জীবনের জন্য তাঁদেরকে আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে, তারা পরে এসেও সফল হয়েছে।

সালাফের জীবনী অধ্যয়ন করার জন্য এটা জরুরি নয় যে, আমাকে সালাফের যুগেই জন্মগ্রহণ করতে হবে; বরং এ অধ্যয়ন হবে কাগজের সাদা পাতায় কালো কালির সাহায্যে। এ প্রাণহীন কাগজই আমাদের নিয়ে যাবে সালাফের যুগে। ইতিহাসের আয়নায় আমাদের দেখিয়ে দেবে তাঁদের কথা ও কারনামা। আর এটাই হবে আমাদের সামনে চলার পাথেয়। এভাবেই খালাফরা সালাফদের অধ্যয়ন করে জীবনকে সাজিয়ে তোলেন। শুষ্ক জীবনে প্রাণের ফল্গুধারা সৃষ্টি করেন। খালাফের মধ্যে উঠে আসে অনেক

সালাফের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি। তাঁরাও হয়ে ওঠেন পরবর্তীদের জন্য আদর্শ ও অনুকরণীয়। এভাবেই যুগের পর যুগ খালাফের মাধ্যমে সালাফের নমুনার ধারাবাহিকতা চলে আসছে। আর উম্মাহও এর মাধ্যমে তাঁদের ঐতিহ্য, আদর্শ ও অনুপম শিক্ষা ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে।

চলমান সময়ে আমাদের প্রজন্মের ইমান, আমল ও আখলাকের কী পরিমাণ অবক্ষয় হয়েছে, তা বলে বোঝানোর কোনো প্রয়োজন পড়ে না! দিনদিন এর পরিমাণ বেড়েই চলছে। এ নাজুক মুহূর্তে যদি আমরা তাদের এসব অবক্ষয় দূর করতে না পারি, যদি তাদের মধ্যে দ্বীনি জজবা ও অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করতে সক্ষম না হই, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্ম পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে। এ জন্য আমাদের এ সময়ে তাদের নিয়ে আলাদাভাবে চিন্তা করতে হবে। তাদের জন্য উপযোগী পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তাদের মধ্যে দ্বীনি চেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যে সালাফের সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে। এতে আশা করা যায়, তাদের বেশ উন্নতি হবে এবং দ্বীনি জজবা সৃষ্টিতে বেশ সহায়ক হবে।

আমরা যেসব সালাফের থেকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত হই এবং যাঁদের জিন্দেগি পরবর্তীদের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হতে পারে, তাঁদের অন্যতম হলেন হাসান বসরি ﵀। তিনি ছিলেন একেবারে প্রথম সারির তাবিয়ি, যিনি উম্মুল মুমিনিনদের কোলে পালিত হয়েছেন, বড় বড় সাহাবিদের থেকে ইলম শিক্ষা করেছেন, সত্তরজন বদরি সাহাবির সাক্ষাৎ পেয়েছেন। বস্তুত, তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনীতে রয়েছে আখিরাতের জন্য প্রচুর খোরাক। তাঁর ইলম, আমল, আখলাক, জুহদ, নাসিহা-সহ অনেক কিছুই পরবর্তীদের জন্য বেশ উপকারী ও অনুপ্রেরণাদায়ী। তিনি একাধারে ফকিহ, মুহাদ্দিস, মুফাসসির, আদিব ও জাহিদ ছিলেন। শুধু তাই নয়; বরং এসব শ্রেণির মধ্যে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠদের অন্তর্গত। তাই তাঁর জীবনীর পরতে পরতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য হীরা ও মণিমুক্তা।

বর্তমান সময়ের নাজুক পরিস্থিতিতে আমাদের দৃষ্টিতে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনী বেশ কাজে আসবে। অন্তরের অবস্থা পরিবর্তন করতে তাঁর কথামালা জাদুর মতো কাজ করবে। তাঁর চিন্তা-চেতনা হৃদয়ে আখিরাতের প্রতি

তীব্র আকর্ষণ এবং দুনিয়ার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা সৃষ্টি করবে। তাঁর দর্শনগুলো আমাদের অসুস্থ মানসিকতা দ্রুতই চেঞ্জ করে দেবে। তাঁর জীবনী এসব উপকরণে ভরপুর। এ জন্য আমরা তাঁর জীবনীসংক্রান্ত বই নিয়ে খোঁজ শুরু করলাম। প্রথমেই নজরে পড়ল ইমাম ইবনুল জাওজি ﵀ বিরচিত 'আদাবুল হাসান আল-বসরি ওয়া জুহদুহু ওয়া মাওয়ায়িজুহু'। বইটি পড়ার পর খুব পছন্দ হলো। আরও কয়েকটি বই পেলেও এটাকেই আমরা অনুবাদের জন্য চূড়ান্ত করেছি। কারণ—প্রথমত, বইটি বিখ্যাত ইমাম ও মুহাদ্দিস ইবনুল জাওজি ﵀-এর রচিত, যার ইলমি অবস্থান কারও অজানা নয়। দ্বিতীয়ত, বইটির কলেবর ছিল বেশ সংক্ষিপ্ত, যা দুর্বল ও অলস পাঠকদের জন্য খুবই উপকারী হবে। তৃতীয়ত, কলেবর ছোট হলেও তাঁর জীবনের শিক্ষণীয় প্রায় প্রতিটি দিকই এতে আলোচিত হয়েছে। চতুর্থত, এতে অতিরিক্ত ও অপ্রয়োজনীয় আলোচনা কম এসেছে, বেশিরভাগ অংশে শুধু হাসান বসরি ﵀-এর কথাই উদ্ধৃত হয়েছে। পঞ্চমত, আলোচনাগুলো নীরস নয়; বরং বেশ প্রভাব সৃষ্টিকারী ও অনুপ্রেরণাদায়ি বলে অনুভূত হয়েছে। এমন আরও কয়েকটি বিষয় সামনে রেখে আমাদের কাছে এটাকেই সবচেয়ে উপযোগী বলে মনে হয়েছে।

গ্রন্থটির নুসখা নিয়ে কিছু কথা বলতে হয়। এ গ্রন্থটি শাইখ হাসান সান্দুবি ﵀-এর তত্ত্বাবধানে প্রথম ছাপা হয় ১৩৫০ হিজরিতে। কিন্তু এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মুদ্রণ প্রমাদ থাকার পাশাপাশি অনেক পৃষ্ঠা বাদ পড়েছিল। তাই এটার ওপর নির্ভর করে কাজ করা সম্ভব ছিল না। পরে শাইখ সুলাইমান আল-হারাশ ﵀-এর তত্ত্বাবধানে আরও একাধিক পাণ্ডুলিপি যাচাই-বাছাইয়ের পর তুরস্কের আয়াসুফিয়ায় সংরক্ষিত (ক্রমিক নং ১৬৪২) পাণ্ডুলিপির ওপর নির্ভর করে ১৪২৫ হিজরিতে পুনরায় এর বিশুদ্ধ সংস্করণ বের করা হয়। এরপর শাইখ আহমাদ আব্দুল ওয়াহাব শারকাবি ﵀-এর তত্ত্বাবধানে দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা থেকেও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। দারুন নাওয়াদির থেকে প্রকাশিত শাইখ সুলাইমানের তাহকিককৃত নুসখাটি অধিক বিশুদ্ধ হওয়ায় আমরা এটাকে সামনে রেখেই অনুবাদ করিয়েছি। এটা ছিল গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ, যা ১৪২৯ হিজরিতে প্রকাশিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় সবচেয়ে বিশুদ্ধ নুসখার ওপর নির্ভর করেই অনুবাদ করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ এ অনুবাদ গ্রন্থটি একজন মহান তাবিয়ির জীবনী বলা হলেও প্রকৃত অর্থে এটা অনেক উপদেশ ও প্রজ্ঞার সমষ্টি। আখিরাতমুখী হওয়ার সব উপকরণ ও দুনিয়াবিমুখতা অর্জনের উপায় নিয়েই বেশি আলোচনা। তাই এ থেকে একজন মনীষীর জীবনী জানার পাশাপাশি এমন কিছু অর্জন হবে বলে আমাদের বিশ্বাস, যা কেবল দুনিয়া বা আখিরাত নয়; বরং উভয় জগতকে উজ্জ্বল করে তুলবে। জীবনের প্রকৃত মানে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেবে। দুনিয়াকে সামনে রেখে কীভাবে আখিরাতে সফলতা পাওয়া যায়, তার পূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেবে। বইটির নাসিহাগুলো এতটাই জাদুময়ী ও প্রভাব সৃষ্টিকারী যে, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, পাঠক বইটি পড়ে এ থেকে প্রাপ্ত অনুভূতি ও প্রেরণা ধরে রাখতে পারলে আখিরাতে সে সর্বোচ্চ সফলতা লাভ করতে পারবে। অতিরঞ্জিত নয়; বরং গ্রন্থটি পড়ার পর এমনই মনে হয়েছে আমাদের কাছে।

আমরা আশা করি, পাঠক এ গ্রন্থটি থেকে সর্বোচ্চ উপকার গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। সালাফের জীবনী আরও পড়ার প্রতি উৎসাহ পাবেন। আর আখিরাতের প্রস্তুতি আজ থেকেই নেওয়া শুরু করবেন। আল্লাহ আমাদের তাওফিক দান করুন। আমিন।

-তারেকুজ্জামান
২০/০৩/২০১৯

بسم الله الرحمن الرحيم

অবতরণিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনিই প্রশংসার যোগ্য ও উপযুক্ত। তিনি নিজের জন্য প্রশংসা পছন্দ করেন এবং তাঁর বন্ধুদের ওপর তা আবশ্যক করেন। তিনি সূচনাবিহীন প্রথম ও অন্তবিহীন শেষ। তিনি সাদৃশ্যহীন, সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সত্য দ্বীন ও হিদায়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন, যেন অন্য সকল দ্বীনের ওপর তাঁর দ্বীন বিজয় লাভ করে; যদিও তা মুশরিকদের অপছন্দ।

প্রিয় শাইখ, আল্লাহ তাআলা আপনাকে চিরসম্মান দান করুন। বিভিন্ন কিতাবে ছড়িয়ে থাকা হাসান বসরি ﷺ-এর দুনিয়াবিমুখতা, উপদেশ ও আদবসমূহ একত্র করে একটি পুস্তিকা রচনার প্রতি আপনার যে ইচ্ছা ও প্রত্যাশা রয়েছে, সে ব্যাপারে আমি অবহিত হয়েছি। তাই আপনার সে ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে আমি সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। হাসান ﷺ-এর বর্ণনাগুলো সংকলন করেছি এবং যথাসম্ভব বর্ণনাগুলোকে দৃঢ়তার সাথে উল্লেখ করেছি।

আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করছি। তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক এবং আমার জন্য তিনিই যথেষ্ট।

পুস্তিকাটি আটটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করেছি।

প্রথম পরিচ্ছেদ : হাসান বসরি ﷺ-এর বেড়ে ওঠা, তাঁর কর্ম ও অবস্থার বর্ণনাসমূহ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাঁর উত্তম চরিত্র ও আদবসম্পর্কীয় বর্ণনাসমূহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : তাঁর সংক্ষিপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ অমূল্য বাণীসমূহ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ : দুনিয়ার ভর্ৎসনা এবং তা থেকে সম্পর্কহীনতাবিষয়ক বর্ণনাসমূহ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ : তাঁর থেকে বর্ণিত দুআ ও ইসতিগফার এবং কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা পরিহারবিষয়ক বর্ণনাসমূহ।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ : কুরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে বর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বর্ণনা ও উপদেশসমূহ।

সপ্তম পরিচ্ছেদ : খলিফাদের উদ্দেশে লিখিত পত্রাবলি এবং শাসকদের সাথে তাঁর আচার-আচরণ।

অষ্টম পরিচ্ছেদ : তাঁর বিষয়ভিত্তিক উপদেশ ও অমর বাণীসমূহ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

শৈশব, কর্ম ও অবস্থা

তাঁর নাম হাসান বিন আবুল হাসান। তাঁর পিতা ছিলেন একজন আনসারি সাহাবির আজাদকৃত দাস এবং মাতা ছিলেন নবিজি ﷺ-এর পত্নী উম্মে সালামা ﵂-এর আজাদকৃত দাসী। হাসান বসরি ﵀ উম্মে সালামা ﵂-এর কোলে লালিতপালিত হয়েছেন। তিনি তাঁকে খুব আদর করতেন। তাই তাঁকে নিজের বুকের দুধ পান করিয়েছেন।[১] সেই পবিত্র দুধের মাধ্যমেই তাঁর মাঝে সঞ্চার হয়েছিল নবুওয়াতের বরকত, যার ফলশ্রুতিতে তাঁর মাঝে হিকমত, প্রজ্ঞা, মারিফাত ও তাকওয়ার বিশেষ সন্নিবেশ ঘটেছিল। তিনি ছিলেন একজন মুত্তাকি, আল্লাহর অলি ও সিদ্দিকিনের[২] অন্তর্ভুক্ত।

.....

১. এ বর্ণনাটি ইমাম ইবনে সাদ ﵀, ইমাম আবু নুআইম ﵀, হাফিজ মিজ্জি ﵀, হাফিজ জাহাবি ﵀-সহ অনেকেই উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, তাবাকাতু ইবনি সাদ : ৭/১৫৮-১৫৯, হিলইয়াতুল আওলিয়া : ২/১৪৭, তাহজিবুল কামাল : ১৬/১১৮, তারিখুল ইসলাম : ২২/১৮৪) এ বর্ণনার মধ্যে মুনকার রাবি ও সূত্রবিচ্ছিন্নতা থাকার কারণে তা দলিলযোগ্য নয়। অন্যান্য বর্ণনা তো আরও অধিক দুর্বল। এ জন্য এটাকে পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য বলা যায় না। এ ছাড়াও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মে সালামা ﵂-কে বিবাহ করেছেন বদর যুদ্ধের পর। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে তাঁর কোনো সন্তান হয়নি। আর তিনি হাসান বসরি ﵀-কে দুধ পান করিয়েছেন উমর ﵁-এর খিলাফতের নবম বা দশম বছরে। মোটকথা, এটা উম্মে সালামা ﵂-এর আগের ঘরের স্বামী থেকে সন্তান হওয়ার প্রায় বিশ বছর পরের ঘটনা। সাধারণত সন্তান হওয়ার তিন-চার বছর পর থেকেই দুধ আসা বন্ধ হয়ে যায়। তাই বিশ বছর পর দুধ পান করানোটা অসম্ভবই বটে! অবশ্য 'আখবারুল কুজাত' (২/৫) এর বর্ণনায় দুধ চোষানোর কথা এসেছে। এ হিসাবে ঘটনাটি বাস্তব হতে পারে। কেননা, মহিলারা অনেক সময় বুকে দুধ না থাকলেও শিশুদের কান্না থামানোর জন্য এমনটা করে থাকে।

২. 'সিদ্দিকিন' এটা 'সিদ্দিক' এর বহুবচন। 'সিদ্দিক' শব্দের অর্থ সত্যনিষ্ঠ। যিনি কোনো প্রকারের সংশয়ে নিপতিত হওয়া ছাড়া সন্দেহাতীতভাবে আল্লাহর দেওয়া সকল বিধান ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্ণভাবে সত্যায়ন করেন, তিনিই সিদ্দিক। [লিসানুল আরব : ১০/১৯৪]

- বর্ণিত আছে যে, আয়িশা ﵂ হাসান ﵀-এর কথা শুনে মন্তব্য করেন, 'এ তো দেখি সিদ্দিকিনের (অর্থাৎ উচ্চস্তরের মুমিনদের) ভাষায় কথা বলছে!'

- আলি বিন হুসাইন[৩] ﵀-কে বলা হলো, হাসান বসরি ﵀-এর একটি উক্তি হলো, 'ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি কীভাবে ধ্বংস হয়েছে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি কীভাবে মুক্তি লাভ করেছে তা বিস্ময়কর।' তখন আলি ﵀ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ তো সিদ্দিকিনের কথা।'

- আমাশ ﵀ বলতেন, 'হাসান ﵀ প্রজ্ঞার প্রতি খুব মনোযোগী ছিলেন। ফলে তিনি প্রজ্ঞাপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে সক্ষম হয়েছিলেন।'

- জনৈক ব্যক্তি তাঁর উপদেশ শুনে মন্তব্য করল, 'কতই না সুভাষী ও সুবক্তা তিনি! কী বিশুদ্ধ ভাষায়ই না তিনি নসিহত করেন!'

- হাসান ﵀ সর্বদা চিন্তিত থাকতেন। খুব ক্রন্দন করতেন। বাস্তবতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর মাঝে কোনো কৃত্রিমতা ছিল না। নিজের সংযমের কথা মানুষের সামনে প্রকাশ করতেন না; যদিও তা প্রকাশিতই ছিল। যথাসম্ভব সুন্দর ও পরিপাটি থাকতে পছন্দ করতেন। উত্তম ও নতুন কাপড় পরিধান করতেন। মানুষের সাথে একত্রে বসে খানা খেতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। কেউ খাবারের দাওয়াত দিলে তার দাওয়াত কবুল করতে বিলম্ব করতেন না। তাঁর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল, যার কারণে তাঁকে এমন ব্যক্তিও চিনতে পারত, যে ইতিপূর্বে কোনোদিন তাঁকে দেখেনি।

- বর্ণিত আছে, এক লোক হাসান ﵀-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে বসরায় আসলো। কিন্তু সে কখনো হাসান ﵀-কে দেখেনি। তাই ইমাম শাবি ﵀ থেকে তাঁর ব্যাপারে জানতে চাইল। শাবি ﵀ বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন। তুমি মসজিদে গিয়ে এমন একজনকে দেখতে পাবে যার মতো ইতিপূর্বে কাউকে কোনোদিন দেখোনি; তিনিই হাসান বসরি।'

.....

৩. আলি বিন হুসাইন বিন আলি বিন আবু তালিব। তিনি জাইনুল আবিদিন নামে পরিচিত ছিলেন। আনুমানিক ৩৮ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য হাদিস বর্ণনাকারী। ৯৪ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

- কথিত আছে, এক বেদুইন বসরায় এসে লোকদের কাছে জানতে চাইল, 'এই শহরের নেতা কে?' লোকজন বলল, 'হাসান বিন আবুল হাসান।' সে বলল, 'কোন গুণের ভিত্তিতে তিনি বসরাবাসীর নেতৃত্ব লাভ করেছেন?' তারা বলল, 'তিনি মানুষের কাছে থাকা পার্থিব বিষয় থেকে বিমুখ; আর মানুষ দ্বীনের ক্ষেত্রে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষী।' বেদুইন বলল, 'সকল কৃতিত্ব আল্লাহর। প্রকৃত নেতা এমনই হওয়া চাই।'

- বর্ণিত আছে, একদা দুইজন পাদরি তাঁর পাশ দিয়ে গমন করছিল। তাদের একজন অপরজনকে বলল, 'মাসিহসদৃশ এই লোকটির নিকট আমাদের যাওয়া উচিত, যেন আমরা তাঁর জ্ঞানগরিমা সম্পর্কে জানতে পারি। কাছে যেতেই তারা শুনতে পেল, তিনি বলছেন, 'আমার আশ্চর্য লাগে এমন লোকদের জন্য, যাদেরকে সফরের পাথেয় গুছিয়ে সফরে বেরিয়ে পড়তে বলা হয়েছে, যাদের শুরু থেকে শেষ সবাইকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, যারা স্বীয় রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার অপেক্ষায় আছে, কিন্তু এর পরেও তারা নেশায় দিকভ্রান্ত!' এই বলে তিনি কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেল। তা দেখে পাদরিদ্বয় বললেন, 'যা শুনলাম তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' অতঃপর তারা সেখান থেকে চলে গেল।

- যখন বসরাবাসীকে বলা হতো, 'বসরার সর্বাধিক জ্ঞানী ও পরহেজগার, সবচেয়ে বেশি দুনিয়াবিমুখ ও পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি কে?' তখন লোকেরা প্রথমে তাঁর প্রশংসা করত, এরপর অন্যদের প্রশংসা করত। তৎকালীন সময় বসরা সম্পর্কে আলোচনা আসলে বলা হতো, 'ওই শহরের মুরব্বি হলেন হাসান বসরি ﵀ ও তরুণ নেতা হলেন, বকর বিন আব্দুল্লাহ মুজানি ﵀[৪]।'

- আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﵀ বলেন, 'তুমি হাসানকে দেখলে মনে করবে, সমস্ত মাখলুকের চিন্তা তাঁর ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কারণ, তিনি অধিক পরিমাণে ক্রন্দন করেন এবং ফোঁপাতে থাকেন।'

.....

৪. আবু আব্দুল্লাহ বকর বিন আব্দুল্লাহ বিন আমর আল-মুজানি। তিনি একজন অনুসরণীয় ইমাম, বক্তা ও মহান ব্যক্তি ছিলেন। হাসান বসরি ﵀ ও ইবনে সিরিন ﵀-এর সাথে তাঁকেও স্মরণ করা হয়। ১০৬ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। আর কারও মতে ১০৮ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/৫৩২।

- আব্দুল ওয়াহিদ বিন জাইদ ﵀-কে বলা হলো, 'আমাদেরকে হাসান ﵀-এর বর্ণনা দিন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আবু সাইদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহর শপথ, চলার সময় তাঁকে সামনের দিক থেকে দেখলে মনে হতো, কোনো প্রিয়জনের দাফনের কাজ সম্পাদন করে তিনি ফিরছেন। পেছন দিক থেকে দেখলে মনে হতো, মাথার ওপর জাহান্নাম বহন করে তিনি চলছেন। তিনি উপবেশন করলে মনে হতো, তিনি একজন বন্দী—যে শিরচ্ছেদের জন্য নিজের মাথা নুইয়ে দিয়েছে। সকালবেলায় মনে হতো, তিনি বুঝি পরকালীন জীবন থেকে ফিরে এসেছেন। আর সন্ধ্যাবেলায় মনে হতো, বিভিন্ন রোগব্যাধি তাঁকে জীর্ণ-শীর্ণ করে দিয়েছে।'

- ইউনুস বিন আব্দুল্লাহ ﵀ বলেন, 'আমি কখনো হাসান ﵀-কে মুখ ভরে হাসতে দেখিনি।'

- বর্ণিত আছে যে, একদা মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀ সাবিত বিন মুহাম্মাদ বুনানি ﵀-এর মজলিসে বসলেন। সেখানে সাবিত ﵀-কে হাসি-কৌতুক করতে দেখে তিনি বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন। আপনি মজলিসে বসে হাসি-ঠাট্টা করছেন!? অথচ আমরা যখন হাসান বসরি ﵀-এর নিকট বসতাম, তখন তিনি আমাদের কাছে আগমন করলে মনে হতো, তিনি বুঝি আখিরাত থেকে আমাদেরকে আখিরাতের ভয়াবহ বর্ণনা শোনাতেই ফিরে এসেছেন।' তখন সাবিত ﵀ বললেন, 'আল্লাহ হাসান ﵀-এর ওপর রহম করুন। তিনি ছিলেন একজন হকপন্থী ও সত্যবাদী ব্যক্তি। তাঁর সাথে আমাদের তুলনা চলে কী করে? আমাদের ও তাঁর মাঝে এমনই তফাত, যেমনটি কবি জারির তার কবিতায় বলেছেন :

وَابْنُ اللبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ

لم يستطع صَوْلَةَ البُزْلِ المَقَاعِيسِ

'উটের দুবছর বয়সী বাচ্চাকে শক্তিশালী বড় উটের সাথে বাঁধা হলে সে কখনো তার ওপর আক্রমণ করতে পারে না।'

- বর্ণিত আছে যে, একদা হাসান ﵀ লোকদের থেকে আলাদা হয়ে নির্জনতা অবলম্বন করলেন। তখন এক লোক তাঁর কাছে গিয়ে বলল, 'হে আবু সাইদ, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন। আমাদের আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি এখানে খুব একাকিত্ব অনুভব করছেন।' তিনি বললেন, 'ভাতিজা, নির্বোধ ব্যতীত কেউ আল্লাহর সাথে একাকিত্ব অনুভব করে না।'

- হাসান ﵀-এর খাদিম হুমাইদ ﵀ বলেন, 'একদিন শাবি ﵀ আমাকে বললেন, "হাসান ﵀ একাকী হলে তুমি আমাকে জানাবে, যেন আমি তাঁর সাথে নির্জনে কথা বলতে পারি।" আমি বিষয়টি হাসান ﵀-কে জানালাম। তিনি বললেন, "তাঁকে বলো যে, তার যখন ইচ্ছা তখনই যেন আমার কাছে চলে আসে।" অতঃপর একদিন হাসান ﵀ একাকী হলে আমি শাবি ﵀-কে জানালাম। ফলে তিনি দ্রুত ছুটে এলেন। আমরা দুজন হাসান ﵀-এর রুমের কাছে গিয়ে দেখি, তিনি কিবলামুখী হয়ে বলছেন, "হে আদমসন্তান, একসময় তুমি ছিলে না। অতঃপর তোমাকে সৃষ্টি করা হলো এবং তোমার ইচ্ছামাফিক সব দেওয়া হলো। কিন্তু যখন তোমার কাছে চাওয়া হলো, তখন তুমি কৃপণতা করলে। আল্লাহর শপথ, তুমি ধ্বংস হও! তুমি যা করেছ, তা কতই না মন্দ!" অতঃপর আমরা তাঁকে সালাম দিলাম এবং প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু তিনি আমাদের দিকে ফিরেও তাকালেন না। তিনি আমাদের উপস্থিতিও উপলব্ধি করতে পারলেন না। শাবি ﵀ বললেন, "আল্লাহর শপথ, এই লোক আমাদের মতো স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।" ফলে আমরা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ না করেই চলে এলাম।'

- একদা তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ,[৫] আপনার সকাল কেমন হলো?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম, সমুদ্রের গভীরে যার নৌকা ডুবে গেছে, সে আমার চেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত নয়।' বলা হলো, 'তার কারণ কী?' তিনি বললেন, 'কারণ, আমি আমার গুনাহের ব্যাপারে নিশ্চিত, কিন্তু আমার আমল ও ইবাদত কবুলের ব্যাপারে শঙ্কিত। আমি জানি না,

.....

৫. 'আবু সাইদ' এটা হাসান বসরি ﵀-এর উপনাম।

তা কি কবুল করা হবে, না আমার মুখের ওপর ছুড়ে মারা হবে?' তাঁকে বলা হলো, 'আবু সাইদ, আপনার মতো মানুষও এমন কথা বলছেন?' তিনি বললেন, 'এমন কথা আমি কেন বলব না? অথচ আমি এ থেকে নিরাপদ নই যে, আল্লাহ তাআলা আমার অবাধ্যতার কারণে আমার ওপর ক্রোধের নজরে তাকাবেন, অতঃপর আমার জন্য তাওবার দরজা বন্ধ করে দেবেন এবং আমার মাঝে ও মাগফিরাতের মাঝে পর্দা পড়ে যাবে! কে আমাকে এমন নিরাপত্তা দেবে, তাহলে আমি অস্থির হওয়া ছাড়া আমল করতে পারতাম?!

- কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'হে আবু সাইদ, কী অবস্থা আপনার?' তিনি বললেন, 'অবস্থা খুব খারাপ।' সে বলল, 'কেন?' তিনি বললেন, 'কারণ, আমি এমন এক মানুষ, যে মৃত্যুর প্রতীক্ষা নিয়ে সকাল ও সন্ধ্যায় উপনীত হয়। কিন্তু আমি জানি না, কোন অবস্থায় আমার মৃত্যু হবে!'

- এক লোক হাসান ﷺ-এর নিকট গিয়ে দেখল, তিনি কাঁদছেন। সে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে সুস্থ রাখুন, আপনি কেন কাঁদছেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, আমার ভয় হচ্ছে যে, আমার রব আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং তিনি কোনো কিছুর পরোয়া করবেন না।'

- এক লোক তাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'তাম্মাহ বা মহাবিপদ কী?' তিনি বললেন, 'এটি হলো কিয়ামত দিবস, যেদিন মানুষকে জাহান্নামের আজাবের দিকে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। আর জাহান্নাম বড়ই মন্দ স্থান। সুতরাং আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং এমন কাজ থেকেও আশ্রয় চাচ্ছি, যা জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হয়।'

- একদিন তাঁর মজলিসে জাহান্নামের আলোচনা করা হলো। সেখানে তিনি একটি হাদিস বর্ণনা করলেন যে, রাসুল ﷺ ইরশাদ করেছেন, 'আগামীকাল জাহান্নাম থেকে একজন ব্যক্তি বের হবে, যে সেখানে বহু

বছর পর্যন্ত অবস্থান করেছিল।'[৬] অতঃপর হাসান ﵀ বললেন, 'হায়, সে লোকটি যদি আমি হতাম!'

- তিনি বলতেন, 'যে বান্দাই জাহান্নামকে সত্যায়ন করবে, তার জন্য প্রশস্ত পৃথিবী সংকীর্ণ হয়ে যাবে। আল্লাহর শপথ, যে বান্দাই জাহান্নামকে সত্যায়ন করবে, তার রক্ত-মাংসে তার নিদর্শন দেখা যাবে।'

- আবু সুলাইমান দারানি ﵀[৭]-কে বলা হলো, 'হাসান ﵀ বলতেন, "যে ব্যক্তি স্বীয় হৃদয় বিগলিত করে অশ্রুধারা প্রবাহিত করতে চায়, সে যেন অর্ধ পেট আহার করে।"' তখন আবু সুলাইমান ﵀ বললেন, 'আল্লাহ আবু সাইদের প্রতি দয়া করুন। আল্লাহর শপথ, তিনি এমন ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা আখিরাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন করে নিয়েছিলেন এবং হিসাব দিবসের আগেই নিজেদের হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন করে ফেলেছিলেন। আমি আশা করছি, তিনি সফলকাম লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।'

- মসজিদে হারামের একজন অধিবাসী বলেন, 'যে মজলিসে হাসান বসরি ﵀-এর আলোচনা হতো না, আমি সেখানে বসার আকাঙ্ক্ষা করতাম না।'

- একদিন তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, কোন জিনিস আপনার হৃদয়কে চিন্তাশীল করেছে?' তিনি বললেন,'ক্ষুধা।' প্রশ্নকারী বলল, 'কোন জিনিস তা দূর করে দেয়?' তিনি বললেন, 'তৃপ্তি সহকারে আহার।'

- তিনি বলতেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার কাছে অধিক নিদ্রা ও অধিক আহারের ব্যাপারে তাওবা করো।'

.....

৬. আসল হাদিসটি সহিহ বুখারিতে এভাবে এসেছে : يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ مَا مَسَّهُمْ مِنْهَا سَفْعٌ، فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ: الْجَهَنَّمِيِّينَ 'জাহান্নামে পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়ার পর একদল লোক সেখান থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। জান্নাতিরা তাদের "জাহান্নামি" বলে ডাকবে।' (সহিহুল বুখারি : ৬৫৫৯)

৭. তাঁর নাম আব্দুর রহমান বিন আহমাদ বিন আতিয়া আনাসি মিজহাজি ﵀। তাঁর উপনাম হলো, আবু সুলাইমান দারানি এবং তিনি এ নামেই প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন বড় বুজুর্গ ও দুনিয়াবিমুখ এক ব্যক্তি। দামিশকের গুতাহ শহরের দারিয়া গ্রামের অধিবাসী। ২১৫ হিজরিতে তাঁর ইনতিকাল হয়।

- তিনি প্রায় সময় একটি হাদিস বলতেন, নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যেদিন কেউ নিজেকে ক্ষুধার্ত রেখেছে, সেদিন তার চেয়ে অধিক সাওয়াবের অধিকারী কেউ হবে না। তবে যে ব্যক্তি অনুরূপ কাজ করেছে, সে-ও তার মতো সাওয়াবের অধিকারী হবে।' উদ্দেশ্য হলো, যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য রোজা রেখেছে।[৮]

- মালিক বিন দিনার ﷺ[৯] বলেন, 'একদিন আমি হাসান ﷺ-এর কাছে গেলাম। তখন তিনি খানা খাচ্ছিলেন। তিনি বললেন, 'ভাতিজা, আসো, আমার সাথে খাবার খাও।' আমি বললাম, 'আমি খেয়ে এসেছি।' তিনি বললেন, 'তুমি খেলে আমার সহযোগিতা হতো আর কি!' আমি বললাম, 'আল্লাহর শপথ, আমি তৃপ্তি পূর্ণ করে খেয়েছি।' তখন হাসান ﷺ বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আমি ভাবতেও পারি না যে, একজন মুমিন কী করে এত তৃপ্তি সহকারে খেতে পারে যে, তার ভাইকে (তার সাথে খানা খেয়ে) সাহায্য করতে অক্ষম হয়ে পড়ে?'

- বর্ণিত আছে যে, একদা হাসান ﷺ একটি খাবারের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন। সেখানে একজন সন্ন্যাসীও উপস্থিত হলো। যখন তার সামনে হালুয়া পেশ করা হলো, সে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা দেখিয়ে হাত গুটিয়ে নিল। কিন্তু হাসান ﷺ তা খেয়ে নিলেন। অতঃপর বললেন, 'ওহে নির্বোধ, খাও। কারণ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমার জন্য ঠান্ডা পানির নিয়ামত হালুয়ার নিয়ামতের চেয়ে বেশি দামি।'

- বর্ণিত আছে যে, এক লোক তার খাদ্যতালিকা থেকে মুরগি বাদ দিয়ে দিল। তখন হাসান ﷺ বললেন, 'তোমার ওপর যা হারাম করা হয়েছে তা থেকে বিরত থাকো এবং যা হালাল করা হয়েছে তা থেকে ইচ্ছে হলে খেতে পারো, কিন্তু কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা দেখিও না। কেননা, আল্লাহ তাআলা কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা প্রদর্শনকারী ব্যক্তিদের ওপর রাগান্বিত হন।'

.....

৮. এ হাদিস বা এর অর্থবহ কাছাকাছি অন্য কোনো হাদিস কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি।
৯. মালিক বিন দিনার বসরি। নেককার আলিমদের আদর্শ এবং একজন বিশ্বস্ত তাবিয়ি। তাঁর উপনাম ছিল আবু ইয়াহইয়া। আব্বাসীয় শাসনামলে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ১৩১ হিজরির মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে তিনি ইয়াসিরে ইনতিকাল করেন।

- বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তির জানাজায় হাসান ﵀-এর সাথে এক বৃদ্ধ লোকের সাক্ষাৎ হলো। দাফনকার্য সম্পন্ন হওয়ার পর তিনি বৃদ্ধ লোকটিকে বললেন, 'শাইখ, আল্লাহর নামে আমি আপনার কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই। তা হলো, আপনি কি এ বিশ্বাস রাখেন যে, এই মৃত লোকটি দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাচ্ছে, যেন তার নেক আমল বৃদ্ধি করতে পারে এবং তার কৃত গুনাহের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে পারে?' বৃদ্ধ লোকটি বললেন, 'হ্যাঁ, অবশ্যই।' হাসান ﵀ বললেন, 'আমাদের কী হলো যে, (বেঁচে থাকাবস্থায়) আমরা এ মৃতের মতো করে ভাবছি না! ' তখন বৃদ্ধ লোকটি এ বলতে বলতে ফিরে গেলেন যে, 'কী সুন্দর উপদেশ! আহ, যাদের অন্তরে প্রাণশক্তি আছে, তাদের জন্য কতই না চমকপ্রদ কথা? তবে হায়, আপনি যাকে উপদেশ দিয়েছেন, তার হৃদয়ে তো প্রাণশক্তি নেই!'

- একদা হাসান ﵀ অন্ধকার রাতে প্রচুর কাদামাটি অতিক্রম করে মসজিদে যাচ্ছিলেন। এমন সময় এক লোকের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হলো। লোকটি তাঁকে বলল, 'হে আবু সাইদ, এমন পরিস্থিতিতেও আপনি রাতে বের হলেন?' তিনি বললেন, 'হে ভাতিজা, এটাই মুক্তি অথবা ধ্বংস।'

- হাসান বসরি ﵀ ছিলেন রাত্রিজাগরণকারী। রাতের গভীরে মানুষ যখন ঘুমে বিভোর থাকত, তিনি তখন আল্লাহর দরবারে অশ্রু ছেড়ে কান্না করতেন। এ সম্পর্কিত অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। নিম্নে তার কয়েকটি তুলে ধরা হলো।

- তিনি বলতেন, 'গভীর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ার চেয়ে কঠিন কোনো ইবাদত আছে বলে আমার মনে হয় না। আর এটাই হলো মুত্তাকিদের আমল।'

- তিনি বলতেন, 'তাহাজ্জুদের নামাজ মুসলিমদের ওপর আবশ্যক; যদিও তা ছাগল বা উটের দুধ দোহনের বিরতিকাল পরিমাণই হোক।[১০]

.....

১০. এখানে আবশ্যক বলতে শরয়ি আবশ্যকতা বোঝানো হয়নি; বরং দাসত্বের দাবিতে এমনটা করা উচিত বলে এটাকে তিনি আবশ্যক বলে অভিহিত করেছেন।

- তিনি বলতেন, 'তুমি যদি রাতে তাহাজ্জুদ পড়তে এবং দিনে নফল রোজা রাখতে অক্ষম হও, তবে জেনে নাও যে, তুমি বঞ্চিত। তোমার পাপ ও গুনাহ তোমাকে বন্দী করে রেখেছে।'

- তিনি বলতেন, 'নেক কাজের প্রতিবন্ধক হলো নিদ্রা। যে ব্যক্তি নেক কাজ ছুটে যাওয়ার ভয় করে, সে যেন রাত জাগা শুরু করে।'

- এক লোক তাঁকে বলল, 'হে আবু সাইদ, রাতে তাহাজ্জুদ পড়া আমার কাছে খুব কষ্টকর। আমার পক্ষে তা সম্ভব হয় না।' তিনি বললেন, 'হে ভ্রাতুষ্পুত্র, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে তাওবা করো। কারণ, এটা মন্দ নিদর্শন।'

- তিনি বলতেন, 'কোনো ব্যক্তির যখন গুনাহ বেড়ে যায়, তখন রাত জেগে নামাজ পড়া থেকে সে বঞ্চিত হয়।'

- বর্ণিত আছে যে, হাসান ﵀ এক রাতে নামাজ আদায়ের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাঁর নফস তাতে সাড়া দিল না। তাই তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত সারা রাত না ঘুমিয়ে বসে থাকলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে বলা হলে তিনি বললেন, 'নামাজ ছেড়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার নফস বিজয়ী হয়ে যাচ্ছিল। ফলে আমি ঘুম পরিত্যাগের মাধ্যমে তার ওপর বিজয়ী হলাম। আল্লাহর শপথ, আমি তাকে অনুগত ও অপদস্থ করা পর্যন্ত এভাবেই চলব।'

- তিনি বলতেন, 'নিশ্চয় নফস মন্দকাজে প্ররোচনাকারী। যদি সে আনুগত্যে তোমার অবাধ্য হয়, তবে গুনাহের ক্ষেত্রে তুমি তার অবাধ্য হও।'

- হাসান ﵀-এর সাথি আব্দুল ওয়াহিদ ﵀-কে বলা হলো, 'কোন জিনিস হাসান ﵀-কে এই স্তরে উপনীত করল; অথচ আপনাদের মাঝে আরও অনেক আলিম ও ফকিহ ছিলেন?' তিনি বললেন, 'তুমি চাইলে আমি তাঁর একটি অথবা দুটি বিষয়ের বর্ণনা দেবো।' আমি বললাম, 'দুটির বর্ণনা দিন।' তিনি বললেন, 'তিনি যে কাজের আদেশ করতেন, নিজেই তা সর্বাগ্রে সম্পাদন করতেন এবং যখন কোনো কিছু থেকে বারণ করতেন, নিজেই সর্বাগ্রে তা থেকে বিরত থাকতেন।' আমি বললাম, 'আরেকটি

কী?' তিনি বললেন, 'গোপন বিষয়ের সাথে প্রকাশ্য বিষয়ের সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অগ্রগামী কাউকে আমি দেখিনি।'

- হাসান ﵀-এর একটি কথা সম্পর্কে তাঁকে বলা হলো, 'আমরা অন্য কোনো ফকিহকে এমন কথা বলতে শুনিনি।' তিনি বললেন, 'তোমরা কি কখনো কোনো ফকিহ দেখেছ? ফকিহ হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যিনি দুনিয়াবিমুখ, আখিরাতের প্রতি উৎসাহী, ইবাদতে অভ্যস্ত; যিনি অহেতুক তর্ক ও ঝগড়া করেন না, আল্লাহ তাআলার হিকমতসমূহ প্রচার করেন; যদি তার কথা গ্রহণ করা হয়, তখন আল্লাহর প্রশংসা করেন; আর যদি ফিরিয়ে দেওয়া হয়, তখনও আল্লাহর প্রশংসা করেন।'

- বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হাসান ﵀-এর মেয়েকে এক লক্ষ দিরহাম মোহরের বিনিময়ে বিয়ে করার প্রস্তাব দিলেন। তখন মেয়ের মা তাঁকে বললেন, 'মেয়েকে এই ব্যক্তির সাথে বিয়ে দিন। আপনি তো দেখতেই পাচ্ছেন, ছেলেটা মেয়ের জন্য কী পরিমাণ টাকা খরচ করতে আগ্রহী।' তখন হাসান ﵀ বললেন, 'যে ব্যক্তি স্ত্রীর মোহরের পেছনে এক লক্ষ দিরহাম খরচ করে, সে তো অজ্ঞ ও প্রতারিত। তাকে মেয়ে বিয়ে দেওয়া ও তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক করার প্রতি আমার কোনো আগ্রহ নেই।' এই বলে তিনি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে দিলেন এবং একজন দ্বীনদার পাত্র দেখে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

- বর্ণিত আছে, এক লোক তাঁর কাছে পরামর্শ চেয়ে বলল, 'হে আবু সাইদ, আমার খুব আদরের একটি মেয়ে আছে। অনেক দুনিয়াদার লোক তাকে বিয়ে করার প্রস্তাব দিয়েছে। আপনার মতে কার সাথে বিয়ে দিলে ভালো হবে?' তিনি বললেন, 'তাকে এমন একজন মুত্তাকি ব্যক্তির সাথে বিয়ে দাও, যে তোমার মেয়েকে ভালোবাসলে সম্মান করবে, আর অপছন্দ করলে তার প্রতি অবিচার করবে না।'

- ইউসুফ বিন উবাইদকে বলা হলো, 'আপনি কি এমন কাউকে চিনেন, যে হাসান ﵀-এর মতো আমল করে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ হাসানের প্রতি রহম করুন। আল্লাহর শপথ, তাঁর মতো আমল করতে পারে,

এমন কাউকে জানা তো অনেক দূরের কথা, আমি তো এমন কাউকেও জানি না, যে তাঁর মতো কথা বলতে পারে। আল্লাহর শপথ, তাঁর নিকট জাহান্নামের আলোচনা করা হলে অবস্থা এমন হতো যে, মনে হতো জাহান্নাম বুঝি শুধু তাঁর জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। সব সময় তাঁকে এমন দেখাত যে, যেন জান্নাত ও জাহান্নাম তাঁর দুচোখের মাঝেই রয়েছে। তাঁর মাঝে জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয় সমানভাবে বিরাজ করত—একটার ওপর অন্যটা প্রাধান্য পেত না।'

- হাসান ﵀-এর খাদিম হুমাইদ বলেন, 'একবার হাসান ﵀ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা তাঁকে দেখতে গেলাম। তিনি আমাদের সালাম করলেন এবং অভ্যর্থনা জানালেন। আমরা তাঁকে বললাম, "আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন। আমাদের কিছু নসিহত করুন। আশা করি, তা থেকে আমরা উপকৃত হতে পারব।" তিনি বললেন, "তোমরা যদি সত্যবাদী, ধৈর্যশীল ও তাকওয়াবান হও, তবে এগুলো হচ্ছে তোমাদের প্রকাশ্য নেক আমল। ভাইয়েরা আমার, কল্যাণের কথা এক কান দিয়ে শ্রবণ করে অন্য কান দিয়ে বের করে দিয়ো না। কারণ, যারা মুহাম্মাদ ﷺ-কে দেখেছেন, তাঁরা সকাল-সন্ধ্যা তাঁকে দেখেছেন যে, তিনি ইটের ওপর ইট রেখে কিংবা বাঁশের সাথে বাঁশ মিলিয়ে ভবন নির্মাণ করেননি; বরং রাসুল ﷺ-এর জন্য হিদায়াতের পতাকা উড্ডীন করা হয়েছিল। অতঃপর তিনি এতেই মনোনিবেশ করেছেন। অতএব, যারা তাঁর পথ অনুসরণ করবে এবং তাঁর পদচিহ্ন দেখে চলবে, তাঁদের জন্য অভিনন্দন। দ্বীনের পথে দ্রুতই ছুটে আসো, তবেই পাবে মুক্তি। তোমরা কীসের ভিত্তিতে এত খুশি হচ্ছ এবং চিন্তিত হচ্ছ না? অথচ কাবার রবের শপথ, তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু একইসাথে চলে আসতে পারে। মনে রাখবে, ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে তার জন্য (আখিরাতের) আসবাব প্রস্তুত করে রাখে।"'

- আবু আব্দুর রহমান ﵀ বলেন, 'আমরা হাসান ﵀-এর অসুস্থতার সময় তাঁর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি একজন লেখককে একটি উপদেশ লেখার জন্য ডেকে আনলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "তুমি লেখো, বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। হামদ ও সানার পর, আল্লাহর বান্দা ও তাঁর বাঁদির ছেলে হাসান সাক্ষ্য দিচ্ছে যে, আল্লাহ তাআলা ব্যতীত

কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক ও অদ্বিতীয়; তাঁর কোনো শরিক নেই। আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসুল। যে আল্লাহ তাআলার সাথে সত্য জবান ও একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে সাক্ষাৎ করবে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" অতঃপর তিনি বললেন, "আমি মুআজ ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি এবং তাঁর পরিবারকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিতে শুনেছি। মুআজ ﷺ বলেন, "আমি রাসুল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি এবং তাঁর পরিবারকে এ ব্যাপারে উপদেশ দিতে দেখেছি।"'

- বর্ণিত আছে যে, যখন হাসান ﷺ-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি খুব অস্থির হয়ে পড়লেন। তাঁর ছেলে তাঁকে বলল, 'বাবা, আপনার অস্থিরতার কারণে আমরা পেরেশান হচ্ছি। তিনি বলেন, 'হে আমার ছেলে, সত্য আগমন করেছে এবং মিথ্যা দূরীভূত হয়েছে। আমি এই মুহূর্তে এমন এক সংকটে রয়েছি, আগে কখনো যার মুখোমুখি হইনি।'

- মালিক বিন দিনার ﷺ বলেন, 'আমি হাসান ﷺ-কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে হাস্যোজ্জ্বল ও অনেক শুভ্র দেখলাম, আর তাঁর অশ্রু প্রবাহের স্থানগুলো ঝলমলে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি কি মৃত নন?" তিনি বললেন, "অবশ্যই আমি মৃত।" আমি বললাম, "দুনিয়াতে তো আপনার পেরেশানি অনেক দীর্ঘ ছিল, মৃত্যুর পর আপনার কী অবস্থা হয়েছে?" তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ, ওই পেরেশানি আমাকে বদকারের স্তর থেকে নেককারের স্তরে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। ফলে আমি মুত্তাকিদের গৃহে অবস্থান করছি। আল্লাহর শপথ, এটা শুধু আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ বৈ কিছু নয়।" আমি বললাম, "হে আবু সাইদ, আপনি আমাদের কী আদেশ করবেন?" তিনি বললেন, "নিশ্চয় যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অধিক চিন্তাগ্রস্ত থাকে, আখিরাতে সে অধিক আনন্দিত থাকবে।"'

- সালিহ মুররি ﷺ[১১] বলেন, 'একদিন আমি হাসান ﷺ-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তখন তাঁকে এই কবিতা আবৃত্তি করতে শুনলাম :

১১. তিনি একজন দুনিয়াবিমুখ বুজুর্গ ও বসরার বক্তা। হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ গল্পকার বিশর বিন বাশিরের পিতা। ১৭২ হিজরিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ * إنما الميْتُ مَيِّتُ الأحياء

إنّما الميْتُ من تراه كئيبًا * كاسفا بالُهُ قليل الرجاء

"মৃত্যুর পর যে সুখে থাকে, সে মৃত নয়; মৃত সেই ব্যক্তি, যে জীবিত থেকেও মৃত!

প্রকৃত মৃত তো সে-ই, যাকে তুমি সব সময় মনমরা, বিষণ্ন ও হতাশাগ্রস্ত দেখবে।"'

- সকালবেলা জিকির ও তাসবিহ পাঠ শেষ করে তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন :

وما الدنيا بباقية لحيٍّ * ولا حَيٌّ على الدنيا بباقِي

'দুনিয়া কোনো জীবিত লোকের জন্য স্থায়ী নয় এবং কোনো জীবিত লোক দুনিয়ার জন্য স্থায়ী নয়।'

- সন্ধ্যায় তিনি কেঁদে কেঁদে এই কবিতাটি আবৃত্তি করতেন :

يَسُرُّ الفَتى ما كان قَدَّمَ مِنْ تُقًى * إذَا عَرَفَ الدَّاءَ الذي هو قاتِلُهُ

'তাকওয়া ও আমলের কারণে যুবক মৃত্যুঘাতী রোগের কথা জানতে পারলে খুশিই হয়।'

- হুমাইদ ﵀ বলেন, 'একদা আমরা হাসান ﵀-এর নিকট গিয়ে দেখি, তিনি কেঁদে কেঁদে এই কবিতা আবৃত্তি করছেন,

دَعُوهُ لا تلُومُوه دَعُوهُ * فقد علم الذي لم تعلموه

رَأَى علم الهدى فسما إليه * وطالب مطلبا لم تطلبوه

أجاب دُعاءَه لما دَعَاهُ * وقام بأَمْرِهِ وأَضَعْتُمُوْهُ

بِنَفْسِي ذَاكَ مِنْ فَطِنٍ لَبِيْبٍ * تَذَوَّقَ مَطْعَمًا لم تَطْعَمُوْهُ

"তাকে ছেড়ে দাও, গালি দিয়ো না তাকে, তাকে আপন অবস্থায় রেখে দাও। সে এমন বিষয় জেনে নিয়েছে, যা তোমরা জানো না।

হিদায়াতের পতাকা সে দেখতে পেয়েছে এবং তা উড্ডীন করেছে। সে এমন উদ্দেশ্য সাধন করতে চেয়েছে, যা থেকে তোমরা চাওনি।

সে আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়েছে, যখন তিনি তাকে ডেকেছেন। সে তার দায়িত্ব পালন করেছে, কিন্তু তোমরা এতে অবহেলা দেখিয়েছ।

আমার সত্তার শপথ! সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাবান। সে এমন স্বাদ আস্বাদন করেছে, যা তোমরা কখনো খেয়েও দেখোনি।"'

- হুমাইদ ﵀ বলেন, 'একদা আমি তাঁকে কেঁদে কেঁদে এই কথা বলতে শুনি, "হে আমার রব, আপনার নতুন কোনো নিয়ামত বা সাহায্য ব্যতীত আমি কীভাবে আপনার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করব? সে কতই না ক্ষতিগ্রস্ত, যাকে আপনার দরবার থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং অন্য কারও জন্য বন্ধ দুয়ার খুলে দেওয়া হয়েছে।" অতঃপর তিনি এই কবিতাটি আবৃত্তি করলেন :

إِذَا أَنَا لم أَشْكُرْكَ جَهْدِي وَطَاقَتِي

وَلَمْ أُصْفِ مِنْ قَلْبِي لَكَ الوُدَّ أَجْمَعَا

فَلَا سَلِمَتْ نَفْسِي مِنَ السُّقْمِ سَاعَةً

وَلَا أَبْصَرَتْ عَيْنِي مِنَ الشَّمْسِ مَطْلَعَا

"আমি যদি আমার প্রচেষ্টা ও সামর্থ্যানুযায়ী তোমার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় না করি এবং অন্তর থেকে তোমার প্রতি আমার সব ভালোবাসা প্রকাশ না করি,

তাহলে এক মুহূর্তের জন্যও আমার দেহসত্তা রোগ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে না এবং আমার চোখ কখনো সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করতে পারবে না।"

অতঃপর তিনি ইসতিগফার করে কেঁদে কেঁদে বললেন, "যে হৃদয় আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসে, তা কষ্ট-ক্লেশকে ভালোবাসে এবং বিলাসিতার ওপর কষ্টকে প্রাধান্য দেয়। কারণ, যে ব্যক্তি বিলাসিতাকে প্রাধান্য দেয়, সে জান্নাত পাবে না। ভালোবাসা মানুষকে উদার করে তোলে। যদি কেউ সত্যিকারের ভালোবেসে থাকে, তবে নিজের প্রতি উদার হয় এবং প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করে। কারণ, প্রবৃত্তির চাহিদা—এটি নির্বোধদের হাতিয়ার।"'

- এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'হে আবু সাইদ, তাহাজ্জুদ আদায়কারীদের চেহারা অন্যদের চেয়ে বেশি সুন্দর হয় কেন?' তিনি বললেন, 'কারণ, তারা রহমানের সাথে নির্জনতা অবলম্বন করেছে। ফলে তিনি তাদের নুরের পোশাক পরিধান করিয়েছেন। আর সেই নুরের ঝলক তাদের চেহারায় উদ্ভাসিত হয়।'

- তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, গুনাহ করে তাওবা করেছে এবং পুনরায় গুনাহে লিপ্ত হয়েছে—এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কী অভিমত?' তিনি বললেন, 'আমি এটা মুমিনের চরিত্র মনে করি না।'

- একদা তাঁর উপস্থিতিতে সাহাবায়ে কিরামের আলোচনা করা হলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তাঁদের আত্মাগুলোকে প্রশান্তি দান করুন। তাঁরা (রাসুল ﷺ-এর দরবারে) উপস্থিত ছিলেন, আর আমরা ছিলাম অনুপস্থিত। তাঁরা জ্ঞান অর্জন করেছেন; আর তাঁদের তুলনায় আমরা মূর্খ। সুতরাং যে বিষয়ে তাঁদের সবাই ঐকমত্য পোষণ করেছেন, আমরা তা নির্দ্বিধায় মেনে নেব। আর যে বিষয়ে তাঁরা পরস্পর মতানৈক্য করেছেন, সে বিষয়ে আমরা চিন্তাভাবনা ও ইজতিহাদ করে সিদ্ধান্ত নেব।'

- তিনি বলতেন, 'মসজিদ পরিচ্ছন্ন রাখা ও জিকিরের মাধ্যমে তা আবাদ রাখা হলো ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট জান্নাতি হুরদের ক্রয়মূল্য।'

- তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি জানে যে, মৃত্যু সমাগত, কিয়ামত অবধারিত এবং মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার সামনে দণ্ডায়মান হওয়া

সুনিশ্চিত—দুনিয়াতে তার আফসোস এবং নেক আমলের আগ্রহ বেড়ে যাওয়া চাই।'

- তাঁর কাছে সংবাদ এল যে, এক লোক তাঁর গিবত করেছে। তখন তিনি তার কাছে খেজুরভর্তি একটি ঝুড়ি পাঠিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি আমার গিবতের মাধ্যমে কিছু নেকি পাঠালেন, তাই আমি তার প্রতিদান পাঠালাম।' এতে লোকটি লজ্জিত হলো এবং পরে আর কখনো তাঁর ব্যাপারে মন্দ কথা বলেনি।

- দ্বীনি বিষয়ে কাউকে অকর্মণ্য ও নির্লিপ্ত দেখলে তিনি এই কবিতা পাঠ করতেন :

يَسُرُّكَ أَنْ تَكُوْنَ رَفِيقَ قَوْمٍ * لَهُمْ زَادٌ وأَنْتَ بِغَيْرِ زَادٌ؟

'তুমি এমন দলের সঙ্গী হতে পছন্দ করছ, যাদের সম্বল রয়েছে; অথচ তুমি সম্বলহীন?'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তোমার দিন তোমার মেহমানস্বরূপ। সুতরাং তার সাথে সদাচরণ করো। কারণ, তার সাথে সদাচরণ করলে সে তোমার প্রশংসা করতে করতে বিদায় নেবে; আর মন্দ আচরণ করলে তোমাকে ভর্ৎসনা করতে করতে বিদায় নেবে। এ ক্ষেত্রে রাতও ঠিক দিনের মতোই।'

- তাঁর সন্তান জন্ম হলে তাঁর বন্ধুরা অভিবাদন জানিয়ে বলল, 'আল্লাহ তাআলা তোমাকে যা দান করেছেন, তাতে বরকত দান করুন এবং তোমার প্রতি তাঁর নিয়ামত বাড়িয়ে দিন।' তিনি বললেন, 'প্রত্যেক ভালো বিষয়ের জন্য আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করছি এবং প্রত্যেক নিয়ামতের প্রবৃদ্ধি কামনা করছি। তার ব্যাপারে কোনো অভিবাদন নেই, আমি অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়লে যে আমাকে কাহিল করে তুলবে; আর ধনী হলে আমাকে উদাসীন করে রাখবে। তার জন্য কোনো অভিবাদন নেই, যার জন্য আমি জীবিত থাকতে কোনো প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করতে রাজি নই, যদ্দরুন আমার মৃত্যুর পর তার দারিদ্র্য নিয়ে আমার আশঙ্কা করা

লাগবে; যখন আমি এমন অবস্থায় থাকব যে, তার কষ্ট আমাকে ব্যথিত করবে না এবং তার আনন্দ আমাকে আনন্দিত করবে না।'

- তিনি বলতেন, 'ভয়ের পর নিরাপত্তা পাওয়া নিরাপত্তার পর ভয় পাওয়ার চেয়ে উত্তম।'

- তিনি বলতেন, 'আমি মৃত্যুর মতো সুনিশ্চিত কোনো জিনিস দেখিনি। অথচ, আমরা মৃত্যুর ওপর একিন রাখা সত্ত্বেও অন্য কিছুর জন্য আমল করি।'

- হাসান ﷺ বলেন, 'নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "জবানের সদাকার চেয়ে উত্তম কোনো সদাকা নেই।" বলা হলো, "হে আল্লাহর রাসুল, জবানের সদাকা কী?" তিনি বললেন, "উত্তম সুপারিশ, যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা দোষ ঢেকে রাখেন, প্রয়োজন পূরণ করেন এবং দুশ্চিন্তা দূর করেন।"'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আদাব ও উত্তম চরিত্র

- হাসান ﷺ বলতেন, 'একজন মুসলিমের প্রয়োজন পূর্ণ করা আমার কাছে এক মাসের ইতিকাফ থেকে উত্তম।'

- এক লোক হাসান ﷺ-এর নিকট উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন, 'ব্যয় করা, ক্ষমা করা ও ধৈর্যধারণ করা।'

- তিনি বলতেন, 'মানুষের মনুষ্যত্ব হলো—জবানের সত্যতা, সাথিদের কষ্ট সহ্য করা, সমবয়সীদের সাথে সদাচরণ করা ও প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা চাইলে তোমাদের সবাইকে ধনী বানাতে পারতেন। আবার চাইলে সবাইকে দরিদ্র বানাতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতকের মাধ্যমে কতককে পরীক্ষা করেন; যেন তোমাদের কর্মগুলো তিনি প্রত্যক্ষ করতে পারেন।'

- আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের উত্তম চরিত্রের প্রতি পথনির্দেশ করে বলেন :

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾

'আর তারা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদের অগ্রাধিকার দান করে। আর যাদের মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফল।'[১২]

১২. সুরা আল-হাশর : ৯

- তিনি বলেন, 'সৎ লোক যথাসময়ে ওয়াদা পালন করে, আর মন্দ লোক ওয়াদা পালনে বিলম্ব করে।'

- তিনি বলতেন, 'সে তোমার প্রতি ইনসাফ করেনি, যে তোমাকে খুব সম্মান করেছে, কিন্তু নিজের সম্পদ তোমার থেকে দূরে রেখেছে।'

- তিনি বলেন, 'আমাদের মাঝে যারা তার ভাইকে দিরহাম দিয়ে সাহায্য করত, তাদের কৃপণ মনে করা হতো। কেননা, আমরা সমান সমান কিংবা প্রাধান্য দেওয়ার নীতি অনুসরণ করতাম। আল্লাহর শপথ, আমি যাদের দেখেছি এবং যাদের সংশ্রব গ্রহণ করেছি, তাদের কেউ কেউ এমন ছিলেন যে, নিজের লুঙ্গিটা দুটুকরা করে এক টুকরা তার ভাইকে দিতেন এবং অপরটি নিজের জন্য রাখতেন। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক ব্যক্তি এমন ছিলেন যে, তিনি রোজা রাখলে ইফতারের সময় তার বন্ধুর নিকট গিয়ে বলতেন, "আমি আজ আল্লাহর জন্য রোজা রেখেছি। আমি চাই যদি আল্লাহ তাআলা তা কবুল করেন, তবে তোমার জন্যও তাতে একটি অংশ থাকুক। সুতরাং তুমি তোমার রাতের খাবারের কিছু অংশ নিয়ে এসো।" তখন বন্ধু তার জন্য সামর্থ্যানুযায়ী পানি ও খেজুর এনে সাওয়াব অর্জনের আশা নিয়ে তাকে ইফতার করাতেন। অন্যের কাছ থেকে ইফতার করার প্রয়োজন না থাকলেও তিনি এমনটি করতেন।'

- তিনি বলতেন, 'আমি এমন কিছু মানুষ দেখেছি, যারা ভাইয়ের মৃত্যুর পর চল্লিশ বছর অবধি তার পরিবার ও সন্তানদের দেখাশোনা করেছেন।'

- তিনি বলতেন, 'কেউ তার বন্ধুর বাড়ি গেলে বন্ধুর অনুমতি ব্যতীত উপস্থিত খাবার ও ফলমূল খেয়ে নিতে কোনো সমস্যা নেই।'[১৩]

- তিনি বলতেন, 'বান্দা যা কিছু ব্যয় করে, তার হিসাব দিতে হবে। তবে পিতা-মাতা, তাদের অধস্তন কেউ, কোনো দ্বীনি ভাই ও নেক কাজের সঙ্গীর জন্য যা ব্যয় করা হয়, তার হিসাব নেওয়া হবে না। কেননা, বর্ণিত

১৩. এটা তখনকার কথা, যখন বন্ধুর ব্যাপারে জানা থাকবে যে, সে এমনটা করলে আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট থাকবে। নচেৎ এভাবে অনুমতি ছাড়া খাওয়া জায়িজ হবে না।

আছে যে, আল্লাহ তাআলা এই ব্যয়ের ব্যাপারে হিসাব গ্রহণ করতে লজ্জাবোধ করেন।'

- তিনি বলতেন, 'ভাই থেকে লাভের চিন্তা করা মনুষ্যত্ব পরিপন্থী কাজ।'
- তিনি বলতেন, 'যে তোমার কাছে অন্যের কথা বর্ণনা করে, তার ব্যাপারে সতর্ক থেকো। কারণ, অচিরেই সে তোমার কথা অন্যের কাছে বর্ণনা করবে।'
- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তোমার কর্ম তোমার জন্যই। সুতরাং তুমি কোন অবস্থায় স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে চাও, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকো।'
- তিনি বলতেন, 'ভালো মানুষের কিছু নিদর্শন আছে, যেগুলোর মাধ্যমে তাদের চেনা যায়। তন্মধ্যে কয়েকটি হলো—সত্য বলা, আমানত রক্ষা করা, অঙ্গীকার পূর্ণ করা, গর্ব ও অহংকার না করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, দুর্বলদের প্রতি দয়া করা, সৎপথে ব্যয় করা, উত্তম চরিত্রবান হওয়া, সহনশীল হওয়া, ইলমের প্রচার করা এবং নারীদের সাথে সংশ্রব কম করা।'
- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকলে আবিদ (ইবাদতগুজার) হবে। আল্লাহ তাআলা কর্তৃক বণ্টিত বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকলে ধনী হবে। প্রতিবেশীদের প্রতি সদাচরণ করলে মুমিন হবে। নিজের জন্য যা পছন্দ করো, মানুষের জন্যও তা পছন্দ করলে ন্যায়পরায়ণ হবে। আর অল্প হাসবে; কারণ, বেশি হাসলে হৃদয় মরে যায়।'
- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, প্রবৃত্তির চাহিদা পরিত্যাগ করা ব্যতীত পছন্দের জিনিস পাবে না এবং অপছন্দনীয় বিষয়ে ধৈর্যধারণ করা ব্যতীত প্রত্যাশিত জিনিস অর্জন হবে না।'
- তিনি বলতেন, 'ধৈর্য হলো জান্নাতের রত্নভান্ডারগুলোর একটি। কিছু সময়ের ধৈর্যের মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের কল্যাণ অর্জিত হয়।'

- তিনি বলতেন, 'যাকে সন্তুষ্টির নিয়ামত দেওয়া হয়েছে স্বল্প খাবার তার জন্য যথেষ্ট। আর যার জন্য স্বল্প খাবার যথেষ্ট, সে কষ্টের ওপর সবর করতে পারে।'

- এক লোক হাসান ﵀-এর সামনে অপর এক লোককে গালি দিল। দ্বিতীয়জন দাঁড়িয়ে নিজের ঘাম মুছতে মুছতে বলল :

﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴾

'অবশ্যই যে সবর করে ও ক্ষমা করে, নিশ্চয় এটি সাহসিকতার কাজ।'[১৪]

তখন হাসান ﵀ বললেন, 'সব কৃতিত্ব আল্লাহর! এই লোক আয়াতটি খুব ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছে, যেখানে অজ্ঞরা তা থেকে উদাসীন।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তোমার জন্য সবর করা একান্ত আবশ্যক। অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।'

- তিনি বলেন, 'বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি আবু জার ﵁-কে গালি দিল। তিনি বললেন, "আমার ও জান্নাতের মাঝে একটি প্রতিবন্ধকতা আছে—যদি আমি তা পার করে জান্নাতে চলে যাই, তবে আমি তোমার কথা থেকে উত্তম; আর যদি আমাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, তবে আমি তোমার কথা থেকেও নিকৃষ্ট। হে ভাই, তুমি এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকো। কারণ, তুমি এমন সত্তার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে, যিনি চোখের গোপন চাহনি ও অন্তরের কল্পনা সম্পর্কেও অবহিত।"'

- এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে গালি দিলে হাসান ﵀ বললেন, 'যদি আল্লাহ তাআলা না শুনতেন, তবে আমি তোমার প্রত্যুত্তর করতাম।'

- তিনি বলতেন, 'সবর দুপ্রকার। যথা : বিপদের সময় সবর এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর। সুতরাং যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর করতে পারল, সে সর্বোত্তম সবর অর্জন করল।'

১৪. সুরা আশ-শুরা : ৪৩

- তিনি বলতেন, 'সবর ও সান্ত্বনার মাধ্যমে কঠিন বিপদে সংযম দেখানো আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম সংযমের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপ ক্ষমা ও সহনশীলতার মাধ্যমে ক্রোধ দমন করা আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বোত্তম দমনের অন্তর্ভুক্ত।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি বিশ্বাসঘাতকতা ও ইমানকে কখনো একত্র করতে পারবে না। তুমি কীভাবে মুমিন হবে, যখন তোমার প্রতিবেশী তোমার হাত থেকে নিরাপদ নয়? কীভাবে তুমি মুসলিম হবে, যখন মানুষ তোমার কাছে শান্তি অনুভব করে না? রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

"যার মাঝে আমানতদারিতা নেই তার (প্রকৃত অর্থে) ইমান নেই এবং যার মাঝে অঙ্গীকার রক্ষা করার গুণ নেই তার (প্রকৃত অর্থে) দ্বীন নেই।"[১৫]

অন্য হাদিসে নবিজি ﷺ বলেন :

لَيسَ بِمُؤْمِنٍ مَنْ خافَ جارُهُ بَوَائِقَهُ

"যার প্রতিবেশী তার পক্ষ থেকে অনিষ্টের ভয় করে, সে (প্রকৃত) মুমিন নয়।"[১৬]

- হাসান ﷺ বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি যতক্ষণ নিজের মাঝে থাকা দোষের ব্যাপারে অন্যকে দোষারোপ করবে, ততক্ষণ তুমি প্রকৃত ইমানের অধিকারী হতে পারবে না। সুতরাং প্রথমে তুমি নিজের দোষ সংশোধন করো। কারণ, যখনই তুমি একটি দোষ সংশোধন করবে,

.....

১৫. মুসনাদু আহমদ : ১/১৩৫, ১৫৪, ২১০, ২৫১, আস-সুনানুল কুবরা, বাইহাকি : ৬/২৮৮, সহিহু ইবনি হিব্বান : ১/৩৬১ -হাদিসটি হাসান।

১৬. আসল হাদিসটি সহিহ বুখারিতে আবু শুরাইহ ﷺ সূত্রে এভাবে এসেছে : وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللهِ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ 'আল্লাহর কসম, ওই ব্যক্তি ইমানদার নয় (তিনবার বললেন)।' প্রশ্ন করা হলো, 'সে কে ইয়া রাসুলাল্লাহ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।' (সহিহুল বুখারি : ৬০১৬)

তখনই অপর একটি দোষ পেয়ে যাবে। মনে করবে, তুমিই ইসলাহ ও সংশোধনের বেশি উপযুক্ত। হে আদমসন্তান, যদি তুমি ন্যায়পরায়ণ হও, তবে নিজেকে মানুষের দোষ-ত্রুটির অনুসন্ধান থেকে সরিয়ে অন্য কোনো ব্যস্ততায় রাখো। কারণ, আল্লাহর প্রিয় বান্দারা এমনই হয়ে থাকেন।'

- এক লোক তাঁর কাছে এই কবিতাটি আবৃত্তি করল :

وَأَجْرَأُ مَنْ رَأَيْتُ بِظَهْرِ غَيْبٍ

عَلَى عَيْبِ الرِّجَالِ ذَوُو العُيُوبِ

'জমিনের পৃষ্ঠে আমার দেখা সবচেয়ে স্পর্ধাকারী সে-ই, যে অন্যের দোষ খুঁজে বেড়ায়।'

তখন হাসান ﵀ বললেন, 'কী সুন্দর কথা! তার কথা একদম যথার্থ।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, কোন জিনিস তোমাকে দুর্বল করে দিয়েছে এবং তোমার গাফিলতি বাড়িয়ে দিয়েছে? তা হলো, তুমি মানুষের গুনাহ ও দোষ-ত্রুটি নিয়ে ব্যস্ত, অথচ নিজের কথা বেমালুম ভুলে আছ। তুমি তোমার ভাইয়ের চোখের সামান্য ধুলোবালিও দেখতে পাও, কিন্তু নিজের চোখের খড়-কুটাও দেখতে পাও না! কী সেই বস্তু, যা তোমার ইনসাফকে এত কমিয়ে দিল এবং অন্যায়কে এত বাড়িয়ে দিল?'

- তিনি বলেন, 'রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ

"দুনিয়াতে যারা সৎকর্মশীল, আখিরাতেও তারা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"[১৭]

এর কারণ হলো, দুনিয়াতে মাখলুকের প্রতি তাদের সদাচরণের ফলে আল্লাহ তাআলা তাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বলবেন, "তোমরা তোমাদের নেকিগুলো যাকে

১৭. আল-আদাবুল মুফরাদ : ২২১, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১/১২৪; সহিহুল জামি : ২০৩০

ইচ্ছা দিয়ে দাও। কারণ, আমি তোমাদের ক্ষমা করে দিয়েছি।" তাই তারা তাদের নেকিগুলো অন্যদের দান করে দেবে এবং আখিরাতেও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যেমন তারা দুনিয়াতে ছিল।'

- তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, 'শ্রেষ্ঠ চরিত্র কোনটি?' তিনি বললেন, 'দানশীলতা ও সত্যবাদিতা।'

- তিনি বলতেন, 'আমি এমন লোকদের দেখেছি, যারা তাদের ভাইদের তুলনায় দিনার বা দিরহামের অধিক হকদার ছিল না। হে লোকসকল, তোমাদের কী হলো? তোমরা এমন জিনিসও গ্রহণ করে নিচ্ছ, যার ওপর তোমাদের পাকড়াও করা হবে এবং কঠিন হিসাব নেওয়া হবে?'

- তিনি এক লোককে অন্য এক লোক থেকে হিসাব গ্রহণ করতে দেখলেন। সে বলছিল, 'তোমার কাছ থেকে আমি আরও (দিরহাম বা দিনারের) এক-ষষ্ঠাংশ পাব।' তখন হাসান ﵀ বললেন, 'তোমরা এত নিখুঁত হিসাব নিয়ে বাড়াবাড়ি করো না; অন্যথায় আল্লাহ তাআলাও তোমাদের নিখুঁত হিসাব নেবেন। এ ক্ষুদ্র দিরহাম এবং এটা নিয়ে যে বাড়াবাড়ি করছে, উভয়ের ওপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক।'

- তিনি বলতেন, 'যার মাঝে মনুষ্যত্ব নেই, তার মাঝে দ্বীনদারি নেই।'

- তিনি বলতেন, 'কোনো ব্যক্তি যদি চল্লিশ দিন পর্যন্ত অবৈধভাবে খাদ্যশস্য গুদামজাত করে রাখে, অতঃপর তা পিষে রুটি বানিয়ে মিসকিনদের আহার করায়, তবুও সে (অবৈধভাবে খাদ্যশস্য গুদামজাত করার) গুনাহ থেকে মুক্ত ও নিরাপদ হবে না।'

- তিনি বলতেন, 'উত্তম প্রতিবেশী হওয়া মানে প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকা নয়; বরং উত্তম প্রতিবেশী হওয়ার অর্থ হলো প্রতিবেশীর দেওয়া কষ্ট সহ্য করা।'

- তিনি বলতেন, 'যার মাঝে চারটি বিষয় থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে শয়তান থেকে রক্ষা করবেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন।

সেগুলো হলো—ভয়, আশা, কঠোরতা ও প্রবৃত্তির চাহিদার সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা।'

- তিনি বলতেন, 'ইলম সর্বোত্তম সম্পদ, শিষ্টাচার সর্বোত্তম বন্ধু, তাকওয়া শ্রেষ্ঠ পাথেয়, ইবাদত অধিক লাভজনক পণ্য, বুদ্ধিমত্তা উত্তম প্রতিনিধি, উত্তম চরিত্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গী, সহনশীলতা সর্বশ্রেষ্ঠ সহকারী, অল্পেতুষ্টি উত্তম ধনাঢ্যতা, তাওফিক সবচেয়ে বড় সহকারী এবং মৃত্যুর স্মরণ সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশদাতা।'

- তিনি বলতেন, 'এমন ব্যক্তির মতো হয়ো না, যে আলিমদের ইলম জমা করে এবং জ্ঞানীদের প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী সংগ্রহ করে, কিন্তু নির্বোধদের মতো এগুলোর চাহিদা অনুযায়ী আমল করে না।'

- তিনি বলতেন, 'যার মাঝে চারটি বিষয় আছে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার ওপর রহমত ছড়িয়ে দেবেন। সেগুলো হলো, পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ করা, ক্রীতদাসদের সাথে কোমল আচরণ করা, এতিমের দায়িত্ব গ্রহণ করা এবং দুর্বলদের সাহায্য করা।'

- তিনি বলতেন, 'ক্যান্সার একজন ব্যক্তির শরীরকে যত দ্রুত খেয়ে ফেলে, হিংসা একজন মুসলিমের দ্বীনদারিকে তার চেয়ে অধিক দ্রুত খেয়ে ফেলে।'

- তিনি বলতেন, 'রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ইলম দুপ্রকার। যথা : হৃদয়ের ইলম—এটি উপকারী ইলম। অপরটি হলো মুখের ইলম—এটি আদমসন্তানের বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলার প্রমাণ।"'[১৮]

- তিনি বলতেন, 'বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মুমিন সে, যার প্রতি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ বৃদ্ধি পেলে আল্লাহর প্রতি তার ভয়ও বৃদ্ধি পায়।'

- তিনি বলতেন, 'কর্মে নিষ্ঠাবান, আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয়কারী মুমিন যদি পৃথিবীভর্তি স্বর্ণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে, তবুও সে (জান্নাত)

১৮. সুনানুদ দারিমি : ৩৭৬, এটি হাসান বসরি ﷺ-এর একটি মুরসাল হাদিস।

প্রত্যক্ষ করা ব্যতীত নিশ্চিত হয় না। সে সব সময় বলে, "আমি (জাহান্নাম থেকে) মুক্তি পাব না, আমি মুক্তি পাব না।" আর মুনাফিক বলে, "মানবসম্প্রদায় অনেক। আর সকলের গুনাহের তুলনায় আমার গুনাহ আর কতটুকু? আল্লাহ তাআলা দয়াশীল। তিনি অচিরেই আমাকে ক্ষমা করে দেবেন।"'

- অতঃপর তিনি বলেন, 'হে আদমসন্তান, মন্দ কাজ করে আল্লাহ তাআলার ওপর ভরসা করে বসে আছ?'

- তিনি বলতেন, 'যার চরিত্র নষ্ট, সে নিজেকে নিজে শাস্তি দেয়। যার সম্পদ বেশি, তার গুনাহ বেশি। আর যে বেশি কথা বলে, তার পদস্খলন বেশি হয়।'

- তিনি বলতেন, 'যদি ইলম না থাকত, তবে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যেত।'

- তাঁর থেকে বর্ণিত যে, উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলতেন, 'সাথিদের ভালোবাসা অর্জনের একটি মাধ্যম হলো—তাকে আগে আগে সালাম দেওয়া, সর্বোত্তম নামে ডাকা এবং মজলিসে তার জন্য জায়গা করে দেওয়া।'

- হাসান ﵀ বলতেন, 'সালাফে সালিহিন তোমাদেরকে শিষ্টাচার ও উত্তম চরিত্র শিখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা শিখে নাও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়া করুন।'

- তিনি বলতেন, 'আমাদের কী হলো যে, আমাদের একজন অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে পীড়াপীড়ি করে তার কাছ থেকে কিছু চায়? আর তাকে দুর্বল করার জন্য তার জন্য দুআ করে বলে, "আল্লাহ তাআলা আমাদের এবং আপনাকে ক্ষমা করুন এবং স্বীয় জান্নাতে প্রবেশ করান।" দিনার-দিরহাম পাওয়ার জন্য হলে তো ব্যাপারটি আরও ভয়ানক ব্যাপার। ধ্বংস তোমাদের জন্য! তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকেরা এমন ছিলেন না। তোমরা কেন তাঁদের অনুসরণ ত্যাগ করেছ; অথচ তোমাদেরকে তাঁদের অনুসরণের আদেশ করা হয়েছে।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, আমাদের কী হলো যে, সুখের সময় আমরা একে অপরের পাশে থাকি, কিন্তু দুঃখের সময় পরস্পর পৃথক হয়ে যাই? অথচ, রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণ এমন ছিলেন না। চলো, আমরা আল্লাহর কাছে তাঁদের বিপরীত কাজ করা থেকে আশ্রয় কামনা করি।'

- তিনি এক লোককে বেশি কথা বলতে শুনে বললেন, 'হে ভাতিজা, তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখো। কারণ, বলা হয়ে থাকে যে, "কারাগারের জন্য জিহ্বার চেয়ে অধিক উপযুক্ত কিছু নেই।" আর বর্ণিত আছে যে, নবিজি ﷺ বলেন, "মানুষকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে তার জিহ্বার অর্জিত গুনাহই।"'[১৯]

- তিনি বলতেন, 'জ্ঞানী ব্যক্তির জিহ্বা থাকে তার হৃদয়ের পেছনে। তাই সে কথা বলার ইচ্ছা করলে প্রথমে অন্তরে চিন্তা করে দেখে। কথাটি তার জন্য উপকারী হলে বলে, অন্যথায় চুপ থাকে। আর অজ্ঞের হৃদয় থাকে তার জিহ্বার পেছনে। তাই সে যখনই কোনো কথা বলার ইচ্ছা করে, চিন্তা-ভাবনা করা ছাড়াই বলে ফেলে।'

- তিনি বলতেন, 'রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

  "আমার উম্মতের আবদালগণ অধিক নামাজ বা রোজার মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে না; বরং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে আল্লাহ তাআলার রহমত, মনের উদারতা, হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও সকল মুসলিমের প্রতি দয়ার কারণে।"'[২০]

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, কিয়ামতের দিন এক ঘোষক ঘোষণা করবে, "আল্লাহ তাআলার কাছে যার প্রতিদান প্রাপ্য, সে দাঁড়াও।" তখন শুধু এমন ব্যক্তিই দাঁড়াবে, যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করেছে অথবা তার কোনো অন্যায় ক্ষমা করে দিয়েছে অথবা তাকে কোনো জিনিস দান করেছে।'

.....

১৯. সুনানুত তিরমিজি : ২৬১৬

২০. শুআবুল ইমান : ১০৩৯৩, হাদিসটি জইফ।

- তিনি বলতেন, 'বিচক্ষণ ব্যক্তি হাজার ব্যক্তির ভালোবাসার বিনিময়েও একজনের শত্রুতা ক্রয় করে না। কারণ, যে এমনটি করে, সে ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ।'

- তিনি বলতেন, 'ভদ্র ব্যক্তির সম্মান হলো তার শিষ্টাচার এবং তার গৌরব হলো তার তাকওয়া।'

- তিনি বলতেন, 'যে তার ভাইকে এমন কোনো গুনাহের ব্যাপারে অপবাদ দেয়, যা থেকে সে আল্লাহ তাআলার কাছে তাওবা করেছে, তার থেকে ওই গুনাহ প্রকাশ হওয়া ব্যতীত তার মৃত্যু হবে না।'

- তাঁকে রবি বিন সুবাইহ প্রশ্ন করলেন, 'হে আবু সাইদ, ইশার নামাজের পর দশ রাকআত আদায়ের ব্যাপারে আপনার মতামত কী? এটি সুন্নাত নাকি মুসতাহাব?' তিনি বললেন, 'সুন্নাত নয়। যদি সুন্নাত হতো তবে মুসলিমদের জন্য তা ছেড়ে দেওয়ার সুযোগ থাকত না। তবে হে ভাতিজা, একজন মুসলিম যখন নিজেকে কোনো ভালো কাজে অভ্যস্ত করে নেয় অথবা আল্লাহ তাআলার জন্য কোনো ইবাদত করে, তখন নিয়ম হলো, তা অবিরত রাখা।'[২১]

- তিনি বলতেন, 'তাওরাতে উল্লেখ আছে, 'অল্পতুষ্টিতে রয়েছে ধনাঢ্যতা ও মানুষের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা। প্রবৃত্তির কামনা পরিত্যাগ করার মধ্যে রয়েছে সুস্থতা। আবেগ দমনে রয়েছে স্বাধীনতা এবং সংক্ষিপ্ত এ জীবনের ধৈর্যের মাঝে রয়েছে আখিরাতের দীর্ঘ জীবন উপভোগ করার সুযোগ।'

- তিনি বলতেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার শিষ্টাচারের অনুসরণ করো এবং আল্লাহ তাআলার কিতাবে যা আছে তার হিফাজত করো, তাহলে আল্লাহ তাআলার অলি হতে পারবে।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দার ওপর যে নিয়ামত দান করেছেন, তার হিসাব নেওয়া হবে। তবে সুলাইমান বিন দাউদ ﷺ-এর ওপর যে

.....

২১. এখানে ভালো কাজ ও ইবাদত বলতে অবশ্যই এমন ইবাদত উদ্দেশ্য, শরিয়তে যার প্রমাণ আছে। সুতরাং হাসান বসরি ﷺ-এর এ কথাকে বিদআতের পক্ষে দলিল মনে করা বোকামি।

নিয়ামত দান করা হয়েছিল, তার হিসাব নেওয়া হবে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন :

﴿ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾

"এ হচ্ছে আমার দান, অতএব তুমি দান করো বা নিজে রেখে দাও— কোনো হিসাব দিতে হবে না।"'[২২]

- তিনি বলতেন, 'বান্দার আশা যত দীর্ঘ হয়, তার আমল তত মন্দ হয়।'
- তিনি বলতেন, 'হে মানুষ, তুমি হলে কিছু দিনের সমষ্টি। তোমার একটি দিন চলে গেল মানে তোমার একটি অংশ চলে গেল।'
- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা ইবনে মাসউদ ﷺ-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন। কেমন যেন তিনি তোমাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেই বলেছিলেন, "তোমাদের দুনিয়াবিমুখরা হবে দুনিয়ামুখী, মুজতাহিদরা হবে ভুলকারী এবং আলিমরা হবে জাহিল।"'
- তিনি বলতেন, 'যে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা অন্য সকল কিছুর মধ্যে তার ভয় সৃষ্টি করে দেন। আর যে মানুষকে ভয় করে, আল্লাহ তাআলা তার অন্তরে প্রতিটি জিনিসের প্রতি ভয় সৃষ্টি করে দেন।'
- তিনি বলতেন, 'উমর বিন খাত্তাব ﷺ বলেন, "মিলিত হও এবং বিচ্ছিন্ন হও।" অতঃপর হাসান ﷺ তাঁর এ কথার ব্যাখ্যা দিয়ে বলতেন, 'উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রে মানুষের সাথে মেশো এবং মন্দ কর্মের ক্ষেত্রে তাদের থেকে পৃথক হও।'
- তিনি বলতেন, 'একজন মুসলিমের ওপর তার ধর্মের মানুষদের প্রতি চারটি দায়িত্ব রয়েছে। যথা : এক. তাদের ভালো লোকদের সাহায্য করা। দুই. কেউ দাওয়াত দিলে তা কবুল করা। তিন. পাপীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। চার. সত্য থেকে পলায়নকারীকে সত্যের প্রতি আহ্বান করা।'

.....

২২. সুরা সদ : ৩৯

- তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশ্যে তার সাথে মিলিত হয়, তার অতীতের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা আদম ﷺ-কে বললেন, "হে আদম, চারটি বিষয়ের মাঝে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সকল বিষয়কে একত্র করা হয়েছে । তন্মধ্যে একটি শুধু আমার জন্য, আরেকটি শুধু তোমার জন্য, আরেকটি তোমার ও আমার জন্য এবং আরেকটি তোমার ও অন্যান্য মানুষের জন্য। যেটি শুধু আমার জন্য, তা হলো, তুমি আমার ইবাদত করবে এবং কাউকে আমার সাথে শরিক করবে না। যেটি শুধু তোমার জন্য, তা হলো, আমি তোমাকে তোমার আমলের যথাযথ বদলা দেবো। যেটি তোমার ও আমার উভয়ের জন্য, তা হলো, তুমি দুআ করবে আর আমি তা কবুল করব। যেটি তোমার ও অন্যান্য মানুষের জন্য, তা হলো, তাদের থেকে তুমি যে রকম সংশ্রব কামনা করো, তুমিও তাদের সে রকম সংশ্রব প্রদান কোরো।"'[২৩]

- তিনি বলতেন, 'বোধশক্তি হলো ইলমের রক্তনালী, ইলম হলো আমলের প্রমাণ, আমল হলো কল্যাণের সর্দার, আসক্তি হলো গুনাহের বাহন, ধন হলো অবিশ্বাসীদের ব্যাধি, দুনিয়া হলো আখিরাতের বাজার। শত ধিক্কার ওই ব্যক্তির প্রতি, যে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতকে তাঁর নাফরমানিতে ব্যয় করে।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, বাহ্যিক সাজসজ্জা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার নাম ইমান নয়; বরং ইমান হলো, অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস—বাহ্যিক আমল যার সত্যায়ন করে।'

- বর্ণিত আছে যে, হাসান ﷺ-কে দাউদ তায়ি ﷺ-এর মৃত্যুসংবাদ শোনানো হলো। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহর

.....

২৩. আবু ইয়ালা ও বাজজার ﷺ আনাস ﷺ-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এখানে সালিহ নামক জইফ রাবি ও হাসান বসরি ﷺ-এর তাদলিস থাকায় হাদিসটি জইফ। (মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১/৫১)

শপথ, তিনি এমন একজন অতিথি ছিলেন, যার মর্যাদা শুধু হারানোর পরই উপলব্ধি করা যায়।' হাবিব বিন আওস[২৪] তাঁর কথা শুনে বললেন :

والحادثاتُ وإن أصابَكَ بُؤسُها

فَهُوَ الذي حَقًّا أنالَ نعِيمَها

'কঠিন বিপদের মাঝ থেকেও আপনি সুখের রসদ বের করে আনেন।'

- বর্ণিত আছে যে, একদিন এক অহংকারী ব্যক্তি হাসান ﵀-কে 'ইয়া আবু সাইদ' বলে ডাকল।[২৫] তিনি বললেন, 'টাকা-পয়সা নিয়ে অতি ব্যস্ততা তোমাকে "ইয়া আবা সাইদ" বলা থেকে অজ্ঞ রেখেছে।' অতঃপর তিনি বললেন, 'দ্বীনের জন্য দ্বীনি ইলম শেখো, দেহের জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শেখো এবং শুদ্ধভাবে কথা বলার জন্য নাহব (আরবি ব্যাকরণ) শেখো।'

- তিনি বলতেন, 'যে কুরআন অশুদ্ধ পড়ে, সে আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে মিথ্যা বলে। কারণ, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾

"এতে বাতিল কথা আসতে পারবে না—না এর সামনে থেকে আর না পেছন থেকে। এটি প্রজ্ঞাময় চিরপ্রশংসিত সত্তার কাছ থেকে নাজিলকৃত।"[২৬]

আর অশুদ্ধ তিলাওয়াত হলো সবচেয়ে বড় মিথ্যা।'

- এক লোক তাঁকে বলল, 'হে আবু সাইদ, আপনি কি অশুদ্ধ পড়েন না?' তিনি বললেন, 'হে ভাতিজা, আমি অশুদ্ধ পাঠের পর্ব অতিক্রম করে এসেছি (অর্থাৎ একসময় পড়লেও এখন আর পড়ি না)।'

---

২৪. তার নাম হলো, আবু তামাম হাবিব বিন আওস বিন কাইস বিন আশাজ তায়ি। প্রসিদ্ধ একজন কবি ছিলেন। খলিফা হারুনুর রশিদের খিলাফতের শেষ দিকে ১৯০ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। ২৩২ হিজরিতে তার মৃত্যু হয়। তার জন্ম ও মৃত্যুসাল নিয়ে আরও কিছু মত পাওয়া যায়। (খাজানাতুল আদব : ১/৩৫৬)

২৫. আরবি ব্যাকরণ অনুযায়ী 'ইয়া আবু সাইদ' ভুল; বরং 'ইয়া আবা সাইদ' হবে।

২৬. সুরা ফুসসিলাত (হা-মিম সাজদা) : ৪২

- তাঁকে বলা হলো, 'মনুষ্যত্ব কী?' তিনি বললেন, 'লোভ না করা—কারণ, লোভ লাঞ্ছনা ডেকে আনে। আর অন্যের কাছে হাত না পাতা—কারণ, হাত পাতলে ইজ্জত কমে যায়।'

- তিনি বলতেন, 'তুমি যদি সহনশীল না হও, তবে সহনশীলতার ভান করো; আর যদি আলিম না হও, তবে শিক্ষা অর্জন করো। কারণ, সাদৃশ্য গ্রহণকারীরা যাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে, তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হয়।'

- তিনি বলতেন, 'চারটি বিষয় যার মাঝে থাকবে সে পরিপূর্ণ, আর যার মাঝে একটি থাকবে সে তার সম্প্রদায়ের ভালো লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। বিষয়চারটি হলো, এক. দ্বীন—যা তাকে পথ প্রদর্শন করবে। দুই. বিবেক—যা তাকে সঠিক পথের ওপর রাখবে। তিন. বংশমর্যাদা—যা তাকে অনেক অনৈতিক কাজ থেকে বিরত রাখবে। চার. লজ্জা—যা তাকে সম্মানিত করবে।'

- তিনি বলতেন, 'যদি কেউ নিজের ভাইয়ের কাছে অনুযোগ না করে, তবে কার কাছে করবে? তাদের একজনের প্রতি অন্যজনের বাধ্যবাধকতার ন্যায় আর কার বাধ্যবাধকতা আছে? নিশ্চয় এক মুসলিম অন্য মুসলিমের জন্য আয়নাস্বরূপ—সে তার ত্রুটিগুলো দেখে এবং অপরাধগুলো ক্ষমা করে দেয়। তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার ব্যক্তিরা একজন অন্যজনের সাথে সাক্ষাৎ হলে বলতেন, "হে ভাই, আমি নিজের সব অপরাধ নিজে দেখতে পাই না এবং সব দোষ সম্পর্কে অবহিত নই। যখন তুমি আমার মাঝে কোনো কল্যাণ দেখবে, তখন তার ওপর উৎসাহিত করবে। আর যদি মন্দ কিছু দেখো, তবে নিষেধ করবে।" উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলতেন, "এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন, যে আমাদের সঠিক বিষয়ে পথনির্দেশ করেছে।" সালাফে সালিহিন এভাবে একজনের কথা অন্যজন মেনে নিতেন, ফলে তাঁরা উপকৃত হতেন।'

- তিনি বলতেন, 'এক মুমিন অপর মুমিনের একটি অংশ। তারা একে অপরের ব্যথায় ব্যথিত হয় এবং একে অপরের আনন্দে আনন্দিত হয়।'

- তিনি বলতেন, 'নিশ্চয় তোমার বন্ধুর কাছে তোমার জন্য একটি অংশ আছে। সুতরাং বুঝেশুনে বন্ধু নির্বাচন করো এবং বন্ধুর দোষণীয় বিষয়গুলো এড়িয়ে চলো।'

- তিনি বলতেন, 'কিছু বিষয়ে খুব সতর্ক থাকবে। কারণ, অনেক সময় মানুষ অজ্ঞাতসারে এমন খাবার গ্রহণ করে, এমন গৃহে প্রবেশ করে কিংবা এমন মজলিসে যোগদান করে; যার কারণে নিজের অজান্তেই তার দ্বীন চলে যায়।'

- তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, কিছু লোক আপনার মজলিসে বসে আপনার কথার মাঝে ভুল খোঁজার চেষ্টা করে, যাতে এর মাধ্যমে আপনাকে ঘায়েল করতে পারে। তিনি বললেন, 'হে ভাতিজা, তা নিয়ে তোমাকে চিন্তা করতে হবে না। কেননা, আমার উদ্দেশ্য হলো—জান্নাতে প্রবেশ করা, রহমানের প্রতিবেশী হওয়া এবং নবিগণের সাথি হওয়া। মানুষের মন্দ কথা ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা আমার উদ্দেশ্য নয়।'

- তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার জন্য ইলম অর্জন করে, খুব দ্রুত তার আল্লাহভীতি, দুনিয়াবিমুখতা ও বিনম্রতার মাধ্যমে ওই ইলমের প্রকাশ ঘটে।'

- তিনি বলতেন, 'কেউ মারা গেলে তার মৃত্যুপরবর্তী কার্যক্রমে (সমবেদনা জ্ঞাপন, জানাজা, কাফন-দাফন ইত্যাদিতে) শরিক হওয়ার চেষ্টা করবে। কারণ, এতে তিনটি প্রতিদান রয়েছে—একটি প্রতিদান সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য, একটি জানাজার নামাজ পড়ার জন্য, আরেকটি দাফনকার্যে শরিক থাকার জন্য। বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দাফনকার্য সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির সাথে থাকে, তার সত্তরটি ভয়াবহ গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।'[২৭]

.....

২৭. হুবহু এই ইবারতে হাদিসটি কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে সহিহ বুখারি ও মুসলিমে আবু হুরাইরা ﷺ থেকে বর্ণিত একটি হাদিস এই হাদিসের অনেকটা কাছাকাছি। হাদিসটি হলো, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি জানাজার নামাজে শরিক হয়, তার জন্য এক কিরাত পরিমাণ সাওয়াব। আর যে দাফন সম্পন্ন হওয়া পর্যন্ত থাকে, তার জন্য দুই কিরাত সাওয়াব।' প্রশ্ন করা হলো, 'কিরাত কী?' উত্তর দিলেন, 'দুটি বড় বড় পাহাড়ের সমান।' (সহিহুল বুখারি : ১৩২৫, সহিহ মুসলিম : ৯৪৫)

• বর্ণিত আছে যে, যখন ফারাজদাকের স্ত্রী নাওয়ার ইনতিকাল করলেন, বসরার গণ্যমান্য লোকজন তার জানাজায় উপস্থিত হলেন। হাসান ﵀-ও তাদের সাথে উপস্থিত হলেন। ফারাজদাক হাসান ﵀-এর সাথে চলতে চলতে বললেন, 'হে আবু সাইদ, আপনি কি জানেন, লোকজন কী বলছে?' তিনি বললেন, 'কী বলছে?' ফারাজদাক বললেন, 'তারা বলছে, এই জানাজায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও সর্বনিকৃষ্ট ব্যক্তি—দুজনই উপস্থিত হয়েছে।' হাসান ﵀ বললেন, 'তারা এ কথা দিয়ে কী বুঝাতে চাইছে?' ফারাজদাক বললেন, 'তাদের ধারণা, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হচ্ছেন আপনি আর নিকৃষ্ট ব্যক্তি হলাম আমি।' হাসান ﵀ বললেন, 'আমি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি নই আর তুমিও নিকৃষ্ট ব্যক্তি নও। তবে তুমি তোমার আজকের এমন দিনের (মৃত্যুর দিনের) জন্য কী প্রস্তুত করে রেখেছ?' ফারাজদাক বললেন, 'ষাট বছর ধরে আমি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর সাক্ষ্য দিয়ে আসছি।' নাওয়ারের দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর ফারাজদাক বললেন :

أَخَافُ وَرَاءَ القَبْرِ إِنْ لم تُعافِنِي

أَشَدَّ مِنَ القَبْرِ التِهابًا وَأَضْيَقا

إِذا قَادَنِي يَوْمَ القِيَامَةِ قَائِدٌ

عَنِيفٌ وَسَوَّاقٌ يَسُوْقُ الفَرَزْدَقَا

'প্রভু, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না করো, তবে আমি কবরের যন্ত্রণা ও সংকীর্ণতার চেয়ে কিয়ামত দিবসের সেই মুহূর্তকে বেশি ভয় করছি,

যখন নির্দয় ফেরেশতা এসে আমাকে সামনে থেকে টেনে নিয়ে যাবে এবং পেছন থেকে তাড়াকারী ফেরেশতা ফারাজদাককে (জাহান্নামের দিকে) হাঁকিয়ে নিয়ে যাবে।'

তার এ কথা শুনে হাসান ﵀ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। তিনি বললেন, 'কিছু কবিতা আছে, যা প্রজ্ঞাপূর্ণ।[২৮] হে আবু ফারাস, আল্লাহ তাআলা

২৮. 'কিছু কবিতা আছে, যা প্রজ্ঞাপূর্ণ' এ বাক্যটি উবাই বিন কাব ﵁ থেকে বর্ণিত একটি মারফু হাদিস। ইমাম বুখারি ﵀ এটি বর্ণনা করেছেন। দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৬১৪৫।

তোমার ওপর রহম করুন। যদি তুমি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী হও, তবে এমন দিনের জন্য আমল করতে থাকো। কারণ, উদার ও ন্যায়পরায়ণ সত্তার সামনেই দাঁড়াবে তুমি।' অতঃপর তারা পৃথক হয়ে গেলেন। ফারাজদাকের মৃত্যুর পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখল। তখন তিনি বললেন, 'হাসান বসরি ﷺ-এর সাথে একদিনের সাক্ষাতের বিনিময়ে আমার প্রতি দয়া করা হয়েছে।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, "সামনে করব, সামনে ভালো হয়ে যাব..." এ ধরনের কথা বলা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, আমি জনৈক নেককার লোককে বলতে শুনেছি যে, "আমরা তো তাওবা করার আগে মরতে চাই না, কিন্তু অবস্থা এমন হয় যে, তাওবা করার পূর্বেই আমাদের মৃত্যু এসে যায়।"'

- তিনি বলতেন, 'খাওয়ার সময় বারোটি কাজ রয়েছে—চারটি ফরজ, চারটি সুন্নাত ও চারটি আদব।

  ফরজগুলো হলো—বিসমিল্লাহ বলা, খাবারের দোষ না ধরা, উপস্থিত খাবারের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা।

  সুন্নাতগুলো হলো—ডান পায়ের ওপর বসা, নিজের সামনে থেকে খাওয়া, ডান হাতের তিন আঙুল দিয়ে খাওয়া এবং (খাওয়ার শেষে) আঙুল চেটে খাওয়া।

  আদবগুলো হলো—খানার আগে ও পরে হাত ধৌত করা, ছোট ছোট লোকমা গ্রহণ করা, ভালোভাবে চিবিয়ে খাওয়া এবং আহারকারীদের প্রতি দৃষ্টি না দেওয়া।'

- বর্ণিত আছে যে, একদা তিনি বসা ছিলেন। এমন সময় অপরিচিত এক মহিলা আগমন করল। মহিলাটি বলল, 'হে আবু সাইদ, একজন পুরুষের জন্য কি চার নারীকে বিয়ে করা বৈধ?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' সে বলল, 'নারীদের জন্যও কি এটি বৈধ?' তিনি বললেন, 'না।' সে বলল, 'কেন?' তিনি বললেন, 'কারণ, আল্লাহ তাআলা পুরুষের জন্য এটি বৈধ করেছেন

এবং মহিলাদের জন্য হারাম করেছেন।' সে বলল, 'তোমার জীবনের দোহাই দিয়ে বলছি হে আবু সাইদ, তুমি স্বামীদের এমন ফতোয়া দিয়ো না।'[২৯] এই বলে মহিলাটি চলে গেল। হাসান ﵀ তার যাত্রাপথে চেয়ে রইলেন এবং বললেন, 'এমন নারীর স্বামী যে হতে পেরেছে, তার আর কোনো মেয়ের দিকে তাকানোর প্রয়োজন নেই।' এই মহিলার আগে বা পরে হাসান ﵀ নিজের দেখা দুনিয়ার কোনো জিনিসের প্রতি এতটা আগ্রহী হননি।[৩০]

- হাসান ﵀ বলতেন, 'সবচেয়ে বড় বিপদ চারটি—পরিবার বড় হওয়া, সম্পদ কম হওয়া, স্থায়ী আবাসের পাশে মন্দ প্রতিবেশী হওয়া ও অবাধ্য স্ত্রী হওয়া।'

- তিনি বলতেন, 'সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ জিনিস হলো, হালাল সম্পদ ও এমন দ্বীনি ভাই, যার কাছে দুনিয়াবি ও দ্বীনি—উভয় বিষয়ের সুন্দর ও উপকারী পরামর্শ পাওয়া যায়।'

- তিনি বলতেন, 'মানুষ সাধারণত আলিম হলে আবিদ হয় না আর আবিদ হলে বুদ্ধিমান হয় না। তবে মুসলিম বিন ইয়াসার ﵀[৩১] একইসাথে আলিম, আবিদ ও বুদ্ধিমান ছিলেন।'

- তিনি বলতেন, 'বকর বিন আব্দুল্লাহ কত সুন্দর নসিহত করতেন! আমি তাকে সহনশীলতার আদেশ দিতে এবং ক্ষমার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে শুনেছি। তিনি বলেন, "হে লোকসকল, জাহান্নামের কথা স্মরণ করে ক্রোধের আগুন নির্বাপণ করো। কারণ, আবু দারদা ﵁ বলতেন, "বান্দা যখন রাগান্বিত হয়, তখন আল্লাহ তাআলার ক্রোধের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়।"'

.....

২৯. এখানে মহিলাটি শরিয়তের বিধান অস্বীকার বা মাসআলা গোপন করার কথা বুঝাতে চাননি; বরং স্বামীর প্রতি অত্যধিক মহব্বত ও ভক্তির কারণেই এমন কথা বলেছিলেন। আর আবেগবশত এমন কথা তার ইমানে কোনো সমস্যা সৃষ্টি করবে না। কিন্তু কেউ যদি এ ধরনের কথা অবজ্ঞা বা শরিয়তের প্রতি বিদ্বেষবশত বলে থাকে, তাহলে তার ইমান বিনষ্ট হয়ে যাবে।

৩০. অর্থাৎ তিনি মহিলাটির স্বামীভক্তি দেখে অত্যন্ত আশ্চর্য হওয়ায় তার গমনপথের দিকে এভাবে চেয়েছিলেন।

৩১. আবু আব্দুল্লাহ মুসলিম বিন ইয়াসার বসরি। বনু উমাইয়ার আজাদকৃত গোলাম ছিলেন। ১০০ হিজরি মতান্তরে ১০১ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৪/৫১০)

- হাসান ﵀ বলতেন, 'যে বুদ্ধিমত্তার জামা গায়ে দিয়েছে, সে ধ্বংস থেকে নিরাপদ।'

- তিনি বলতেন, 'যে বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতারণার শিকার, সেই আসলে প্রতারিত।'

- তিনি বলতেন, 'উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে মানুষের সাথে মেলামেশা করো। কারণ, তাদের মাঝে তোমাদের অবস্থান কিছুদিনের জন্যই।'

- ইউনুস বিন হাবিব ﵀ বলেন, 'আমি হাসান বসরি ﵀-কে বলতে শুনেছি, "দুটি জিনিস কখনো একত্রিত হয় না—অল্পতুষ্টি ও হিংসা। আর দুটি জিনিস কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না—লোভ ও হিংসা।'

- তিনি বলতেন, 'মানুষ তার বিবেক, লজ্জা ও সহনশীলতার মাধ্যমে নেতৃত্ব দেয়।'

- তিনি বলতেন, 'এমন ব্যক্তির নিকটই গমন করো, যার থেকে অনুগ্রহ পাওয়ার আশা করো, অথবা যার ক্ষমতা ও দাপটের ভয় করো, অথবা যার দুআর বরকতের আশা করো, অথবা যার ইলম থেকে কিছু সংগ্রহ করা যাবে মনে করো।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সংক্ষিপ্ত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ

- হাসান ﵀ শুনলেন যে, এক ব্যক্তি বলছে, 'হে আল্লাহ, পাপাচারীদের ধ্বংস করে দিন!' তিনি বললেন, 'তখন তো পথ জনশূন্য হয়ে পড়বে এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তা কমে যাবে!'[৩২]

- তিনি বলতেন, 'দ্বীন শক্তিশালী, সত্য ভারী এবং মানুষ দুর্বল। অতএব, তোমরা সামর্থ্যানুযায়ী তা গ্রহণ করো। কারণ, বান্দার ওপর সামর্থ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দিলে তার পক্ষ থেকে বিরক্তি ও অবাধ্যতার আশঙ্কা রয়েছে।'

- তিনি বলতেন, 'সদাকা যেমন সম্পদের জাকাত, তেমনই অসুস্থতা দেহের জাকাত। সুতরাং অসুস্থতামুক্ত দেহ জাকাত-অনাদায়ী সম্পদের মতো।'

- তিনি বলতেন; 'সর্বোত্তম কাজ হলো ফিকির ও আল্লাহভীতি। সুতরাং যার জীবনে ফিকির ও আল্লাহভীতি আছে, সে মুক্তিপ্রাপ্ত। অন্যথায় তার জীবনের হিসাব করা উচিত।'

- তিনি বলতেন, 'ফিকির এমন এক আয়না, যা তোমাকে তোমার ভালো-মন্দ দেখিয়ে দেয়। সুতরাং তার ওপর ভরসা করলে সফল হবে; আর অবহেলা করলে লাঞ্ছিত হবে।'

.....

৩২. এখানে তিনি তাদের জন্য হিদায়াতের দুআ করার দিকে ইঙ্গিত করেছেন। অর্থাৎ ব্যাপকভাবে গুনাহগারদের ধ্বংস করার জন্য বদদুআ করা যাবে না। তবে নির্দিষ্ট কেউ সীমালঙ্ঘন করলে ভিন্ন কথা।

- এক লোক তাঁকে বলল, 'হে আবু সাইদ, আপনি আমার নিকট একটি হাদিস বর্ণনা করেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গেছি।' হাসান ﵀ বললেন, 'যদি ভুলে যাওয়া না থাকত, তবে ফকিহদের সংখ্যা অধিক হতো।'

- আবান ﵀[৩৩] বলেন, 'আমি মসজিদে হাসান বসরি ﵀-এর নিকট গিয়ে বললাম, "আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন। আপনি কি নামাজ পড়েছেন?" তিনি বললেন, "না, এখনও পড়িনি।" আমি বললাম, "বাজারের লোকেরা তো পড়ে নিয়েছে।" তিনি বললেন, "বাজারের লোকদের থেকে দ্বীন কে শিখবে? তাদের অবস্থা তো এমন যে, যদি তাদের বেচাকেনা ভালো চলে, তখন নামাজ বিলম্ব করে পড়ে। আর যদি বেচাকেনায় মন্দা দেখা দেয়, তবে আগে আগে নামাজ পড়ে নেয়।"'

- তিনি বলতেন, 'তিনটি বিষয় থেকে বেঁচে থেকো—এসব বিষয়ে শয়তানকে অন্তরে জায়গা করতে দিয়ো না। এক. মেয়েদের সাথে নির্জনতা গ্রহণ কোরো না; এমনকি কুরআন শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যেও না। দুই. রাজ-দরবারে প্রবেশ কোরো না; এমনকি তাকে সৎ কাজের আদেশ করতে এবং মন্দকাজ থেকে বাধা দিতেও না। তিন. বিদআতি ব্যক্তির নিকট বোসো না; কারণ, সে তোমার হৃদয়কে রোগাক্রান্ত করে দেবে এবং তোমার দ্বীনকে নষ্ট করে দেবে।'

- তিনি বলতেন, 'নামাজ, তিলাওয়াত ও জিকির—এ তিন জায়গায় মিষ্টতার সন্ধান করো। যদি এগুলোতে মিষ্টতা পাও, তবে চলতে থাকো এবং সুসংবাদ গ্রহণ করো। অন্যথায় জেনে রাখো, তোমার দরজা বন্ধ, সুতরাং তা খোলার ব্যবস্থা করো।'

- তিনি বলতেন, 'যদি তিনটি বিষয় না থাকত, তবে আদমসন্তান মাথা নত করত না—মৃত্যু, ব্যাধি ও দারিদ্র্য। এ তিনটি বিষয় না থাকলে সে শুধু লম্ফঝম্প করে বেড়াত।'

.....

৩৩. ইমাম আবু ইয়াজিদ আবান বিন ইয়াজিদ আততার বসরি । তিনি ছিলেন ইলমে হাদিসের একজন বড় মাপের আলিম, যিনি হাসান বসরি থেকে বর্ণনা করেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৭/৪৩১)

• তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহর শপথ, আমরা নিঃশেষ হওয়ার জন্য সৃষ্ট হইনি; বরং বাকি থাকার জন্য সৃষ্ট হয়েছি। তবে আমরা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হই। আবুল আলা মায়ারি ﷺ বলেন :

خُلِقَ النَاسُ لِلْبَقَاءِ فَظَلَّتْ

أُمَّةٌ يَحْسَبُوْنَهُمْ لِلنَّفَادِ

إِنَّما يُنْقَلُوْنَ مِنْ دَارِ أَعْمَا

لِإِلى دَارِ شِقْوَةٍ أَوْ رَشَادٍ

"মানুষকে বাকি থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, কিন্তু কিছু লোক ধারণা করেছে, তারা ধ্বংসের জন্য সৃষ্টি হয়েছে।

কেননা, সবাইকে তো আমলের জগৎ ছেড়ে চিরসফলতা বা চিরব্যর্থতার জগতেই প্রত্যাবর্তিত হতে হবে।"'

• তিনি বলতেন, 'যে কোনো বিদআতিকে সম্মান করল, সে ইসলাম ধ্বংসের চেষ্টা করল।'

• তিনি বলতেন, 'নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "যখন কোনো ফাসিকের প্রশংসা করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা রাগান্বিত হন।"'[৩৪]

• তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি এ কথা বলে প্রতারিত হয়ো না যে, যার সাথে যার মহব্বত, তার সাথে তার কিয়ামত হবে। কারণ, তুমি নেককারদের কাজ করা ব্যতীত তাদের সাথে মিলিত হতে পারবে না। ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা তাদের নবিদের ভালোবাসে, কিন্তু আল্লাহর শপথ! নবিদের সাথে তাদের হাশর হবে না। তারা তাদের দলভুক্ত হবে না; বরং তারা জাহান্নামের ইন্ধন হয়ে তাতে প্রবেশ করবে।'

.....

৩৪. তারিখু বাগদাদ : ৭/২৯৮, ৮/৪২৮; এ বর্ণনায় আবু খালাফ নামক একজন মুনকার রাবি থাকায় এটা বেশ দুর্বল হাদিস। দেখুন, মিজানুল ইতিদাল : ৪/১২১, আস-সিলসিলাতুজ জইফা : ৫৯৫।

- তিনি বলতেন, 'এই উম্মতের উত্তম ব্যক্তিরা যতক্ষণ পর্যন্ত নিকৃষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি কোমল না হবে, নেককাররা পাপাচারীদের সম্মান না করবে এবং কুরআন পাঠকারীরা শাসকবর্গের প্রতি ঝুঁকে না পড়বে; ততক্ষণ কল্যাণের সাথে থাকবে এবং আল্লাহ তাআলার নিরাপত্তা ও তাঁর দয়ার চাদরে আবৃত থাকবে। আর যখন তারা এই কাজগুলো করতে শুরু করবে, তাদের থেকে আল্লাহ তাআলার হাত উঠে যাবে, তাদের ওপর অত্যাচারীদের চাপিয়ে দেওয়া হবে, যারা এদেরকে নিকৃষ্টতম শাস্তি দেবে। তবে আখিরাতের শাস্তি হবে আরও ভয়াবহ ও কঠিন। আর তাদের হৃদয়ে ভয় ঢেলে দেওয়া হবে।'

- কথিত আছে যে, হাসান ﵀ নাইম বিন রিজওয়ানকে অহংকারীর ন্যায় হাঁটতে দেখে বললেন, 'এই লোকটির দিকে লক্ষ করো! তার দেহে থাকা প্রতিটি অঙ্গেই আল্লাহ তাআলার নিয়ামত থাকা সত্ত্বেও এতে রয়েছে শয়তানের অভিশাপ।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন মুমিনদের থেকে দয়া ও অনুগ্রহের সাথে হিসাব গ্রহণ করবেন এবং কাফিরদের প্রমাণ ও ইনসাফের ভিত্তিতে শাস্তি দান করবেন।'

- তিনি বলতেন, 'আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে, জিহ্বা ভালো ভালো কথা বলে, অন্তরও ভালো-মন্দের তফাত ভালোই বোঝে, তবুও কর্ম খারাপ হয়।'

- তিনি বলতেন, 'যে নিজেকে এমন অধঃপতনে নিয়ে গেছে যে, সে এখন শুধু তার মন্দ আলোচনারই যোগ্য; তখন কেউ তার গিবত করলে গিবতকারীর সাওয়াব তার আমলনামায় আসবে না।'

- তিনি এক বৃদ্ধ লোককে দেখলেন, কঙ্কর নিয়ে খেলছে আর মুখে বলছে, 'হে আল্লাহ, আমাকে হুর দান করুন।' তিনি বললেন, 'সে হুরের প্রার্থনা করছে, কিন্তু পাগলদের মতো অনর্থক কাজ করছে!'

- তিনি বলতেন, 'কেউ যদি নিজের অবস্থা জানতে চায়, তবে সে যেন নিজের আমলকে কুরআনের সমীপে পেশ করে—তাহলে তার কর্মের মন্দ দিকগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

- তিনি বলতেন, 'এমন ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তাআলা রহম করুন, যে নিজেকে কুরআনের সমীপে পেশ করেছে। যদি তার কর্মগুলো কুরআনের সাথে মিলে, তবে আল্লাহর গুণকীর্তন করে তা বৃদ্ধির কামনা করে; আর যদি কুরআনের বিপরীত হয়, তবে নিজেকে ধিক্কার জানায় এবং খুব দ্রুত তা থেকে ফিরে আসে।'

- তিনি বলতেন 'মানুষের অবস্থা দেখে আমার খুব আশ্চর্য লাগে যে, তার মাথার ওপর দুজন রক্ষী ফেরেশতা নিয়োজিত, তার জবান যাদের কলম এবং তার থুথু যাদের কালি; এর পরেও সে অনর্থক কথা বলে!'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি নিজের ভালো কর্মের আলোচনা পছন্দ করো এবং মন্দ কর্মের আলোচনা অপছন্দ করো এবং ধারণার ভিত্তিতে অপরকে পাকড়াও করো। কিন্তু তোমার কথাবার্তা ও কাজকর্মের ওপর তোমার পূর্ণ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও এবং তা সংরক্ষণের জন্য দুজন ফেরেশতা নিযুক্ত আছেন জেনেও তুমি তোমাকে কোনোরূপ দোষারোপ করো না কেন? হে আদমসন্তান, দিনের কাজের জন্য রাতের কাজ এবং রাতের কাজের জন্য দিনের কাজ বুদ্ধিমানের জন্য প্রতিবন্ধক হয় না। বরং তার হৃদয় সব সময় ভয়ে আচ্ছন্ন থাকে, যতক্ষণ না তার রব তার প্রতি দয়া করেন।'

- তিনি বলতেন, 'তোমরা মানুষের (সামনাসামনি) প্রশংসা করা থেকে সতর্ক থাকো। কারণ, তা জবাইয়ের নামান্তর। বর্ণিত আছে যে, নবিজি ﷺ-এর উপস্থিতিতে এক লোকের প্রশংসা করা হলে তিনি বললেন, "তোমরা তার মেরুদণ্ডে আঘাত করলে! যদি সে তা শুনত, তবে কখনই সফল হতো না।"'[৩৫]

- তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি নিজের ব্যাপারে অভিযোগ করে এবং রিজিকের ব্যাপারে নিজেকে মন্থর মনে করে, সে তার রবের সাথে ইনসাফ করে না।'

.....

৩৫. সহিহুল বুখারি : ২৬৬৩, তবে এতে শেষের বাক্যটি নেই।

- তিনি বলতেন, 'তোমার জিহ্বাই সর্বাধিক নিয়ন্ত্রণ করার উপযুক্ত এবং তোমার প্রবৃত্তির আসক্তিই বেশি পরিত্যাগ করার উপযুক্ত।'

- তিনি বলতেন, 'নফসের চেয়ে অধিক অবাধ্য কোনো বাহন নেই, যাকে লাগাম পরানো দরকার।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি তোমার মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবে না, নির্ধারিত রিজিকের কম পাবে না এবং তোমার জন্য যা নেই, তা অর্জন করতে পারবে না—তাহলে কেন অযথা শ্রম ব্যয় করছ এবং কীসের জন্য নিজেকে নিজে ধ্বংস করছ?'

- এক বেদুইন হাসান ﵀-এর সাথে সাক্ষাৎ করে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন! আপনি আমাকে দ্বীনের এমন একটি বিষয় শিক্ষা দিন, যা ব্যাপক এবং বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত।' তিনি বললেন, 'হে ভাতিজা, তোমার কথাটি খুব সুন্দর হয়েছে। নিশ্চয় সর্বোত্তম আমল হলো, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত আমল।'

- তিনি বলতেন, 'যে যাচাই করে না, সে প্রতারিত হয়। আর যে সত্যের বিরুদ্ধে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়, সে ধরাশায়ী হয়।'

- তিনি বলতেন, 'আদমসন্তান তিনটি জিনিসের মাঝে রয়েছে—আসন্ন বিপদ, ক্ষণস্থায়ী নিয়ামত এবং বিনাশকারী মরণ।'

- তিনি বলেন, 'মানুষ বিপদাপদ, ক্ষয়-ক্ষতি ও মৃত্যুর টার্গেট।' অতঃপর তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে কেঁদে এই আয়াত পাঠ করলেন :

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আমাদের প্রতিপালক, এই দুনিয়াতে আমাদের কল্যাণ দান করুন এবং আখিরাতেও কল্যাণ দান করুন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'[৩৬]

৩৬. সুরা আল-বাকারা : ২০১

- হাসান ﵀-এর নিকট যখন হুসাইন বিন আলি ﵁-এর শাহাদাতের সংবাদ আসলো, তিনি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন এবং দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'হায় আফসোস! এই উম্মতের সাথে কী ঘটল? হতভাগারা উম্মতের সন্তানতুল্য নবির দৌহিত্রকে হত্যা করে দিয়েছে! হে আল্লাহ, আপনি হতভাগা হত্যাকারীর জন্য ফাঁদ তৈরি করুন!

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾

"আর যারা অন্যায় করে তারা অচিরেই জানতে পারবে, কোন বিপর্যয়ে তারা প্রত্যাবর্তন করছে।"'[৩৭]

- তিনি বলতেন, 'তোমাদের যে কেউ শেষ জমানা পাবে, সে যেন নিজের গৃহের চট হয়ে থাকে (অর্থাৎ ঘর থেকে বের না হয়)।'

- তিনি বলতেন, 'যে ভরা মজলিসে নিজেকে ধিক্কার দিল, সে আসলে নিজের প্রশংসা করল এবং তার এই কাজটি খুবই মন্দ!'

- তিনি বলতেন, 'আবদালগণ (আল্লাহর বিশেষ অলিগণ) না থাকলে পৃথিবী ধসে যেত, নেককাররা না থাকলে উম্মাহ ধ্বংস হয়ে যেত, উলামায়ে কিরাম না থাকলে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় হয়ে যেত, বাদশাহ না থাকলে মানুষ একজন অন্যজনকে খেয়ে ফেলত, অবুঝ প্রাণীগুলো না থাকলে দুনিয়া বিনষ্ট হয়ে যেত এবং বাতাস না থাকলে আসমান ও জমিনের মাঝে দুর্গন্ধে ভরে যেত।'

- তিনি বলতেন, 'তিনটি বিষয় মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়—এমন শাসক, যে তোমাকে পথভ্রষ্ট করে; দুই. এমন প্রতিবেশী, যে ভালো দেখলে গোপন রাখে এবং মন্দ দেখলে প্রচার করে; তিন. প্রকাশ্য দারিদ্র্য, যা জীবনের সুখ বিনাশ করে দেয়।'

- আলা বিন জিয়াদ ﵀ বলেন, 'আমি হাসান ﵀-কে বললাম, "দুজন লোকের একজন ইবাদতের জন্য নিজেকে অবসর করেছে এবং অপরজন

৩৭. সুরা আশ-শুরা : ২২৭

নিজের পরিবারের খরচা জোগাড়ে ব্যস্ত—এদের মধ্যে কে উত্তম?" হাসান ﵀ বললেন, "দুজন বরাবর নয়। যে নিজেকে ইবাদতের জন্য অবসর করে নিয়েছে, সে শ্রেষ্ঠ এবং উত্তম কর্ম সম্পাদনকারী।"'

- তিনি বলতেন, 'তোমার সন্তানের মাঝে অপছন্দনীয় কিছু দেখলে রবের কাছে নিজেকে দোষারোপ করো এবং তাওবা করো। কারণ, সন্তানের সেই অপছন্দনীয় বিষয়টি তোমার মন্দ আমলেরই ফল।'

  ইবনুল জাওজি ﵀ বলেন, 'হাসান ﵀-এর এ কথাটির উদ্দেশ্য হলো, তুমি স্বীয় রবের দিকে ফিরে এসে তাওবা করো এবং নিজের গুনাহের ব্যাপারে ক্ষমা প্রার্থনা করো।'

- তিনি বলতেন, 'যখন মানুষের মাঝে ইলমের বিকাশ ঘটবে, আমল বিনষ্ট হবে, মুখে মুখে একে অপরকে ভালোবাসবে এবং অন্তরে বিদ্বেষ পোষণ করবে, আর আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের অভিসম্পাত করবেন এবং তাদের অন্ধ ও বধির করে দেবেন।'

- এক লোক তাঁকে ফিতনা সম্পর্কে জানতে চেয়ে বলল, 'ফিতনা কী এবং কী কারণে ফিতনা ছড়িয়ে পড়ে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ! ফিতনা হলো আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বান্দাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া শাস্তি—যখন বান্দা তাঁর অবাধ্যতা করে এবং তাঁর ইবাদতে অবহেলা করে, তখন তিনি তা চাপিয়ে দেন।'

- তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, সৃষ্টির ওপর বিপদ আসে কেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কমে যাওয়ার কারণে।' বলা হলো, 'আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি কমে যায় কেন?' তিনি বললেন, 'আল্লাহর ব্যাপারে মানুষের অজ্ঞতা এবং তাঁর পরিচয় না জানার কারণে।'

- তিনি বলতেন, 'নির্বোধদের পরিত্যাগ করা আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জনের মাধ্যম, জ্ঞানীদের সাথে সম্পর্ক করা আল্লাহ তাআলার দ্বীনের ওপর দৃঢ়তা গ্রহণের মাধ্যম, মুমিনকে সম্মান করা আল্লাহ তাআলার ইবাদত এবং ফাসিকদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা আল্লাহ তাআলাকে সাহায্য করার নামান্তর।'

- তিনি বলতেন, 'রাখালের ছাগল যেন তোমার চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান না হয়—বজ্রনাদ যাকে ভীতসন্ত্রস্ত করে এবং ইশারা যাকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়।'

- তিনি বলতেন, 'আমি বকর বিন আব্দুল্লাহ মুজানি ﵀-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা অধিক হারে আমল করো। কিন্তু যদি দুর্বলতা তোমাদের গ্রাস করে নেয়, তবে অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকো।"'

- তিনি বলতেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "দুনিয়াতে মানুষকে সুস্থতা এবং একিনের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস দেওয়া হয়নি। সুতরাং আল্লাহ তাআলার কাছে তোমরা এই দুটির প্রার্থনা করো।"'[৩৮]

- হাসান ﵀ বলেন, 'রাসুলুল্লাহ ﷺ সত্যই বলেছেন। কারণ, একিনের কারণেই জান্নাত অন্বেষণ করা হয় এবং জাহান্নাম থেকে পলায়ন করা হয়। একিনের কারণেই অপছন্দনীয় জিনিসে ধৈর্যধারণ করা হয় এবং ফরজসমূহ আদায় করা হয়। আর সুস্থতার মাঝে রয়েছে প্রভূত কল্যাণ।'

- তিনি বলতেন, 'মুমিন যেন গাফিল হয়ে না পড়ে, এ জন্য সে কখনো অনর্থক কাজে লিপ্ত হয় না। আর যখন সে ফিকির করে, তখন খুব চিন্তিত হয়ে পড়ে।'

- তিনি বলতেন, 'যার নামাজ তাকে মন্দ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত রাখে না, তার নামাজ আল্লাহ তাআলা থেকে তার দূরত্ব বৃদ্ধি করে এবং তার প্রতি আল্লাহর ক্রোধ বৃদ্ধি পেতে থাকে।'

- তিনি বলতেন, 'নিজের আমলের প্রতি যে সজাগ থাকে, সে যুদ্ধের ময়দানে নিজের প্রতিরক্ষাকারীর মতো। বরং নিজের কর্মের প্রতি সজাগ থাকা তার চেয়েও বেশি উত্তম ও সাওয়াবের কাজ।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি হারামকে হালাল মনে করছ, নির্দ্বিধায় অপরাধ করে বেড়াচ্ছ এবং কবিরা গুনাহে লিপ্ত হচ্ছ; অথচ আল্লাহ তাআলার কাছে ভালো কিছুর আশা করছ!? যখন তোমার ধন-

.....

৩৮. সুনানুত তিরমিজি : ৩৫৫৮

সম্পদ ও সন্তানাদি কোনো কাজে আসবে না, তখন তুমি ঠিকই উপলব্ধি করতে পারবে। তবে যারা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রশান্ত হৃদয় নিয়ে উপস্থিত হবে শুধু তারাই একে অপরের কাজে আসবে।'

- তিনি বলতেন, 'গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা তাওবা করা থেকে সহজ।' মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি ﵀[৩৯] এই কথা শুনে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা হাসান ﵀-এর প্রতি দয়া করুন! আল্লাহর শপথ, তিনি যথার্থই বলেছেন। যদি হৃদয় আল্লাহর আনুগত্যে লিপ্ত হয় এবং আকল প্রবৃত্তির প্রাবল্য থেকে মুক্ত হয়, তবে তাওবার চেয়ে এটিই সহজ।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি কেন মন্দের দিকে যাচ্ছ, অথচ সঠিকটা সুস্পষ্ট? হে আদমসন্তান, কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তুমি কবিরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত কল্যাণের সাথে থাকবে। আর গুনাহ তোমার হৃদয় পরিবর্তন করে দেবে এবং নেক আমল বরবাদ করে দেবে।'

- তিনি বলতেন, 'আহলে হকগণ কতই না মহান! উমর ﵁-এর গাম্ভীর্য হাজ্জাজের তরবারির চেয়েও বেশি ভীতিকর ছিল।'

- বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি চিৎকার করবে কে?' তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি ভ্রষ্টনীতির প্রচলন ঘটায় এবং তার অনুসরণ করা হয়; স্বীয় যোগ্যতাকে মন্দ কাজে ব্যয় করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত নিয়ামত তাঁরই অবাধ্যতায় ব্যয় করে।'

- তিনি বলতেন, 'একজন মুমিনের কথা, চেহারা ও উপদেশ যুগের পর যুগ একই রকম থাকে। আর মুনাফিক সময়ে সময়ে পরিবর্তন হয়; যাতে সে প্রত্যেক সম্প্রদায়কে ঠুকরে খেতে পারে এবং সব ধরনের সুবিধা ভোগ করতে পারে।'

.....

৩৯. আবু বকর মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি বিন জাবির বিন আখনাস ﵀। কেউ কেউ বলেন, আব্দুল্লাহ বসরি। তিনি একজন মহান ব্যক্তিত্ব ছিলেন। ১২৩ হিজরিতে ইনতিকাল করেন। দেখুন, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৬/১১৯।

- তিনি বলতেন, 'মুমিনের কর্ম তার কথাকে, প্রকাশ্য অবস্থা তার গোপনীয়তাকে এবং বাহ্যিক অবস্থা তার অভ্যন্তরীণ অবস্থাকে সত্যায়ন করে। পক্ষান্তরে, মুনাফিকের কর্ম তার কথাকে, প্রকাশ্য অবস্থা তার গোপনীয়তাকে এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা তার বাহ্যিক অবস্থাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।'

- এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'মুমিন কি হিংসা করতে পারে?' তিনি বললেন, 'কী হলো তোমার? তুমি কি ইউসুফ ﷺ-এর ভাইদের কথা ভুলে গেছ—হিংসার কারণে তারা কী জঘন্য কাজ করেছিল?'

- তিনি বলতেন, 'তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কথা বললে গিবত হবে না—এক. যে প্রকাশ্য পাপী; তার পাপের আলোচনা করলে গিবত হবে না, দুই. বিদআতি; তার বিদআতের ব্যাপারে আলোচনা করা গিবত নয়, তিন. অত্যাচারী শাসক; তার অত্যাচারের আলোচনাও গিবত নয়।'

- হাসান ﷺ-এর খাদিম হুমাইদ ﷺ বলেন, 'একদিন আমি তাঁকে বললাম, "হে আবু সাইদ, আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন! আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন, মানুষের মাঝে কেমন বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে?"

  তিনি বললেন, "হে আবুল খাইর, মানুষের মাঝে সংশোধন এনেছেন চার ব্যক্তি এবং বিশৃঙ্খলা এনেছে দুটি বিষয়। সংশোধনকারীদের একজন হলেন, সাকিফার বৈঠকে উমর বিন খাত্তাব ﷺ। যখন আনসার সাহাবায়ে কিরাম বলছিলেন, "আমাদের পক্ষ থেকে একজন আমির এবং আপনাদের (কুরাইশদের) পক্ষ থেকে একজন আমির থাকবেন।" তখন উমর ﷺ দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'তোমরা কি জানো না যে, রাসুল ﷺ বলেছেন, "শাসক হবে কুরাইশ বংশের?" তারা বললেন, "অবশ্যই।" তিনি বললেন, "তোমরা কি জানো না যে, তিনি নামাজে আবু বকর ﷺ-কে সামনে এগিয়ে দিয়েছিলেন?" তারা বললেন, "অবশ্যই।" তিনি বললেন, "তবে তোমাদের মাঝে কে আবু বকর ﷺ-এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ?" তারা বলল, "এমন কেউ নেই।" ফলে আনসাররা আত্মসমর্পণ করলেন। যদি উমর ﷺ এমন কাজ না করতেন, তবে খিলাফাহ নিয়ে

মানুষের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হতো এবং কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক সম্প্রদায় খিলাফতের দাবি করত। দ্বিতীয়জন হলেন আবু বকর ﵁। যখন তিনি মুরতাদদের ব্যাপারে মানুষের সাথে পরামর্শ করলেন, সবাই এ বলে পরামর্শ দিয়েছিলেন, "যতক্ষণ তারা নামাজের বিধান পালন করবে, ততক্ষণ তাদের ইসলাম মেনে নেওয়া হোক এবং জাকাতের বিধানটি তাদের থেকে বাদ দেওয়া হোক।" তিনি বলেছিলেন, "আল্লাহর শপথ, যদি তারা (জাকাত হিসেবে) একটি লাগামও দিতে অস্বীকার করে, যা তারা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে দিত, তবুও আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব।" যদি আবু বকর ﵁ তাঁর সিদ্ধান্তে এমন কঠোর ও অবিচল না হতেন, তবে মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত জাকাত নিয়ে বিদ্রোহ করত। তৃতীয়জন হলেন উসমান ﵁। কুরআন সংকলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা রেখে তিনি এ দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। তিনি কুরআনকে একটি পাণ্ডুলিপিতে একত্র করেছিলেন। এর আগে মানুষ বিভিন্ন কিরাআতে কুরআন পাঠ করত। ফলে এক দল বলত, আমাদের কিরাআত সর্বোত্তম; অন্য দল বলত, আমাদের কিরাআত সর্বোত্তম। এমনকি একে অপরকে কুফুরির ফতোয়া দেওয়াও শুরু করেছিল। যদি উসমান ﵁ কুরআন সংকলনের এই কালজয়ী খিদমত না করতেন, তবে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ কুরআন নিয়ে বিবাদে লিপ্ত থাকত।

চতুর্থজন হলেন আলি ﵁। বসরাবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শেষে আলি ﵁-এর কর্মপদ্ধতি তাঁকে এই দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে। তিনি তাঁর সাথিদের মাঝে যুদ্ধলব্ধ মাল বণ্টন করে দিলেন। তারা বলল, "হে আমিরুল মুমিনিন, তাদের সন্তান ও স্ত্রীদের কি আমাদের মাঝে বণ্টন করে দেবেন না?" তিনি তাদের এই চাহিদা পূরণে অস্বীকার করে বললেন, "উম্মুল মুমিনিনকে কে নিজের অংশে নেবে?" তাদের মত ও ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করেই তিনি এমন কথা বললেন। অতঃপর তিনি বললেন, "যে নারীদের স্বামী ও ছেলে নিহত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে তোমাদের কী অভিমত? তাদের জন্য কি ইদ্দত পালন আবশ্যক? তারা কি তাদের সম্পদের এক-চতুর্থাংশ, এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-ষষ্ঠাংশ পাবে?" তারা বলল, "হ্যাঁ।" তিনি বললেন, "যদি তাঁরা বাঁদি হতো, তবে তারা কোনো

মিরাসও পেত না এবং তাদের ইদ্দত পালনেরও দরকার হতো না।" তারা আলি ﷺ-এর কথার যৌক্তিকতা ও যথার্থতা বুঝতে পারল এবং তাঁর কথা মেনে নিয়ে তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেল। যদি আলি ﷺ এই কাজটি না করতেন, তবে মানুষ জানতে পারত না যে, আহলে কিবলার মোকাবেলা কীভাবে করা হবে? (অর্থাৎ মুসলমান মুসলমান যুদ্ধ হলে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে কী ফয়সালা করা হবে, তা উম্মাহর মাঝে অস্পষ্ট থেকে যেত।)

আর যে দুটি বিষয় মানুষের মাঝে বিশৃঙ্খলা এনেছে, তার একটি হলো, যখন আমর বিন আস ﷺ কুরআন উঁচু করে ধরে সিফফিনের ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের অবসান করার জন্য কথা বললেন, তখন খারিজিরা তাঁর কথার ভিন্ন অর্থ করে বাতিল এক মতাদর্শ বানিয়ে নিল এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা ফিতনা আকারে উম্মাহর মাঝে ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু আলি ﷺ আমর ﷺ-এর কথার মর্ম বুঝতে পেরেছিলেন, তাই তিনি তাঁর কথার ওপর খারিজিদের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বলেছিলেন, "তাদের কথা সত্য, কিন্তু মতলব খারাপ।"

দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, মুআবিয়া ﷺ মুগিরা বিন শুবা ﷺ-এর নিকট এ বলে চিঠি লিখলেন যে, "হে মুগিরা, আমার কাছে এসো; যেন আমি তোমাকে একটি বিষয়ের ব্যাপারে জানাতে পারি।" তিনি কিছুদিন বিলম্ব করে আসলেন। মুআবিয়া ﷺ বিলম্বের কারণ জানতে চাইলে মুগিরা ﷺ বললেন, "আমি একটি বিষয় শুরু করেছিলাম, তা পাকাপোক্ত না করে আসতে চাইনি।" তিনি বললেন, "সেটি কী?" মুগিরা ﷺ বললেন, "আমি কুফাবাসী থেকে ইয়াজিদের জন্য বাইআত গ্রহণ করেছি।" তিনি বললেন, "তুমি এটি সত্যিই করেছ?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সত্যিই।" মুআবিয়া ﷺ বললেন, "তুমি স্বীয় কর্মে ফিরে যাও এবং যা শুরু করেছ, তা পূর্ণ করো।" যখন মুগিরা ﷺ বের হলেন, তার সাথিরা তাকে জিজ্ঞেস করল, "আপনাকে কে সমর্থন দিচ্ছেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহর শপথ! আমি আমার বাহনে মুআবিয়া ﷺ-এর পা রাখলাম, আর তা কিয়ামত পর্যন্ত সেখানে থাকবে।"

হাসান ﷺ বলেন, "এই ঘটনার পর থেকেই খিলাফত একটি পৈতৃক সম্পদে পরিণত হয়ে যায়। যদি এই ঘটনাটি না হতো, তবে শুরার মাধ্যমে খিলাফাহ পরিচালিত হতো এবং খলিফা হতেন শুধু এমন ব্যক্তি, যার শ্রেষ্ঠত্ব ও নেতৃত্বের প্রশ্নে সবাই একমত হতো। আর কিয়ামত পর্যন্ত এই নীতি বহাল থাকত।

- তিনি বলতেন, 'নবিজি ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "মানুষের জন্য এমন একটি সময় আসবে, যখন গুনাহে লিপ্ত হওয়া ব্যতীত জীবিকা উপার্জন সম্ভব হবে না। তখন বিয়ে করাকে মানুষ খারাপ মনে করবে এবং অবিবাহিত থাকাকে বৈধ মনে করা হবে।"'

- তিনি বলতেন, 'তোমাদের পূর্বে এমন এক সম্প্রদায় অতিবাহিত হয়েছেন, তাদের কেউ যদি বিরাট অঙ্কের দানও করতেন, তবুও তা আল্লাহর দরবারে কবুল হওয়ার ব্যাপারে আশঙ্কা করতেন এবং এর কারণে তিনি মুক্তি পাবেন কি না, সে ভয় করতেন। কারণ, মুক্তি পাওয়ার বিষয়টিকে তারা অনেক কঠিন মনে করতেন।'

- আলি ﷺ-এর ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তিনি ছিলেন আল্লাহ তাআলার তিরগুলোর মাঝে সঠিক একটি তির। মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে তিনি ছিলেন এই উম্মতের প্রকৃত আল্লাহওয়ালা মুরুব্বি। তিনি ছিলেন রাসুল ﷺ-এর নিকটাত্মীয়। হাসান ﷺ ও হুসাইন ﷺ-এর পিতা, ফাতিমা ﷺ-এর জীবনসঙ্গী। তিনি আল্লাহর সম্পদ ব্যয়ে ছিলেন অকৃপণ এবং বিধান পালনের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। আল্লাহর হক আদায়ে ত্রুটি করতেন না। কুরআনকে তার যথাযথ মর্যাদার আসনে আসীন করেছিলেন এবং কুরআন থেকে বুঝে নিয়েছিলেন, কী অবলম্বন করতে হবে এবং কী ছাড়তে হবে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন!'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দুনিয়াকে ভর্ৎসনা ও তার সাথে সম্পর্কহীনতা

- হিশাম বিন হাসসান ﷺ বলেন, 'আমি হাসান ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহর শপথ! পার্থিব বিষয়ে যাকে প্রাচুর্য দান করা হয়, আর সে নিজের জন্য তা ফিতনা বা আল্লাহর ধীরগতির পাকড়াও মনে করে না— তাহলে তা তার দ্বীন, আমল ও বিবেককে ক্রটিযুক্ত করে তোলে। আর আল্লাহ তাআলা দুনিয়াকে যার থেকে দূরে রাখেন, কিন্তু সে এটাকে কল্যাণকর মনে করে না, তাহলে তার আমলও ক্রটিযুক্ত হয় এবং মতামতের ক্ষেত্রে তার অক্ষমতা প্রকাশ পায়।"'

- হাসান ﷺ বলতেন, 'যে মুসলিম প্রতিদিন তার রিজিক পাচ্ছে, কিন্তু সে এটাকে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করছে না, সে মতামত প্রকাশে অক্ষম হয়ে পড়বে।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দুনিয়া দেন পরীক্ষা করার জন্য; আর দুনিয়া থেকে দূরে রাখেন দয়াবশত।'

- তিনি বলতেন, 'আমি এমন লোকদের পেয়েছি, যাদের নিকট দুনিয়া তোমাদের পায়ের নিচের মাটির চেয়েও তুচ্ছ ছিল।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন জাতির প্রতি দয়া করুন, যারা দুনিয়াকে আমানতস্বরূপ গ্রহণ করেছিল, তারপর তা মালিকের কাছে বুঝিয়ে দিয়ে নিজেদের বোঝা হালকা করে নিয়েছিল। আমি এমন লোকদের দেখেছি, যাদের কারও সামনে দুনিয়া পেশ করা হলে কিয়ামতের ভয়ে তা পরিত্যাগ করতেন।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহর শপথ! দুনিয়ার জন্য নিজের বংশমর্যাদা ও দ্বীন বিকিয়ে দেওয়া ছাড়া কেউ দুনিয়াকে পরিপূর্ণরূপে অর্জন করতে পারে না।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহর শপথ! আমি এমন ব্যক্তির ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আশ্চর্যবোধ করি, যে দুনিয়ার মহব্বতকে কবিরা গুনাহ মনে করে না। আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, দুনিয়ার ভালোবাসা হচ্ছে অন্যতম বড় কবিরা গুনাহ। গুনাহের সকল শাখা-প্রশাখা দুনিয়ার ভালোবাসা থেকেই বের হয়। মূর্তির উপাসনা ও আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা দুনিয়ার ভালোবাসার কারণেই সংঘটিত হয়। এ জন্যই জ্ঞানীরা দুনিয়ার লাঞ্ছনায় ঘাবড়ে যায় না, দুনিয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করে না এবং তা ছুটে গেলে পরিতাপ করে না।'

- তিনি বলতেন, 'কিয়ামতের দিন মানুষকে বিবস্ত্র অবস্থায় একত্র করা হবে, তবে দুনিয়াবিমুখ লোকদের অবস্থা তেমন হবে না।'[৪০]

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহর কসম খেয়ে বলছি, দুনিয়াতে যারা টাকা-পয়সাকে বেশি সম্মান দেয়, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের অসম্মানিত করবেন। বর্ণিত আছে যে, ইবলিসের সামনে যখন টাকা-পয়সা পেশ করা হলো, তখন সে সেগুলোকে সম্মান করে নিজের মাথার ওপর রেখে বলল, "যে তোমাকে ভালোবাসবে, সে আমার প্রকৃত গোলাম। আমি যেভাবে ইচ্ছা তাকে পরিচালনা করব।" সে আরও বলল, "আদমের সন্তানেরা যদি দুনিয়াকে ভালোবাসে, তবে তারা মূর্তিপূজা না করলেও আমার চিন্তার কোনো কারণ নেই। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ স্বীকার না করলেও আমার কোনো আপত্তি নেই। কেননা, দুনিয়ার ভালোবাসাই তাদের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট।"'

.....

৪০. সহিহাইনের হাদিস থেকে বোঝা যায়, কিয়ামতের দিন সবাই বিবস্ত্র হয়ে হাশরের ময়দানে আসবে। অতঃপর ইবরাহিম ﷺ-কে সর্বপ্রথম পোশাক পরতে দেওয়া হবে। দেখুন, সহিহুল বুখারি : ৬৫২৬, ৬৫২৭, সহিহ মুসলিম : ২৮৫৯, ২৮৬০ -"দুনিয়াবিমুখ লোকদের অবস্থা তেমন হবে না" মর্মে কোনো হাদিস বা বর্ণনা কোথাও পাইনি।

- তিনি বলতেন, 'আখিরাতের জন্য আমল করলে আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াও পাওয়া যায়, কিন্তু দুনিয়ার জন্য আমল করলে তার দ্বারা দুনিয়া পেতে দেখা যায় না।'

- তিনি বলতেন, 'মুমিনের জন্য দুনিয়াতে কোনো ভোগবিলাস থাকা উচিত নয়।'

- তিনি বলতেন, 'ইসা ﷺ থেকে বর্ণিত যে, "দুনিয়া হচ্ছে ইবলিসের শস্যখেত, আর মানুষ তার কৃষক।"'

- তিনি বলতেন, 'যে তার রবকে চেনে, সে তাঁকে ভালোবাসে এবং নিজের সকল কিছুর ওপর তাঁকে প্রাধান্য দেয়। আর যে দুনিয়া ও তার প্রতারণা সম্পর্কে জানে, সে তা থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে।'

- তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, আমরা কি দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলাকে দেখতে পারব?' তিনি বললেন, 'না।' বলা হলো, 'আখিরাতে দেখতে পারব?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' বলা হলো, 'এ পার্থক্য কেন?' তিনি বললেন, 'দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং তাতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংসশীল; আর আখিরাত চিরস্থায়ী এবং তাতে যা কিছু আছে সবই চিরস্থায়ী। আর এটা অসম্ভব যে, ধ্বংসশীল ও ক্ষণস্থায়ী জিনিস দিয়ে চিরস্থায়ী জিনিস দেখবে এবং নশ্বর কোনো জিনিস দিয়ে অবিনশ্বর সত্তার দর্শন লাভ করবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা বান্দাদের চিরস্থায়ী দৃষ্টিশক্তি দান করবেন, যার মাধ্যমে তারা তাদের রবকে দেখতে পারবে। এটি বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলার সম্মান ও দয়া।'

- তিনি বলেন, 'বর্ণিত আছে যে, উমর বিন খাত্তাব ﷺ একদা রাসুল ﷺ-এর দরবারে প্রবেশ করলেন। রাসুল ﷺ তখন রশি দিয়ে বানানো একটি চাটাইয়ের ওপর শায়িত ছিলেন। এটা দেখে উমর ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হলো। তা দেখে রাসুল ﷺ বললেন, "হে খাত্তাবের বেটা, তোমার কী হলো?" তিনি বললেন, "আমি পারস্য ও রোমান শাসকদের ব্যাপারে জানি, তারা খুব আরাম-আয়েশে জীবনযাপন করে। অথচ, আপনি আল্লাহর রাসুল, তাঁর প্রিয় ও নির্বাচিত ব্যক্তি, কিন্তু আপনি রশি

বোনা চাটাইয়ের ওপর ঘুমাচ্ছেন!" নবিজি ﷺ বললেন, "হে উমর, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তাদের জন্য দুনিয়া আর আমাদের জন্য আখিরাত?" তিনি বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমি এতে সন্তুষ্ট।" তখন রাসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তাহলে জেনে রাখো, বিষয়টি এমনই।" আল্লাহর রাসুল ﷺ আরও বললেন, "এ দুনিয়ার সাথে আমার দৃষ্টান্ত হলো এমন এক অশ্বারোহীর ন্যায়, যে প্রচণ্ড গরমের দিনে গাছের ছায়ায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণ করে, অতঃপর সেখান থেকে চলে যায়।"'[৪১]

- হাসান ﷺ বলেন, 'রাসুল ﷺ গাধার পিঠে আরোহণ করতেন, পশমের পোশাক পরিধান করতেন, আঙুল চেটে খেতেন, মাটির ওপর বসে আহার করতেন এবং বলতেন, "আমি একজন গোলাম এবং গোলাম যেভাবে আহার করে আমিও সেভাবে আহার করি।"'[৪২]

- তিনি বলতেন, 'রাসুল ﷺ-এর সাহাবিগণের জীবনের মান খুবই সাধারণ ছিল। তোমাদের কী হলো, তোমরা উন্নতমানের বাহনে আরোহণ করছ, নরম ও কোমল পোশাক পরিধান করছ, ভালোমানের খাবার খাচ্ছ?' অতঃপর বললেন, 'এতদিন যে তোমরা নির্লজ্জের মতো এসব করে বেড়াচ্ছ, তোমাদের সেই নির্লজ্জতার ওপর কি তোমাদের লজ্জা হয় না? তোমরা কি তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের মতো হতে পারো না?'

- তিনি বলতেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে যে তোমার সাথে প্রতিযোগিতা করে, তুমিও তার সাথে প্রতিযোগিতা করো। আর যে দুনিয়ার ব্যাপারে তোমার সাথে প্রতিযোগিতা করে, দুনিয়াকে তার ঘাড়ের ওপর ছুড়ে মারো।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, আমি এমন অনেক লোককেই দেখেছি এবং অনেক মানুষের সংশ্রব গ্রহণ করেছি, যারা পার্থিব কোনো জিনিস পেলে আনন্দিত হতেন না এবং কোনো জিনিস ছুটে গেলে দুঃখ পেতেন না। দুনিয়া তাদের নিকট তোমাদের পায়ের নিচের মাটির চেয়েও তুচ্ছ

.....

৪১. শব্দের কিছু তারতম্যে হাদিসটি ইমাম বুখারি ﷺ, ইমাম মুসলিম ﷺ ও ইমাম তিরমিজি ﷺ বর্ণনা করেছেন।

৪২. কিতাবুজ জুহদ, ইমাম আহমাদ, পৃষ্ঠা ১১।

ছিল। তাদের কেউ কেউ তো বছরের পর বছর নতুন কাপড় তৈরি করতেন না, চুলায় রান্না চড়াতেন না এবং মাটি ও তার মাঝে কোনো বিছানা থাকত না। তারা সেদিনের ভয় করতেন, যেদিন দৃষ্টিভ্রম হবে এবং হৃদয়গুলো আচ্ছাদিত হয়ে পড়বে।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, হৃদয়কে দুনিয়ার সাথে সম্পর্কযুক্ত করো না। কারণ, দুনিয়ার সম্পর্ক নিকৃষ্ট সম্পর্ক। তাই, এর সাথে সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করো এবং হৃদয়ে আসন গাঁড়ার সকল ফটক বন্ধ করে দাও। হে প্রবঞ্চিত, দুনিয়ার ততটুকুই যেন তোমার জন্য যথেষ্ট হয়, যতটুকু দিয়ে তোমার জীবনধারণ করা সম্ভব হয়। এই ধারণা থেকে সতর্কতা গ্রহণ করো যে, কিয়ামত দিবসে তোমার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি নিয়ে তুমি গর্ব করতে পারবে। হিসাবের দিন প্রতিষ্ঠিত হলে এসব কোনো কাজে আসবে না। সেদিন দুনিয়া নিজের গন্তব্যপানে চলে যাবে, আর মানুষের কর্ম তার গলায় মালার ন্যায় ঝুলে থাকবে।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, তোমরা দুনিয়ার স্বচ্ছ অংশ গ্রহণ করো এবং ক্লেদাংশ পরিত্যাগ করো। কারণ, স্বচ্ছ অংশ কখনো ক্লেদাংশের ন্যায় হবে না এবং ক্লেদাংশ কখনো স্বচ্ছ হবে না। সংশয়যুক্ত বিষয় পরিহার করে নিশ্চিত বিষয় গ্রহণ করো—তাহলে দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদের জন্য কল্যাণের আশা করা যায়। আমি এমন অনেককে দেখেছি, যারা (ফিতনায় নিপতিত হওয়ার আশঙ্কায়) দুনিয়ার অনেক বৈধ জিনিস থেকেও এত অধিক গুরুত্বের সাথে বেঁচে থাকতেন, যতটা তোমরা হারাম জিনিস থেকেও বেঁচে থাকার চেষ্টা করো না।'

- তিনি বলতেন, 'কাউকে দুনিয়ার কিছু দেওয়া হলে প্রকারান্তরে তাকে এটাও বলা হয় যে, "এটা নাও এবং সাথে তার সমপরিমাণ লোভও নিয়ে যাও!"' (অর্থাৎ দুনিয়ার যতটুকু অংশ মানুষ পায়, তার সমপরিমাণ লোভও তার অন্তরে চলে আসে।)

- তিনি বলতেন, 'যে দুনিয়ার প্রশংসা করে, সে আখিরাতকে তুচ্ছ জ্ঞান করে। এর মাধ্যমে সে যেন আল্লাহ তাআলার সাথে তাঁর ক্রোধান্বিত অবস্থায় সাক্ষাৎ করাকে অপছন্দ করে না!'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, আল্লাহ তাআলা যাদের দুনিয়া দান করেছেন, তাদের তা পরীক্ষা করার জন্যই দিয়েছেন। আর সৃষ্টির সূচনা থেকে মুমিনদের যে দুনিয়া থেকে দূরে রেখেছেন, তাও তাদের পরীক্ষা করার জন্যই।'

- হাসান বিন জাফর ﵀ বলেন, 'আমি মালিক বিন দিনার ﵀-কে বলতে শুনেছি যে, "টাকা-পয়সা ফলের বীচির চেয়েও তুচ্ছ জিনিস।" আমি তাঁর কথাটি হাসান বসরি ﵀-কে বললে তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা মালিক বিন দিনার ﵀-এর প্রতি রহম করুন! এই দুটি জিনিস তো আমার কাছে কঙ্করের চেয়েও তুচ্ছ। ফলের বীচি তো বিভিন্ন প্রাণীরা খায় এবং মানুষও অনেক সময় তা দ্বারা উপকৃত হয়। কিন্তু অবৈধ টাকা-পয়সা তার উপার্জনকারীকে ধ্বংস করে দেয় এবং জাহান্নামের আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যায়। আর জাহান্নাম কতই না মন্দ স্থান!"'

- তিনি বলতেন, 'মানুষের কষ্ট ও মেহনত অনুযায়ী রিজিক বণ্টিত হয় না—এ বিশ্বাসই দৃঢ় মনোবলের অধিকারীকে দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহ, দুনিয়া পরিত্যাগ ও তার প্রতি অনাসক্তিতে বাধ্য করে।'

- তিনি বলতেন, 'আমি এমন অনেককে দেখেছি, যাদের কেউ কেউ মাটির ওপর বসে খেতেন এবং তার ওপরই ঘুমাতেন। তাদের একজন হলেন সাফওয়ান বিন মুহরিজ। তিনি নিজেকে শুকনো রুটি খাওয়ায় অভ্যস্ত করে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "আমি যখন পরিবারের নিকট গিয়ে শুকনো রুটি পাই, সেটাই আমার জন্য যথেষ্ট। দুনিয়াওয়ালা কী খাচ্ছে, না খাচ্ছে তার কোনো পরোয়া আমার নেই।" তাদের আরেকজন বলতেন, "শুকনো রুটি আর পানি—এ দুটিই আমার জন্য যথেষ্ট। এ ছাড়া অভিশপ্ত দুনিয়ার আর কিছুর প্রতি আমার আগ্রহ নেই।"'

- হাসান ﵀ বলতেন, 'দুনিয়াকে লাঞ্ছিত করো, তাকে যত লাঞ্ছিত করবে, ততই তুমি সম্মান পাবে।'

- বর্ণিত আছে, যার অন্তরে দুনিয়া বাস করে, আখিরাত তাকে ঘৃণা করে। কারণ, আখিরাত খুবই সম্মান ও মর্যাদার স্থান।

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তোমার জন্য ইহকাল ও পরকাল— উভয়টিই রয়েছে। ইহকালকে পরকালের ওপর অগ্রাধিকার দিয়ো না, অন্যথায় লজ্জিত হবে। জেনে রেখো, যদি তোমার দুনিয়াকে আখিরাতের অনুগামী বানাও, তবে উভয় জগতে লাভবান হবে। আর যদি আখিরাতকে দুনিয়ার অনুগামী করো, তবে উভয় জগতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আদমসন্তান, যদি আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করতে পারো, তবে দুনিয়ার অকল্যাণ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি আখিরাতের কল্যাণ ছুটে যায়, তখন দুনিয়ার কল্যাণ অর্জিত হলেও তোমার কোনো উপকার হবে না। হে আদমসন্তান, দুনিয়া একটি বাহন। যদি তুমি তাতে আরোহণ করো, তবে তোমাকে সে বহন করে নিয়ে যাবে। আর যদি তুমি তাকে বহন করে নাও, তবে তার ওজন তোমার জন্য কষ্টকর হবে।'

- হাসান ﷺ বলতেন, 'যদি তুমি প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া কামনা করো, তবে খুব অল্প পরিমাণই তোমার জন্য যথেষ্ট। যদি প্রয়োজন অতিরিক্ত দুনিয়া পাওয়ার আশা রাখো, তবে দুনিয়ার কোনো কিছুই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না।'

- তিনি বলতেন, 'মৃত্যু দুনিয়াকে তুচ্ছ প্রমাণিত করেছে এবং দুনিয়ার কারও জন্য আনন্দ রাখেনি।'

- তিনি বলতেন, 'মানলাম, দুনিয়াতে উপভোগ করার মতো বিভিন্ন বিষয় রয়েছে, কিন্তু তার পাশাপাশি বিপদাপদ ও দুঃখ-দুর্দশার ভয়ও আছে।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি এমন দুনিয়াদার হোয়ো না যে, তোমার সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি কেবল দুনিয়ার ভিত্তিতেই হবে, দুনিয়ার জন্যই তুমি যুদ্ধ করবে এবং দুনিয়ার জন্যই অবশেষে ক্লান্ত-শ্রান্ত হবে। যদি তুমি জান্নাতের আশা করে থাকো, তবে দুনিয়াকে জাহান্নামের দিকে ছুড়ে মারো। অন্যথায় হে লম্পট, জান্নাতের আশা ছেড়ে দাও। জনৈক দার্শনিক বলেন :

وإنَّ امْرأً دُنْيَاهُ أَكْبَرُ هَمِّهِ * لَمُسْتَمْسِكٌ مِنْهَا بِحَبْلِ غُرُوْرِ

"শুধু দুনিয়াই যে মানুষের ধ্যান-জ্ঞান, সে প্রবঞ্চনার শক্ত দড়িতে বাঁধা।"

হে আদমসন্তান, এখানকার আসবাবপত্র স্বল্প, কিন্তু সেখানকার শাস্তি দীর্ঘ ও অধিক। জনৈক বুজুর্গ বলেন, "দুনিয়া মৃত্যুর জন্ম দেয়, সুদৃঢ় ওয়াদা ভঙ্গ করে, উপঢৌকন ফেরত পাঠিয়ে দেয়। দুনিয়ার সকলেই অজানা গন্তব্য পানে ছুটে চলে এবং তাতে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই তার প্রতি অসন্তুষ্ট।" এগুলো এটাই প্রমাণ করে যে, দুনিয়া ক্ষণস্থায়ী আবাস।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, "সামনে করব, সামনে ভালো হয়ে যাব।"—এ ধরনের কথা বলা থেকে সাবধান হও। এ ধরনের কথা ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে। তোমাদের কেউ কেউ আল্লাহ-প্রদত্ত সম্পদ অট্টালিকা নির্মাণে ব্যয় করে অপচয় করে এবং জীবনের অপ্রয়োজনীয় সৌন্দর্য সাধনে খরচ করে। আবার তোমাদের কেউ কেউ হয়তো নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা অনুযায়ী দ্বীনের জন্যও ব্যয় করে। কিন্তু আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য কিংবা তার হক আদায় করার জন্য একটি কানাকড়িও সদাকা করে না। এই যদি হয় তোমাদের অবস্থা, তাহলে শোনো হে বোকার দল, অচিরেই টের পাবে তোমরা।'

- তিনি বলতেন, 'মুমিন খুব বিচক্ষণ হয়ে থাকে। সে চিন্তা-ভাবনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে দুনিয়া ভেঙে দিয়ে আখিরাত নির্মাণ করে সে। দুনিয়া নির্মাণ করতে আখিরাত ভেঙে দেওয়ার বোকামি সে করে না। আল্লাহর সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত তার কর্মনীতি এমনই থাকে। সে তার রবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং রবকেও নিজের প্রতি সন্তুষ্ট রাখে। পক্ষান্তরে, মুনাফিক দুনিয়ার প্রতি ধাবিত হয় এবং তার জন্য প্রতিযোগিতা করে। আখিরাত থেকে সে অন্ধ থাকে। দুনিয়াকে সে প্রভুর মর্যাদা দেয়। সুতরাং ধ্বংস তার জন্য। এ জন্যই কি তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে, নাকি দুনিয়া অর্জন করতে তাকে আদেশ করা হয়েছে? এ ধরনের প্রবঞ্চিত ব্যক্তিরা সেই দিনই উপলব্ধি করবে, যেদিন সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴾

"সেদিন অপরাধীদের চেহারার মাধ্যমেই তাদের চেনা যাবে। কাজেই তাদের পাকড়াও করা হবে চুলের ঝুঁটিতে ও পায়ের মাধ্যমে।"[৪৩]

হে আদমসন্তান, প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়ার প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে, তবে আখিরাতের প্রয়োজনীয়তা তার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং তুমি আখিরাতকেই গ্রহণ করো। কারণ, তা তোমাকে প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়াও পাইয়ে দেবে। এতে সবকিছু তোমার অনুকূলে থাকবে।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, দুনিয়া তোমার সামনে স্পষ্ট, কিন্তু আখিরাতের বিষয়গুলো তোমার সামনে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে। তুমি মৃত্যুর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছ। তোমাকে আমল করতে আদেশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার হক আদায় করা তোমার জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সুতরাং প্রতিশ্রুত দিবসের (কিয়ামতের) জন্য আমল করো। কারণ, আবশ্যকীয় কাজগুলো করা ব্যতীত তোমার রব তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন না।

হে আদমসন্তান, কাউকে ভালো কাজ করতে দেখলে তার সাথে প্রতিযোগিতা করো এবং কাউকে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে দেখলে তাদের অনুসরণ করো না। আমি এমন অনেক লোককে দেখেছি, যারা দুনিয়াকে আখিরাতের ওপর অগ্রাধিকার দিয়েছিল। ফলে তারা পরবর্তী সময়ে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও ধ্বংস হয়েছিল এবং তাদের অন্তরসমূহ মরে যাওয়ার মাধ্যমে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

- তিনি বলতেন, 'যেসব আলিম আখিরাতের কর্মের মাধ্যমে দুনিয়া অন্বেষণ করে, তাদের শাস্তি হলো, তাদের অন্তর মরে যায়।'

- তিনি বলতেন, 'হে প্রতারিতের দল, দুনিয়া হলো পচা লাশ। তার প্রেমিকরা কুকুরের মতো তাকে খুবলে খুবলে খায়। এভাবে দুনিয়া তার প্রেমিকদের

৪৩. সুরা আর-রহমান : ৪১

তার জন্য পরস্পরকে হত্যা করায়, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। যে তার প্রতি আসক্ত হয়েছে, সে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হয়েছে। আর যে তা থেকে বিরত রয়েছে, সে সম্মানিত ও মর্যাদাবান হয়েছে।'

- বর্ণিত আছে যে, এক লোক এই কবিতা আবৃত্তি করতে করতে হাসান ﵀-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিল :

فَإِمَّا لَيْسَ بِي قُبْحٌ وَلَكِنْ * عَسى يَغْتَرُّ بِي حَمِقٌ لَئِيمٌ

'আর না হয় আমার মাঝে কোনো মন্দ জিনিস নেই, কিন্তু আমায় দেখে শীঘ্রই ধিকৃত ও নির্বোধ প্রকৃতির লোক ধোঁকায় পড়বে।'

তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! আল্লাহর শপথ, দুনিয়ার যদি কবিতা বলার ক্ষমতা থাকত, তাহলে এটাই বলত।'

- দুনিয়ার বর্ণনায় রচিত তাঁর একটি কবিতা হলো :

أَحْلَامُ نَوْمٍ أَوْ كَظِلٍّ زَائِلٍ * إِنَّ اللَّبِيْبَ بِمِثْلِهَا لَا يُخْدَعُ

'দুনিয়া মিথ্যে স্বপ্ন বা ধূসর মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়। জ্ঞানী ব্যক্তি এসব দেখে প্রতারিত হয় না।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তোমরা যেভাবে নির্ভার হয়ে দুনিয়ার ভোগবিলাসে মেতে আছ, তোমাদের দেখলে মনে হয়, তোমাদের যেন বলা হয়েছে, "মরলেই তোমরা আখিরাতের সফলতা অর্জন করতে পারবে।" পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি প্রকৃত মুমিন, সে আমল করে এবং আখিরাতের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করে, তবুও দুনিয়ার ভোগবিলাস উপভোগ করতে সে লজ্জাবোধ করে। পৃথিবীতে সে জান্নাতের আশা ও জাহান্নামের ভয়—দুটোই অন্তরে রেখে জীবনযাপন করে। সুতরাং এমন মুমিনকে সালাম ও মোবারকবাদ। আল্লাহ তাআলা তাকে বিপদাপদ থেকে মুক্ত রাখুন, হিসাব সহজ করুন এবং শাস্তি থেকে রক্ষা করুন।'

- তিনি বলতেন, 'তুমি যদি সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের গভীরে ইবাদত করতে থাকো এবং ইবাদতের ওপর অটল থাকো, তবুও এ নিশ্চয়তা নেই যে,

আল্লাহকে সন্তুষ্ট রেখে তুমি তাঁর সাথে মিলিত হতে পারবে এবং জান্নাত লাভ করতে পারবে।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলাকে ধোঁকায় ফেলে জান্নাত লাভ অসম্ভব। সুতরাং শুধু জান্নাতের স্বপ্ন দেখার বিনিময়ে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী হও। কারণ, বর্ণিত আছে যে, ইসা ﷺ বলতেন, "আমার তরকারি হলো ক্ষুধা, নিদর্শন হলো ভয়, পোশাক হলো পশমের কাপড়, শীতের মৌসুমে তাপ গ্রহণের মাধ্যম হলো সূর্য, চাঁদ হলো আমার প্রদীপ, দু'পা আমার বাহন এবং জমিন থেকে উৎপাদিত খাদ্য আমার ফল। আল্লাহ তাআলা জানেন আমি শূন্য হাতে রাতযাপন করি এবং শূন্য হাতেই প্রভাতে উপনীত হই। আমি মনে করি, ভূপৃষ্ঠে আমার চেয়ে অধিক অমুখাপেক্ষী আর কেউ নেই।"'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, রাসুল ﷺ একদিন বললেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! মুহাম্মাদের পরিবারে আজ কোনো খাবার নেই।" অথচ তখন তাঁর নয়টি ঘর ছিল এবং নয়জন স্ত্রী ছিলেন।'[৪৪]

- হাসান ﷺ বলেন, 'আল্লাহর শপথ! তিনি রবের কাছে উত্তম রিজিক কিংবা অতিরিক্ত কিছু কামনা করে এমন কথা বলেননি; বরং উম্মতকে সবর ও দুনিয়ার মূল্যহীনতা বোঝানোর জন্য বলেছিলেন।'

- তিনি বলতেন, 'রাসুল ﷺ-এর সামনে পৃথিবীর ধন-ভান্ডারের চাবি পেশ করা হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতিদান থেকে কিছু না কমানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু তবুও তিনি দুনিয়াকে গ্রহণ করেননি। কারণ, তিনি স্বীয় রবের বিরুদ্ধাচরণ অপছন্দ করেছেন এবং আল্লাহকে রাগিয়ে তোলে—এমন কিছুকে পছন্দ করতে অস্বীকার করেছেন। বর্ণিত আছে যে, নবিজি ﷺ বলেছেন, "যে দুনিয়াবিমুখতা গ্রহণ করে, বিপদাপদ তার জন্য সহজ হয়ে যায়।"'[৪৫]

.....

৪৪. মুসনাদু আহমাদ : ৩/২৩৮

৪৫. আল-মাওজুআত, ইবনুল জাওজি : ৩/১৮০, হাদিসটি মুনকার ও বাতিল।

- তিনি বলতেন, 'কিয়ামতের দিন দুনিয়াকে সৃষ্টির সূচনা থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত সৌন্দর্য দান করা হয়েছে—সবগুলো নিয়ে উপস্থিত করা হবে। সে বলবে, "হে আমার রব, আপনি আমাকে আপনার কোনো প্রিয় বান্দাকে দান করে দিন!" আল্লাহ তাআলা বলবেন, "চুপ করো! আমার কাছে তোমার চেয়ে নিকৃষ্ট কোনো মাখলুক নেই এবং যে তোমাকে পছন্দ করেছে এবং তোমাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে, সেও আমার কাছে নিকৃষ্ট।"'

- তিনি বলতেন, 'মুমিন দুনিয়াতে বন্দী। সে তা থেকে মুক্ত হতে নিরলস চেষ্টা করে এবং তার রবের সাথে সাক্ষাতের আগ পর্যন্ত নিজেকে নিরাপদ অনুভব করে না।'

- একদা এক ব্যক্তি তাঁকে বলল, 'হে আবু সাইদ, আপনার প্রিয় পোশাক কী?' তিনি বললেন, 'মোটা, অমসৃণ ও মানুষের দৃষ্টিতে সবচেয়ে নিম্নমানের পোশাক।' লোকটি বলল, 'হাদিসে তো আছে, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"'[৪৬] তিনি বললেন, 'হে ভাতিজা, তুমি হাদিসের ভুল অর্থ গ্রহণ করেছ। যদি আল্লাহ তাআলার কাছে সৌন্দর্য থেকে পোশাকের সৌন্দর্য উদ্দেশ্য হতো, তবে পাপাচারীরা আল্লাহর কাছে নেককারদের চেয়ে বেশি প্রিয় হতো। হাদিসে যে সৌন্দর্যের কথা বলা হয়েছে, তা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, গুনাহ থেকে বিরত থাকা ও ইবাদত করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করা এবং উত্তম স্বভাব-চরিত্র গ্রহণ করা।'[৪৭] রাসুল ﷺ থেকে বর্ণিত সহিহ হাদিসে এমনই এসেছে, তিনি ইরশাদ করেন, 'আমি উত্তম চরিত্রাবলির পূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি।'[৪৮]

- বর্ণিত আছে যে, ইসা ﷺ তাঁর সাহায্যকারী সাথিদের বলেছিলেন, 'তোমরা নিজেদের কলিজাগুলোকে ক্ষুধার্ত করে রাখো, মাথার চুলগুলো এলোমেলো

.....

৪৬. সহিহ মুসলিম : ১৪৭

৪৭. এটা হাসান বসরি ও কতিপয় সালাফের অভিমত। অবশ্য অধিকাংশ আলিমদের দৃষ্টিতে এখানে হাদিসের বাহ্যিক অর্থও উদ্দিষ্ট। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা বান্দার অন্তরের সৌন্দর্যের পাশাপাশি বাহ্যিক সৌন্দর্যও পছন্দ করেন।

৪৮. মুআত্তা মালিক : ৮

করে দাও এবং মাথার ভেতর চিন্তা-ফিকির ভর্তি করে রাখো। হয়তো এর মাধ্যমে তোমরা রবকে হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারবে।'

- তিনি বলতেন, 'হাসান বিন আলি ﵁-কে বলা হলো, "মানুষের মাঝে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী কে?" তিনি বললেন, "দুনিয়াপ্রেমিকদের হাতের মুঠোয় দুনিয়া দেখেও যে তার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না।"'

- তাঁকে বলা হলো, 'মানুষের মাঝে ব্যবসায় সবচেয়ে বড় ক্ষতিগ্রস্ত কে?' তিনি বললেন, 'যে স্থায়ী জিনিসকে (আখিরাতকে) অস্থায়ী জিনিসের (দুনিয়ার) বিনিময়ে বিক্রি করেছে।'

- তাঁকে বলা হলো, 'মানুষের মাঝে মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ কে?' তিনি বললেন, 'যার অন্তরে দুনিয়ার প্রতি কোনো মূল্য নেই।'

বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি রাসুল ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমলের কথা বলুন, যার কারণে আল্লাহ তাআলা ও মানুষজন আমাকে ভালোবাসবে।' রাসুল ﷺ বললেন, 'তুমি দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও—আল্লাহ তোমাকে ভালোবাসবেন এবং মানুষের কাছে যা আছে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও—মানুষ তোমাকে ভালোবাসবে।'[৪৯]

- তিনি বলতেন, 'বান্দা যখন প্রভাতে উপনীত হয়, তার ওপর চারটি জিনিস আবশ্যক হয়। যথা : এক. আল্লাহ তাআলাকে ভালোবাসা, দুই. আল্লাহ তাআলার দ্বীনকে ভালোবাসা, তিন. আখিরাতকে ভালোবাসা, চার. দুনিয়ার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা।'

- এক লোক তাঁকে বলল, 'হে আবু সাইদ, 'দুনিয়ার ব্যাপারে আপনি কী বলেন?' তিনি বললেন, 'এমন জগতের ব্যাপারে আমি কী বলব, যার হালাল জিনিসগুলোর হিসাব দিতে হবে এবং হারাম জিনিসগুলোর জন্য শাস্তি দেওয়া হবে?' লোকটি বলল, 'আল্লাহর শপথ! আমি আপনার কথার চেয়ে সংক্ষিপ্ত কথা আর কারও থেকে শুনিনি।' তখন হাসান ﵀

৪৯. সুনানু ইবনি মাজাহ : ৪১০২

বললেন, 'উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর কথা আমার কথার চেয়ে অধিক সংক্ষেপ ও সাহিত্যপূর্ণ। তাঁর নিকট একবার হিমসের গভর্নর বার্তা লিখে পাঠালেন, "হিমসের দেয়াল ভেঙে গেছে, তা মেরামত করা প্রয়োজন।" তিনি উত্তরে লিখলেন, "ন্যায়পরায়ণতার মাধ্যমে শহরের হিফাজত করো এবং জুলুম থেকে মুক্ত রাখো—তাহলে ভয়মুক্ত থাকবে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।"'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার প্রতি নির্দেশ পাঠিয়েছেন, "যে আমার খিদমত করে তুমি তার খিদমত করো, আর যে তোমার খেদমত করে তুমি তার থেকে খিদমত গ্রহণ করো।"'

দীর্ঘ আশা পরিহার করা

- হাসান ﵀ বলতেন, 'হে আদমসন্তান, নিজ পায়ে পৃথিবীর মাটি মাড়িয়ে নাও; কারণ, খুব শীঘ্রই তাতে তোমার কবর রচিত হবে। অলসতা পরিত্যাগ করো; কারণ, তোমার মায়ের পেট থেকে বের হওয়ার পর থেকে তোমার জীবন ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি আগামীকালের খাবারের চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হয়ো না; বরং যেদিনের চিন্তা সেদিন করো। যদি আগামীকাল তোমার হায়াতে থাকে, তবে তোমার সেদিনের রিজিকও জুটবে।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার প্রতি রহম করুন, যে খুব সাদামাটা জীবনযাপন করে, প্রয়োজন পরিমাণ আহার করে, জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করে এবং প্রভুর ইবাদতে মৃত্যু অবধি চোয়ালবদ্ধভাবে লেগে থাকে।'

- তিনি বলতেন, 'বান্দার আশা যত দীর্ঘ হয়, তার মন্দ আমল তত বৃদ্ধি পায়।'

- কথিত আছে যে, একদা তাঁর পাশ দিয়ে এক দাসী-বিক্রেতা যাচ্ছিল। সে তার দাসীর ব্যাপারে অনেক দর কষাকষি করছিল। তখন হাসান ﵀ বললেন, 'তুমি এক দিরহামে তা বিক্রি করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিকট জান্নাতের হুরদের এক পয়সা সদাকা করা বা এক লুকমা খাবার খাওয়ানোর বিনিময়ে বিক্রি করেছেন।'

- তিনি বলেন, 'আমরা সফওয়ান বিন মুহরিজের নিকট গমন করলাম। তিনি বাঁশের তৈরি একটি ঘরে অবস্থান করছিলেন। বাড়িটি মাথার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল। আমরা বললাম, "আল্লাহ আপনার কল্যাণ করুন! যদি আপনি ঘরটা ঠিক করে নিতেন!" তিনি বললেন, "ঘরটি আপনারা যে অবস্থায় দেখছেন, সে অবস্থায়ই কত মানুষ দুনিয়া ছেড়ে গেছে।"'

- তিনি বলেন, 'আমি এক লোককে অনেক পরিশ্রম করতে দেখলাম। তাকে কিছু দিরহাম দেওয়া হলে সে বলল, "আমার এগুলোর প্রয়োজন নেই। পরিস্থিতি খুবই নাজুক। আমি এগুলো খরচের আগেই মৃত্যুবরণ করে টাকাগুলো ওয়ারিশ হিসাবে রেখে যাওয়ার আশঙ্কা করছি এবং পরে হিসাবের জন্য ধৃত হওয়ার ভয় করছি। আর যদি আমি আগামীকাল পর্যন্ত জীবিত থাকি তবে আমার রিজিক এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ তাআলার দায়িত্বে।"'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা বান্দাকে দান করেন পরীক্ষার জন্য এবং তাকে বঞ্চিত করেন দয়াবশত। যে নিজেকে আল্লাহ তাআলার পরীক্ষার মুখে ছেড়ে দেয়, সে শাস্তিকে নিজের জন্য অবধারিত করে নেয়।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি কিছু শ্বাস-প্রশ্বাস ও সময়ের সমষ্টি। যখনই তোমার কিছু সময় চলে গেল, তোমার জীবনের কিছু অংশ কমে গেল। কবি কত সুন্দরই না বলেছেন :

إِنّا لَنَفْرَحُ بِالأيامِ نَقْطَعُها

وَكُلُّ يَوْمٍ مَضى بَعْضٌ مِنَ الأَجَلِ

فَاعْمَلْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ الْيَوْمِ مُجْتَهِدًا

فَإِنَّما الرِّبْحُ وَالْخُسْرَانُ فِي الأَجَلِ

"আমরা এমন সময় নিয়ে আনন্দিত হচ্ছি, যা প্রতিদিন আমরা কেটে চলেছি। প্রতিদিনই আমাদের কিছু হায়াত অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং তোমার সময় আসার পূর্বেই পরিশ্রম করে আমল করো। কারণ, দুনিয়ার জীবনেই লাভ-লোকসানের হিসাব করে নিতে হবে।"'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি আশা-প্রত্যাশা ও মৃত্যুর মাঝামঝি অবস্থান করছ। যদি প্রত্যাশা পূরণ হয়ে যায়, তবে তা তোমাকে মৃত্যুর সন্নিকটে নিয়ে যাবে, আর যদি মৃত্যু এসে যায়, তবে আশা পূরণের আগেই তা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে।'

- তিনি বলতেন, 'তিন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে তাদের স্বল্প আশার ব্যাপারে কথা বলছিল। তাদের একজন বলল, "আমি এমন কোনো মাস অতিবাহিত করিনি, যে মাসে মৃত্যুর আশঙ্কা করিনি।" দ্বিতীয়জন বলল, "আমি এমন কোনো দিন অতিবাহিত করিনি, যে দিনে মৃত্যুর আশঙ্কা করিনি।" তৃতীয়জন বলল, "এমন আশাবাদীর ব্যাপারে খুবই আশ্চর্য লাগে, যার মৃত্যু ও রিজিক অন্যের হাতে। তারপর সে এই কবিতাটি আবৃত্তি করল :

مَا أَنْزَلَ الموتَ حَقَّ مَنْزِلِهِ* مَنْ عَدَّ وَقْتًا لَمْ يأتِ مِنْ أَجَلِهْ

"মৃত্যুর জন্য তিনি কারও নির্দিষ্ট সময় বলে দেননি। যে ব্যক্তি মৃত্যুর জন্য কোনো সময় হিসাব করে রেখেছে, সে সময় তার ভাগ্যে জুটেনি।"'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যখন আদম ﷺ-কে সৃষ্টি করলেন, তখন তাঁর দুচোখের মাঝে মৃত্যুকে এবং আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পেছনে রাখলেন। এরপর তিনি যখন জান্নাতে থাকাকালীন ভুল করে বসলেন, তখন তাঁর স্থান পরিবর্তন করে দেওয়া হলো। ফলে আশা-আকাঙ্ক্ষা সামনে চলে আসলো এবং মৃত্যু পেছনে চলে গেল। আর এ কারণেই তাঁর সন্তানদের মাঝে আশা-আকাঙ্ক্ষা বেশি থাকে এবং তারা মৃত্যুর ব্যাপারে অবহেলা প্রদর্শন করে।'

- তিনি বলতেন, 'আদমসন্তান, যদি তুমি নিজের মৃত্যুকে কাছে মনে করতে, তবে অবশ্যই আশা-আকাঙ্ক্ষাকে অপছন্দ করতে। যদি ভাবতে যে, দুনিয়াতে তোমার খুব অল্প সময়ই আছে, তবে অধিকাংশ প্রত্যাশা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে।'

- বর্ণিত আছে যে, হাসান ﷺ এক ব্যক্তির জানাজা পড়ার পর কবরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে বললেন, 'এই মৃতের মাঝে আল্লাহ তাআলার বান্দাদের জন্য কত শিক্ষাই না রয়েছে! আজ যদি আমাদের হৃদয়সমূহে প্রাণশক্তি থাকত, আমরা তা অনুভব করতে পারতাম। কিন্তু আমাদের হৃদয়গুলোতে সে প্রাণশক্তি নেই।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, মৃত্যু দুনিয়াকে অবমাননা করেছে। সে জ্ঞানীদের জন্য দুনিয়ার মাঝে কোনো আনন্দ রাখেনি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে দুনিয়া থেকে জীবনধারণ পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করে এবং অতিরিক্তটুকু কঠিন প্রয়োজনের দিনের (কিয়ামতের দিনের) জন্য (আল্লাহর রাস্তায় দান করার মাধ্যমে) জমা করে রাখে। মৃত্যু হঠাৎ এসে যেতে পারে এবং আমলের সুযোগ বন্ধ হয়ে যেতে পারে। সুতরাং আল্লাহ তাআলা এমন জ্ঞানীর ওপর রহম করুন, যে নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা ছোট করে নেয় এবং মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিয়ে তার অপেক্ষায় থাকে।'

- যখন তাঁর নিকট দিয়ে কোনো জানাজা অতিক্রম করত, তিনি বলতেন, 'তুমি প্রভাতে চলে যাচ্ছ, আমরা হয়তো সন্ধ্যা নাগাদ চলে আসব। অথবা (জানাজা সন্ধ্যার সময় দেখলে বলতেন), তুমি সন্ধ্যায় চলে যাচ্ছ, আমরা হয়তো সকাল নাগাদ চলে আসব।'

- কথিত আছে যে, হাসান ﵀ মালিক বিন দিনার ﵀-এর গায়ে একটি পশমের চাদর দেখলেন। তখন তাকে বললেন, 'আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন! এই বুজুর্গদের পোশাকটি কি আপনার পছন্দনীয়?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন হাসান ﵀ বললেন, 'এটাকে তুচ্ছ মনে করুন। কারণ, ইতিপূর্বে এটি একটি ছাগলের গায়ে ছিল (অর্থাৎ পশম ছাগলের গায়ে ছিল), অতঃপর তার থেকে খুলে নেওয়া হয়েছে।'

- তিনি বলতেন, 'হে মানুষ, তোমার মৃত্যু তোমার জীবনকে ছিনিয়ে নেবে। হে মানুষ, তুমি জানো না, কী কারণে তোমার মৃত্যু হবে? হে মানুষ, নফস তোমাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়ার পূর্বেই তার চিকিৎসা করো।'

- তিনি বলেন, 'খালিদ বিন ইয়াজিদ বিন মুআবিয়াকে বলা হলো, "সবচেয়ে নিকটবর্তী বস্তু কী?" তিনি বললেন, "মৃত্যু।" বলা হলো, "সবচেয়ে দূরের বস্তু কী?" তিনি বললেন, "কামনা-বাসনা।" বলা হলো, "সবচেয়ে পরিচিত বস্তু কী?" তিনি বললেন, "উপযুক্ত বন্ধু।" বলা হলো, "সবচেয়ে অপরিচিত বস্তু কী?" তিনি বললেন, "মৃত ব্যক্তি।"'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, এক লোক উম্মে দারদা ﵂-কে বলল, "আমার হৃদয়ে একটি রোগ আছে, যার কোনো প্রতিষেধক পাচ্ছি না। তা হলো, আমি হৃদয়ে কাঠিন্য ও দীর্ঘ আশা অনুভব করছি।" তিনি বললেন, "কবর জিয়ারত করো, জানাজায় অংশ গ্রহণ করো এবং মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে দেখো—আশা করা যায়, এতে তোমার রোগ সেরে যাবে।"'

- তিনি বলতেন, 'একটি প্রস্তরখণ্ডে লিখিত ছিল, "হে আদমসন্তান, যদি তুমি জীবনের কতটুকু অংশ বাকি আছে তা জানতে, তবে নিজের কামনা-বাসনা থেকে বেঁচে থাকতে এবং সৎকর্ম বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করতে, দুনিয়ার লোভ-লালসা এবং তার জন্য চেষ্টা-প্রচেষ্টা কমিয়ে দিতে। যদি তোমার পদস্খলন ঘটার পর তোমার দলবল ও লোকজন তোমাকে ছেড়ে দিত, প্রিয়জন তোমার থেকে দূরে চলে যেত এবং তোমার ডাকে তারা সাড়া না দিত, তবেই তোমার মাঝে অনুশোচনা সৃষ্টি হতো।"'

- তিনি বলতেন, 'অজ্ঞদের মাঝে আলিমদের উপস্থিতি রোগীদের মাঝে ডাক্তারদের উপস্থিতির ন্যায়।'

- হাসান ﵀ হাজ্জাজকে বসরার এক মিম্বরে খুতবায় এই আলোচনা করতে শুনলেন যে, 'হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার জন্য ক্ষণস্থায়িত্ব লিখে দিয়েছেন এবং আখিরাতের জন্য স্থায়িত্ব। সুতরাং দুনিয়ার উপস্থিতি যেন তোমাদের আখিরাতের অনুপস্থিতির ব্যাপারে প্রতারিত না করে। মৃত্যু তোমাদের সন্নিকটে, সুতরাং দীর্ঘ আশা থেকে বিরত থাকো।'

  তখন হাসান ﵀ বললেন, 'হাজ্জাজের জন্য আফসোস! সে যা জানার তা জেনেও কীভাবে হক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল?'

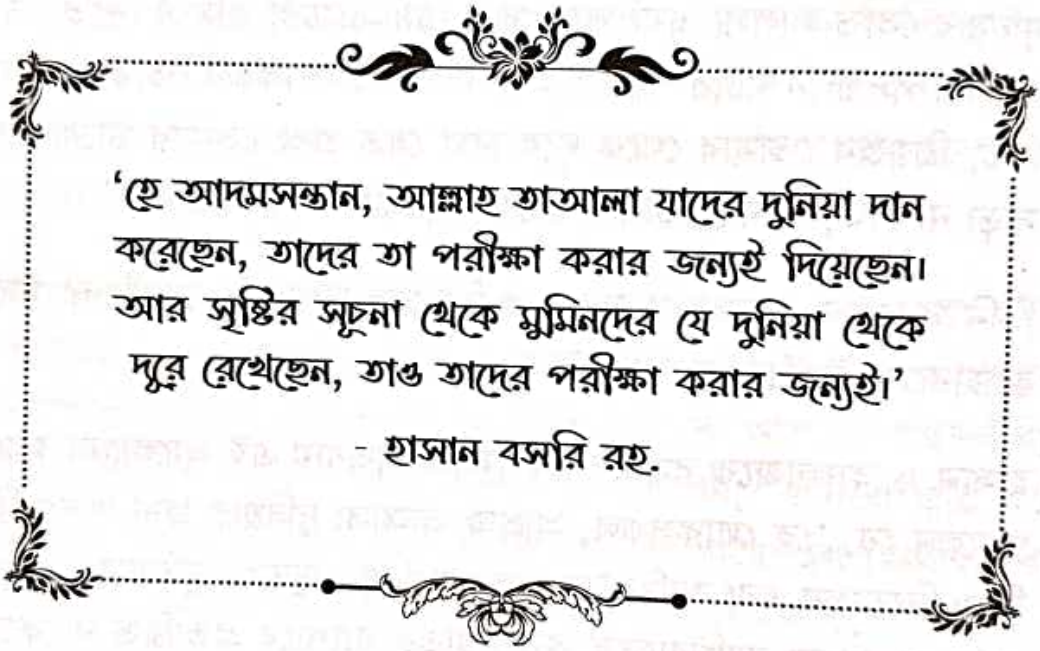

'হে আদমসন্তান, আল্লাহ তাআলা যাদের দুনিয়া দান করেছেন, তাদের তা পরীক্ষা করার জন্যই দিয়েছেন। আর সৃষ্টির সূচনা থেকে মুমিনদের যে দুনিয়া থেকে দূরে রেখেছেন, তাও তাদের পরীক্ষা করার জন্যই।'

- হাসান বসরি রহ.

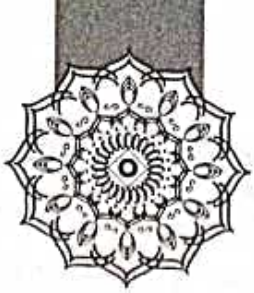

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দুআ ও ইসতিগফার করা

হে আমার প্রতিপালক, আমার চেয়ে বেশি ভুল ও পদস্খলনের শিকার আর কে আছে? আমার চেয়ে বেশি ক্ষমা ও দয়ার উপযুক্ত কে? আপনি আমাকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন, অথচ আমি নিজের ভালো কিংবা মন্দের মালিক নই।

হে আমার রব, আমার ব্যাপারে আপনিই ভালো জানেন। আপনার ফয়সালা আমাকে বেষ্টন করে রেখেছে। আমার ব্যাপারে আপনার বিধানই কার্যকর। আপনার সাহায্য ও ইচ্ছায় আপনার ইবাদত করি। সকল অনুগ্রহ কেবল আপনারই। আপনার জানা সত্ত্বেও আপনার নাফরমানি করছি। আর প্রমাণ আপনারই কাছে। সুতরাং আপনার প্রমাণের অস্তিত্ব ও আমার প্রমাণের অস্তিত্বহীনতার কারণে আমার হৃদয়ে আপনার ভয় জাগ্রত রাখুন; যাতে আপনি ব্যতীত কারও কাছে আশা রাখতে না হয় এবং আপনি ছাড়া অন্য কাউকে ভয় না করি।

হে আল্লাহ, হে সর্বোত্তম দয়ালু, সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন। আমাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন। আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট এবং কতই না উত্তম অভিভাবক তিনি!

- বর্ণিত আছে যে, তিনি যখন কোথাও সফর করার ইচ্ছা করতেন, তখন বলতেন, 'হে ওই সত্তা, যাঁর কাছে আমানত রাখা হলে তার হিফাজত করেন এবং যথাসময়ে তা পরিশোধ করেন, আমি আপনার কাছে আমার পরিবার, সন্তান-সন্ততি এবং উপস্থিত ও অনুপস্থিত আমার সকল লোককে আমানত রাখছি। আমার প্রত্যেক দাস-দাসীকেও আপনার

কাছে আমানত রাখছি। সুতরাং হে আমানত রক্ষাকারী সত্তা, আপনি তাদের হিফাজত করুন।'

- যখন তিনি কোনো বিপদ বা পেরেশানির শিকার হতেন, তখন বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি সন্তানের গলায় ছুরি দেওয়া থেকে ইবরাহিম ﷺ-এর হাত থামিয়ে দিয়েছিলেন, যখন ছেলে পিতাকে বলছিল, "আব্বু, দড়ি দিয়ে বেঁধে নিন।" আর বাবা বলছিলেন, "বৎস, আমাদের রবের আদেশের ওপর ধৈর্যধারণ করো!" হে আল্লাহ, আপনি বিরান জঙ্গল ও গভীর কূপে ইউসুফের বাহনের লাগাম ধরেছিলেন এবং গোলামির পর তাঁকে রাজত্ব দান করেছিলেন। হে আল্লাহ, আপনি তিন অন্ধকারের মধ্যে থাকা মাছওয়ালার (ইউনুস ﷺ-এর) ক্ষীণ আওয়াজ শ্রবণ করেছিলেন। হে আল্লাহ, আপনি ইয়াকুব ﷺ-এর দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এবং তাঁর পেরেশানিকে আনন্দে রূপান্তর করেছিলেন। হে আল্লাহ, আপনি দাউদ ﷺ-এর অশ্রুর প্রতি করুণা করেছিলেন। আইয়ুব ﷺ-এর দুঃখ দূর করেছিলেন। হে আল্লাহ আপনি বিপদগ্রস্ত লোকের ডাকে সাড়া প্রদান করেন। সাহায্যপ্রার্থীকে সাহায্য করেন। আপনাকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করা যায় না। আপনি সকল গোপনীয়তা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। সবাইকে বিপদ থেকে মুক্তি দান করেন। আমি আপনার কাছে আপনার নির্বাচিত নবি ও সন্তোষভাজন বান্দা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবিগণের ওপর রহমত বর্ষণের প্রার্থনা করছি। আমার পেরেশানি ও মুসিবত দূর করার প্রার্থনা করছি। হে শ্রেষ্ঠ প্রার্থনা গ্রহণকারী, হে সর্বশ্রেষ্ঠ আশার স্থল, হে সর্বোত্তম করুণাকামী, হে মহান দয়াবান, আপনি আমার সাথে আপনার যথোচিত কল্যাণের ফয়সালা করুন।

আর আমাদের জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।'

- তিনি কোনো কবরস্থানে প্রবেশ করলে বলতেন :

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الْأَجْسَادِ الْبَالِيَةِ، وَالْعِظَامِ النَّخِرَةِ، الَّتِيْ خَرَجَتْ مِنَ الدُّنْيَا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةٌ، وِلِرَحْمَتِكَ رَاجِيَةٌ، أَرْسِلْ عَلَيْهَا رُوْحًا مِنْكَ، وَسَلَامًا مِنِّيْ.

'হে আল্লাহ, হে এই জীর্ণ দেহ ও ক্ষয়িষ্ণু হাড্ডিসমূহের রব, এদের মধ্য থেকে যারা আপনার প্রতি ইমান ও আপনার রহমতের প্রতি আশা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে, তাদের প্রতি আপনার পক্ষ থেকে শান্তি এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম প্রেরণ করুন।'

আর তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, যখন বান্দা এ দুআ পাঠ করে, তখন আদম ﷺ থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত সকল মৃত ব্যক্তি তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।'[৫০]

- বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ হাসান বসরি ﷺ-এর ব্যাপারে ভীত হয়ে তাঁকে তলব করলেন। তখন তিনি দুআ করলেন 'হে আমার দুআ শ্রবণকারী, আমার ব্যথা উপশমকারী, আমার বিপদাপদ দূরকারী, করুণাকারী এবং আমার সকল নিয়ামতের মালিক! হে আমার ইলাহ! হে ইবরাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর বংশধরদের ইলাহ! হে মুসা, ইসা, মুহাম্মাদ ও সকল মানবের রব! কাফ-হা-ইয়া-আইন-সাদ, তা-হা, ইয়া-সিন ও প্রজ্ঞাময় কুরআনের অসিলা দিয়ে প্রার্থনা করছি, আপনি মুহাম্মাদ ও তাঁর পবিত্র পরিবার-পরিজনের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন। হাজ্জাজের অনিষ্ট ও প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে আমার জন্য আপনিই যথেষ্ট হোন। আমাকে হাজ্জাজ ও তার বাহিনী থেকে নিরাপদ রাখুন। আমার বিরুদ্ধে যা যা করার চেষ্টা সে করছে, আপনি তা প্রতিহত করুন। আমাকে তার শাস্তি ও অনিষ্ট থেকে মুক্ত রাখুন। হে সমগ্র জাহানের অধিপতি, আমার ব্যাপারে তাকে কোনো অবকাশ দেবেন না। হে আল্লাহ, আমাদের নেতা ও সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন।'

- অসুস্থ হলে বলতেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ওই লোকদের অন্তর্ভুক্ত করবেন না, যারা অসুস্থ হলে লজ্জিত হয়, সুস্থ হলে ফিতনায় পড়ে এবং দরিদ্র হলে চিন্তিত হয়। হে আল্লাহ, যেসব লোকের জন্য

.....

৫০. কবর জিয়ারতসংক্রান্ত দুআর মধ্যে এ ধরনের কোনো দুআ আমাদের চোখে পড়েনি। তবে এর পরে তার ফজিলত বর্ণনা থেকে বোঝা যায়, এটি ওহির সূত্রে আসা কোনো দুআই হবে। ওহির মাধ্যম ছাড়া এমন কথা বলা যায় না। আল্লাহ-ই ভালো জানেন।

আপনি যথেষ্ট হয়েছেন, তাদের মতো আমার জন্যও যথেষ্ট হোন। আমাকে তাদের মতো সুস্থতা দান করুন, যারা আপনার কাছে সুস্থতার প্রার্থনা করেছে। হে আল্লাহ, হে করুণাকামীদের প্রতি করুণাকারী, হে আহ্বানকারীদের ডাকে সাড়াদানকারী, আপনার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জনের তাওফিক দান করুন।'

- বর্ণিত আছে যে, হাসান ﵀-এর মজলিসে এক খারিজি ঢুকে লোকদের কষ্ট দিত। তারা হাসান ﵀-কে বলল, 'আপনি কি আমিরের কাছে তার ব্যাপারে অভিযোগ করবেন না?' তিনি বললেন, 'আমি আশা রাখি, আমিরের রব তার ব্যাপারে আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হবেন।' অতঃপর যখন লোকটি আসলো, তখন হাসান ﵀ কিবলামুখী হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহ, আপনি আমার জন্য তার ব্যাপারে যথেষ্ট হোন।' আর তখনই লোকটি তার বাহন থেকে পড়ে মারা গেল এবং তার লাশ বাহনে করে পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। হাসান ﵀ যখন ঘটনাটি জানতে পারলেন, তখন বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি তার যথেষ্টতা কামনাকারীর জন্য যথেষ্ট হন এবং তাঁকে যে ডাকে তার ডাকে সাড়া দেন। আর ধ্বংস তার জন্য, যে স্বীয় রবের ব্যাপারে ধোঁকায় পতিত।'

- যখন তিনি কোনো মজলিস থেকে উঠতেন তখন বলতেন, 'হে আল্লাহ, আমাকে পূর্ববর্তী নেককার লোকদের সাথে যুক্ত করুন এবং অবশিষ্ট নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমাকে আমার প্রবৃত্তির অনিষ্ট ও প্রত্যেক অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে মুক্তি দান করুন।'[৫১]

- হাসান ﵀ হাজ্জাজের মৃত্যু সংবাদ পাওয়ার পর বললেন, 'হে আল্লাহ, সে ছিল আপনার একটি কীট—আপনিই তাকে হত্যা করেছেন। হে আল্লাহ, আপনি তার সাঙ্গোপাঙ্গোদেরও হত্যা করুন।'

.....

৫১. এ দুআটি তিনি কাফফারাতুল মজলিস পড়ার পর পড়তেন। কাফফারাতুল মজলিস হলো বৈঠক শেষ হওয়ার পর যে দুআ পড়তে হয়। দুআটি বিভিন্ন হাদিসগ্রন্থে আবু হুরাইরা ﵁, আব্দুল্লাহ বিন আমর ﵁, আবু বারজা আসলামি ﵁ ও আয়িশা ﵂ থেকে বর্ণিত হয়েছে। দুআটি হলো : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

• কুরআন খতম করার পর তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা সত্য বলেছেন, যিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, যিনি চিরঞ্জীব, যাঁর কোনো মৃত্যু নেই। সম্মানিত রাসুলগণ আল্লাহর বিধান যথাযথভাবে উম্মাহর কাছে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। আমাদের রব ও মালিক যা বলেছেন, আমরা তার ওপর সাক্ষ্য প্রদান করছি। সমস্ত প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ তাআলার জন্য। শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশেষ নবি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর এবং তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গ, তাঁর সাহাবিগণ এবং তাঁর স্ত্রীগণের ওপর—যাঁরা মুমিনদের মাতা সমতুল্য।

হে আল্লাহ, আপনি কুরআন শিক্ষা করার প্রতি আমাদের আগ্রহ প্রকাশ পাওয়ার আগেই আমাদের কুরআন শিখিয়েছেন। কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব জানার আগেই আপনি আমাদের কুরআনের মাধ্যমে বিশেষায়িত করেছেন। কুরআনের উপকার সম্পর্কে জানার পূর্বেই আপনি এর মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। হে আল্লাহ, যখন কুরআন আপনার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য দান ও অনুগ্রহ, আমাদের প্রতি দয়া ও করুণা—যা আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যতীতই আমাদের পরিবেষ্টন করে রেখেছে; তাহলে কুরআনের হকের প্রতি আমাদের লক্ষ রাখার, সুন্দরভাবে তিলাওয়াত করার, আয়াতগুলো মুখস্থ করার, এর বিধানগুলো পালন করার এবং অস্পষ্ট বিষয়গুলো স্পষ্ট করে বোঝার তাওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ, কুরআনের মাধ্যমে আমাদের হিদায়াত দান করুন এবং কুরআনের আলোয় আমাদের হৃদয়গুলো আলোকিত করুন।

হে আল্লাহ, আপনি কুরআনকে তার বন্ধুদের জন্য মুক্তিদানকারী এবং তার শত্রুদের জন্য দুর্ভাগ্যের কারণ বানিয়েছেন। আর আপনার অবাধ্যদের জন্য বানিয়েছেন অন্ধত্বের কারণ। সুতরাং হে আল্লাহ, আপনি কুরআনকে আমাদের ইবাদতের ওপর দলিল বানিয়ে দিন। আপনার আজাব থেকে বাঁচার মজবুত কেল্লা এবং আপনার সাথে সাক্ষাতের দিন পথ চলার মতো আলো বানিয়ে দিন। যেন আমরা এর মাধ্যমে আপনার সৃষ্টির মাঝে আলো প্রত্যাশা করতে পারি এবং আপনার পথে চলে এর আলোয় জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছতে পারি।

হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে কুরআনের ইলম সম্পর্কে অন্ধত্ব, এর চাহিদার ব্যাপারে হতবুদ্ধিতা এবং হকের ব্যাপারে উদাসীনতা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।

হে আল্লাহ, আপনি আমাদের থেকে এর বোঝা হালকা করে দিন, তা হিফজ করা সহজ করুন। আমাদেরকে তাদের দলে অন্তর্ভুক্ত করুন, যারা এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে, এর ফরজ বিধানগুলো আদায় করে, অস্পষ্ট আয়াতসমূহের প্রতি ইমান রাখে, এর আদর্শের অনুসরণ করে এবং হালালকে হালাল ও হারামকে হারাম মনে করে।

হে আল্লাহ, অল্প নিদ্রা আমাদের জন্য যথেষ্ট করুন এবং যে দুই সময়ে আপনার রহমত বর্ষিত হয় এবং দুআ কবুল করা হয়, সে দুই সময়ে আমাদের জাগ্রত রাখুন।

হে আল্লাহ, কুরআনের আয়াতসমূহের মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন। তাতে পেশকৃত উপমাগুলোর মাধ্যমে উপদেশ গ্রহণ করার তাওফিক দান করুন। এর তিলাওয়াতের মাধ্যমে আমাদের গুনাহসমূহ মুছে দিন এবং মৃত্যুর সময় সুসংবাদপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

হে আল্লাহ, পবিত্র কুরআন, এর আয়াতসমূহ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশাবলির মাধ্যমে আমাদের উপকৃত করুন।

হে আল্লাহ, আপনার কাছে আমাদের হৃদয়ের কাঠিন্য থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আমাদের অপরাধ ও গুনাহ থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

হে আল্লাহ, আপনি কুরআনকে বরকতময় করেছেন। সুতরাং এর প্রতিটি বরকত আমাদের দান করুন এবং সব ধরনের অধঃপতন থেকে রক্ষা করুন।

হে আল্লাহ, কুরআনকে আমাদের জন্য সুপারিশকারী বানিয়ে দিন এবং আমাদের জন্য আলো, শিফা, হিদায়াত ও উপদেশ বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ, কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের প্রশান্তি ও সম্মানের মাধ্যম বানিয়ে দিন। কুরআনের মাধ্যমে অধিক হারে ইসতিগফার করা সহজ করে দিন। আমাদের অন্তরে এর মর্ম অনুধাবন করার শক্তি দান করুন। এবং বারবার পাঠ করার স্বাদ ও অশ্রুসিক্ত হওয়ার তাওফিক দিন; যাতে আমরা কুরআনের মাধ্যমে কোনো বিনিময় কামনা না করি এবং স্বল্পমূল্যে তা বিক্রি না করি এবং কুরআনের ওপর পার্থিব কোনো স্বার্থকে প্রাধান্য না দিই।[৫২] আপনি সর্বশ্রোতা, নিকটবর্তী এবং মানুষের ডাকে সাড়াপ্রদানকারী।

হে আল্লাহ, কুরআনকে আমাদের হৃদয়ের মুকুট, অন্তরের শিফা, চোখের আলো, পেরেশানি নিবারক, দুঃখ-দুর্দশা নির্বাপক এবং শান্তি ও সুখের জান্নাতের প্রতি পথপ্রদর্শক বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আমাদের চিন্তা-পেরেশানি দূর করে দিন। ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন। অনুপস্থিতকে ফিরিয়ে দিন। আমাদের সকল মৃতের প্রতি দয়া করুন। প্রত্যেক রোগীকে সুস্থতা দান করুন। ইহকালীন এবং পরকালীন সকল প্রয়োজন—যাতে আপনার সন্তুষ্টি ও আমাদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে—আপনি সহজ ও নিরাপদভাবে পূর্ণ করে দিন; হে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান, সাহায্যপ্রার্থীদের সাহায্যকারী এবং বিপদগ্রস্তদের ডাকে সাড়াদানকারী।

হে আল্লাহ, সর্বশেষ নবি আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গের ওপর শান্তি বর্ষণ করুন।'

.....

৫২. এখানে কুরআন বিক্রির অর্থ পার্থিব স্বার্থের জন্য দ্বীনকে বিক্রি করে দেওয়া; যেমনটি অনেক বাতিল ও ভণ্ডদের করতে দেখা যায়। তবে দ্বীনি শিক্ষা, আজান, ইমামতিসহ দ্বীনের জরুরি কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ পার্থিব অন্য কোনো কাজ করতে না পারায় প্রয়োজনের জন্য সামান্য যে অর্থ গ্রহণ করেন, সেটাকে কেউ কুরআন বিক্রি বলেননি। ফুকাহায়ে কিরামের ঐকমত্যে এসব দ্বীনি কাজে সময় দেওয়ার জন্য বেতন গ্রহণ করা জায়িজ।

কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা পরিহার

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, দ্বীনের কোনো কাজ লোক দেখানোর জন্য কোরো না এবং লজ্জার কারণে তা পরিত্যাগ কোরো না।'

- বলা হয় যে, তিনি একদিন ওয়াজ করছিলেন, এমন সময় এক লোক দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। তিনি বললেন, 'ভাতিজা, এই যে নিশ্বাস তুমি ছাড়লে, তার উদ্দেশ্য কী?' যদি তুমি সত্যবাদী হও (অর্থাৎ সত্যিই দ্বীনি কথা শুনে প্রভাবিত হয়ে নিশ্বাস ছেড়ে থাকো), তবে নিজেকে প্রচার করলে। আর যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকো (অর্থাৎ দ্বীনি কথার প্রভাবে নয়; বরং লোকে তোমাকে দ্বীনদার মনে করার জন্য করে থাকো), তবে নিজেকে ধ্বংস করলে। পূর্ববর্তী লোকজন খুব বেশি দুআ করত, কিন্তু কেউ তাদের আওয়াজ শুনতে পেত না। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের কেউ কুরআন খতম করতেন, কিন্তু তার প্রতিবেশীও টের পেত না। আবার কেউ দ্বীনি ইলমে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতেন, কিন্তু তার বন্ধুও জানতে পারত না। তাদের কাউকে বলা হলো, "নামাজে আপনার ভিন্ন দিকে মনোযোগ কত স্বল্প! কত সুন্দর আপনার একাগ্রতা!" তিনি বললেন, "ভাতিজা, তুমি কীভাবে জানবে যে, নামাজে আমার মন কোথায় থাকে?"'

- তিনি বলেন, 'রজা বিন হাইওয়া ﵀[৫৩] এক লোককে দেখলেন, ফজরের পর তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। তিনি লোকটিকে বললেন, "তন্দ্রা থেকে গা ঝাড়া দাও! যাতে কারও মনে এ ধারণা না হয় যে, এই তন্দ্রাচ্ছন্নতা রাত্রি জাগরণ ও তাহাজ্জুদের কারণে এসেছে। কারণ, এমন ধারণা তোমার আমল বিনষ্ট করে দিতে পারে।"'

  বর্ণিত আছে যে, রাসুল ﷺ-কে এক সাহাবি জিজ্ঞেস করলেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমাদের কাছে নিফাকের বিষয়টি অস্পষ্ট মনে হচ্ছে— নিফাক কী?" তিনি বললেন, "লৌকিকতাকারী মুনাফিক।"'

৫৩. ইমাম আবু নসর রজা বিন হাইওয়া বিন জারওয়াল কিনদি আজদি ফিলিস্তিনি। শীর্ষস্থানীয় একজন তাবিয়ি ছিলেন। ১১২ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

- বলা হয় যে, হাসান ﵀ ফারকাদ সাবখির গায়ে একটি পশমের কাপড় দেখে বললেন, 'হে ফারকাদ, তুমি কি মনে করেছ তোমার পোশাকের মাধ্যমে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে? আমার কাছে এমন বর্ণনা পৌঁছেছে যে, জাহান্নামিদের অধিকাংশ পোশাক হবে পশমের কাপড়ের।'

- তিনি বলতেন, 'ভানকারী ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা কর্তৃক নির্ধারিত তাকদিরের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে চায়। সে আল্লাহ তাআলার নিকট অভিশপ্ত ও ফাসিক। আল্লাহ তাআলা তার ভেতরগত অবস্থা মুমিন বান্দাদের জানিয়ে দেন। সে কামনা করে, মানুষ তাকে সৎকর্মশীল ও নেককার বলুক। কিন্তু এর মাধ্যমে সে তার উদ্দেশ্যে সফল হতে পারে না। কারণ, আল্লাহ তাআলা তার ভান সম্পর্কে জানেন এবং তা মুমিন বান্দাদের অন্তরে জানিয়ে দেন।'

- হাসান ﵀ বলেন, 'আমার নিকট বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিল, যে এ তিলাওয়াত করছিল :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا ﴾

"নিঃসন্দেহে যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য পরম করুণাময় ভালোবাসা তৈরি করে দেবেন।"[৫৪]

তখন সে বলল, "আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহ তাআলার এমন ইবাদত করব, যার মাধ্যমে দুনিয়াতে বিখ্যাত হবো—ফলে সে নামাজ পড়া শুরু করল, রোজা রাখার সাথে সাথে ইতিকাফও থাকতে লাগল। সে প্রতিদিন রোজা রাখত, একদিনও ছাড়ত না। তাকে সব সময় নামাজ পড়তে ও কুরআন তিলাওয়াতরত অবস্থায় দেখা যেত। কিন্তু যখনই সে কোনো সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে অতিক্রম করত, তারা বলত, "এই লোকটা শুধু মানুষকে দেখানোর জন্যই আমল করে এবং দিনদিন তার ভান ও লৌকিকতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।" তখন সে নিজেকে সম্বোধন করে

৫৪. সুরা মারইয়াম : ৯৬

বলল, "তোমার মা হতভাগিনী হোক! তোমাকে শুধু খারাপ মানুষ হিসাবে বিখ্যাত হতে দেখছি, তুমি নিজের দ্বীন ও আকিদার ব্যাপারে ফিতনায় নিমজ্জিত হচ্ছ এবং নিজ কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির ইচ্ছা করছ না।" অতঃপর সে নিজের স্বাভাবিক আমল করতে লাগল—আমলে কৃত্রিমভাবে কোনো কিছু বৃদ্ধি করল না। এভাবে এক সময় তার নিয়ত ঠিক হয়ে গেল—ফলে তার ব্যাপারে মানুষের অন্তরের ধারণাও পরিবর্তন হতে লাগল। অবশেষে অবস্থা এমন হলো যে, সে যে লোকদের পাশ দিয়েই যেত, তারা বলত, "আল্লাহ এই ব্যক্তির ওপর দয়া করুন! লোকটি এখন ঠিক পথে আছে।"'

- তিনি বলতেন, 'তোমরা আল্লাহ তাআলার জন্য নিজেদের কর্মগুলো পরিশুদ্ধ করো। কারণ, বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন :

مَنْ أَحْسَنَ صَلَاتَهُ حِينَ يَرَاهُ النَّاسُ، ثُمَّ أَسَاءَهَا حِينَ يَخْلُو فَتِلْكَ اسْتِهَانَةٌ اسْتَهَانَ بِهَا رَبَّهُ

"যে মানুষের চোখের সামনে উত্তমভাবে নামাজ পড়ে এবং তাদের দৃষ্টির আড়ালে অনুত্তমভাবে পড়ে—এটা হচ্ছে অবজ্ঞা। এর মাধ্যমে সে আল্লাহর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে।"[৫৫]

আরেক হাদিসে আছে, রাসুল ﷺ বলেছেন :

مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَحَقَّرَهُ وَصَغَّرَهُ

"যে নিজ আমলের মাধ্যমে সুনাম কামনা করে, আল্লাহ তাআলা তার ব্যাপারে মাখলুককে শুনিয়ে দেবেন এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় প্রতিপন্ন করবেন।"'[৫৬]

---

৫৫. ইমাম আবু ইয়ালা রহ. আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রা. সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। এই হাদিসের একজন বর্ণনাকারী হলেন ইবরাহিম বিন মুসলিম হিজরি। তিনি দুর্বল রাবি। দেখুন, মাজমাউজ জাওয়ায়িদ : ১০/২২১

৫৬. মুসনাদু আহমাদ : ৬৫০৯, ইবারতের কিছুটা তারতম্যে হাদিসটি সহিহ বুখারি ও মুসলিমেও রয়েছে।

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তোমার কি লজ্জা হয় না যে, তুমি ভালো মানুষের ভাষায় কথা বলো, কিন্তু কাজ করো খারাপ মানুষদের মতো?'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি পোশাক তো পরো ইবাদতকারী লোকদের, কিন্তু কাজ করো পাপিষ্ঠদের মতো। পশ্চাদপসরণকারী ব্যক্তির ন্যায় বিনয় দেখাও; কিন্তু কাজ করো তার উল্টো। ধ্বংস হও তুমি, এসব তো নিষ্ঠাবান লোকদের গুণ নয়। তুমি কিয়ামতের দিন এমন সত্তার সামনে দণ্ডায়মান হবে, যিনি চোখের গোপন চাহনি ও হৃদয়ের অপ্রকাশিত কল্পনা সম্পর্কেও জানেন।'

- হাসান ﵀ বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা যার আমল থেকে একটি উত্তম কাজ কবুল করবেন, তাকে তিনি জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। বলা হলো, "হে আবু সাইদ, বান্দাদের এত এত আমল কোথায় যাবে?" তিনি বললেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কেবল ওই আমলই কবুল করেন, যা একমাত্র তাঁরই জন্য করা হয়, রাসুল ﷺ-এর দেখানো পন্থায় করা হয় এবং লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত হয়। সুতরাং যার একটি উত্তম কাজ লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা থেকে নিরাপদ থাকবে, সে সফল লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।"'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, সাইদ বিন জুবাইর ﵀ এক ব্যক্তিকে মরার মতো ইবাদতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমার মৃত্যু দিন, জীবিত না রাখুন! মনে রেখো হে ভাতিজা, ইসলাম জীবিত; তাই তাকে জীবিত রাখো, মেরে ফেলো না।"'

- তিনি বলতেন, 'যে ভরা মজলিসে নিজেকে তিরস্কার করে, সে আসলে নিজের প্রশংসা করে। এ ধরনের কৃত্রিমতা খুবই নিন্দনীয়।'

- হাসান ﵀ বর্ণনা করতেন, আয়িশা ﵂ এক লোককে মৃতের মতো পড়ে থাকতে দেখে বললেন, 'এর কী হয়েছে?' লোকেরা বলল, 'সে একজন নেককার লোক।' তিনি বললেন, 'না, আল্লাহ অন্যান্য লোককে তার কর্ম থেকে দূরে রাখুন। উমর ﵁ তার থেকেও বেশি নেককার ছিলেন,

কিন্তু দ্রুত পথ চলতেন, অপরাধীকে ব্যথা দিয়ে প্রহার করতেন এবং তৃপ্তিভরে আহার করতেন। সুতরাং কৃত্রিমতা পরিত্যাগ করো। কারণ, আল্লাহ তাআলা কৃত্রিমতা অবলম্বনকারী থেকে কিছু গ্রহণ করেন না।'

- তিনি বলতেন, 'জনৈক সালাফ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলতেন, "সর্বোত্তম জুহদ (দুনিয়াবিমুখতা) হলো, জুহদের বিষয়টি গোপন রাখা।"'
- তিনি বলতেন, ' যে আমল মানুষকে দেখানোর জন্য করা হয় এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য হয় না, আল্লাহর নিকট ওই আমল খুব খারাপভাবে পেশ করা হয়।'
- তিনি বলতেন, 'কিছুক্ষণ দ্বীনি ফিকির করা এক রাতের নফল নামাজ থেকে উত্তম।'
- তিনি বলতেন, 'যদি দলবদ্ধতায় মর্যাদা থাকে, তবে একাকিত্বে রয়েছে নিরাপত্তা।'
- বর্ণিত হয়েছে যে, আবু হুরাইরা ﵁ মারওয়ান বিন হাকাম ﵁[৫৭]-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। মারওয়ান ﵁ তখন তার ঘর নির্মাণ করছিলেন। তিনি তাকে বললেন, 'হে আব্দুল কুদ্দুস,[৫৮] শক্তভাবে তৈরি করো, দীর্ঘ আশা করো, খুব চিবিয়ে চিবিয়ে আহার করো, কিন্তু থাকতে পারবে খুবই অল্প সময়ের জন্য। আল্লাহ তাআলার প্রতিশ্রুতি নির্ধারিত।'
- তিনি বলতেন, 'যুগ যুগ ধরে মানুষ দীর্ঘ আশার মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়ে আসছে।'
- বর্ণিত আছে যে, হাম্মাদ বিন সালামা ﵀[৫৯] বলেছেন, 'আবু উসমান নাহদি ﵀ বলতেন, "আমি জীবনের একশ ত্রিশটি বছর অতিবাহিত

.....

৫৭. মারওয়ান বিন হাকাম বিন আবুল আস বিন উমাইয়্যা ﵁। মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। শীর্ষস্থানীয় তাবিয়ি ছিলেন। অন্য বর্ণনামতে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে দেখেছেন। ৬৫ হিজরিতে তিনি ইনতিকাল করেন।

৫৮. এটা মারওয়ান ﵁-এর উপনাম।

৫৯. হাম্মাদ বিন সালামা বিন দিনার। একজন অনুসরণীয় ইমাম ছিলেন। ১৬৭ হিজরিতে ইনতিকাল করেছেন।

করেছি। আমি সব জিনিসকেই প্রত্যাখ্যান করেছি, তবে দীর্ঘ আশাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। দিনদিন তা শুধু বৃদ্ধিই পাচ্ছে।'"

- বর্ণিত আছে যে, বকর বিন আব্দুল্লাহ ﵀ তার স্ত্রীর মৃত্যুতে অনেক ঘাবড়ে গেলেন। হাসান ﵀ তাকে ধৈর্যহারা হতে নিষেধ করলেন। তখন বকর ﵀ সেই স্ত্রীর গুণকীর্তন করতে শুরু করলেন। হাসান ﵀ বললেন, 'আল্লাহ তাআলার কাছে এর চেয়েও উত্তম নারী রয়েছে। কিছুদিন পর বকর বিন আব্দুল্লাহ তার প্রয়াত স্ত্রীর বোনের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। অতঃপর হাসান ﵀-এর সাথে দেখা করে বললেন, 'হে আবু সাইদ, আপনি ঠিকই বলেছিলেন, বর্তমান স্ত্রী আগেরটির চেয়ে উত্তম।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ তোমাকে নিরাপদ রাখুন, আমার কথার উদ্দেশ্য ছিল জান্নাতের হুর।' অতঃপর তিনি একটি কবিতা পড়লেন :

تُؤَمِّلُ أَنْ تُعَمَّرَ عُمْرَ نُوْحٍ * وأَمْرُاللهِ يَطْرُقُ كُلَّ لَيْلَةٍ؟!

"আল্লাহর বিধান (মৃত্যু) প্রতি রাতে তোমার দরজার কড়া নাড়ে। আর তুমি কি না স্বপ্ন দেখে বেড়াচ্ছ নুহ ﵇-এর মতো দীর্ঘ জীবন লাভের!"'

- তিনি বলেন, 'জনৈক ধার্মিক ব্যক্তি তার এক বন্ধুকে চিন্তাগ্রস্ত দেখে তার চিন্তার কারণ জানতে চাইল। বন্ধু বলল, 'আমার কাছে একটি এতিম বাচ্চা ছিল, যার মাধ্যমে আমি অনেক সাওয়াবের আশা করতাম, কিন্তু সে ইনতিকাল করেছে।' তার বন্ধু বলল, 'তাহলে আরেকটি এতিম বাচ্চা খুঁজে নাও! তার মাধ্যমে তোমার সাওয়াব অব্যাহত থাকবে।' সে বলল, 'আমি আগের এতিম বাচ্চাটির মতো মন্দ চরিত্রের বাচ্চা না পাওয়ার আশঙ্কা করছি।'[৬০] তখন তার বন্ধু বলল, 'উঁহু! যদি আমি তোমার স্থানে থাকতাম, তবে তার মন্দ চরিত্রের কথা উল্লেখ করতাম না।' নেককার বন্ধুটি তার বন্ধুর এতিম বাচ্চার মন্দ চরিত্রের মাধ্যমে গর্ব করাটা অপছন্দ করল।

৬০. তার এ কথার উদ্দেশ্য হলো, আগের বাচ্চাটি খুব দুষ্ট ছিল, তবুও আমি তার দেখভাল করতাম।

• তিনি বলতেন, 'আবু দারদা ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমাকে তিন ব্যক্তি হাসায় এবং তিনটি বিষয় কাঁদায়। আমাকে যা হাসায়, তা হলো : এক. সেই ব্যক্তি, যে দুনিয়ার প্রত্যাশা করে; অথচ মৃত্যু তাকে প্রতিনিয়ত খুঁজে বেড়াচ্ছে। দুই. সেই ব্যক্তি, যে মৃত্যুর ব্যাপারে অসতর্ক; কিন্তু মৃত্যু তার ব্যাপারে অসতর্ক নয়। তিন. যে ব্যক্তি গালভরে হাসে; অথচ সে জানে না যে, আল্লাহ তার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট। আর যে তিন বিষয় আমাকে কাঁদায়, তা হলো : এক. পুনরুত্থানের সময়ের ভয়াবহতা। দুই. আমলের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়া। তিন. আল্লাহ তাআলার সামনে এমন অবস্থায় দণ্ডায়মান হওয়া, যখন আমার জানা থাকবে না যে, আমার ব্যাপারে কীসের ফয়সালা হবে—জান্নাতের না জাহান্নামের?'

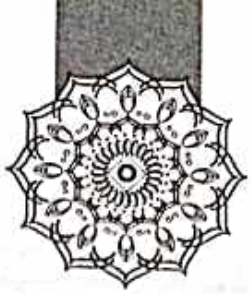

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

কুরআন তিলাওয়াত

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলতেন, "হে লোকসকল, তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করো এবং তিলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নিকট প্রতিদান কামনা করো; এমন সময় আসার পূর্বে, যখন কিছু লোক এর মাধ্যমে মানুষের কাছে বিনিময় কামনা করবে।"'

- তিনি বলতেন, 'যখন কেউ আল্লাহ তাআলার জন্য কুরআন ও ইলম শিক্ষা করবে, তার একাগ্রতা, সহনশীলতা ও বিনয়ের মাঝে তা প্রকাশ পেতে বিলম্ব হবে না।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি দয়া করুন, যে আল্লাহর কিতাব নিয়ে নির্জনতা গ্রহণ করে এবং নিজেকে এর সামনে পেশ করে। যদি নিজেকে কিতাবের অনুগামী পায়, তবে আল্লাহ তাআলার প্রশংসা করে এবং আল্লাহ তাআলার কাছে তা বৃদ্ধির কামনা করে; আর যদি বিপরীত পায়, তবে খুব দ্রুত তাওবা করে কিতাবের পথে ফিরে আসে।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, এই কুরআন মুমিনদের জন্য শিফা (আরোগ্য) এবং মুত্তাকিদের জন্য ইমাম বা নেতা। সুতরাং যে এর দেখানো পথে চলে, সে সঠিক পথপ্রাপ্ত হয়, আর যে এর উল্টো চলে, সে হতভাগা হয়ে বিপদাপদ ও পরীক্ষার সম্মুখীন হয়।'

- তিনি বলতেন, 'মানুষের মাঝে সবচেয়ে নিকৃষ্ট হলো, যারা কুরআন পাঠ করেছে; কিন্তু কুরআনের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত হয়নি এবং এর

পদ্ধতির অনুসরণ করেনি।

﴿ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾

"এসব লোকের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেন এবং সকল অভিসম্পাতকারীও অভিসম্পাত করে।"[৬১]

পূর্ববর্তী লোকেরা কুরআন পাঠ করতেন এবং একটি সুরা পড়তে পড়তে পুরা রাত কাটিয়ে দিতেন। প্রভাতে তাঁর চেহারায় সুরাটির প্রভাব ভেসে উঠত। আর তোমাদের কেউ কেউ কুরআন পাঠ করে, কিন্তু তা তার কণ্ঠনালী অতিক্রম করে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ﴾

"এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার প্রতি বরকত হিসাবে অবতীর্ণ করেছি; যেন মানুষ এর আয়াতসমূহ লক্ষ করে এবং বুদ্ধিমানরা তা অনুধাবন করে।"[৬২]

আল্লাহর শপথ! কুরআনের বিধান বাদ দিয়ে শুধু কুরআনের হরফ মুখস্থ করা কুরআনের দাবি নয়। তোমাদের কেউ কেউ বলে, "আমি কুরআন পাঠ করেছি এবং এর একটি হরফও বাদ দিইনি।" তার কথা মিথ্যা। আসলে সবকিছুই সে বাদ দিয়েছে। আল্লাহর শপথ! আল্লাহর শপথ! এরা কারিও নয়, আলিম কিংবা বুদ্ধিমানও নয়। কারণ, তারা কখনো এমন কথা বলতে পারে না। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾

"আমি আপনার প্রতি অবতীর্ণ করেছি মহাগুরুত্বপূর্ণ বাণী।"[৬৩]
আল্লাহ তাআলা এখানে আমল উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

.....

৬১. সুরা আল-বাকারা : ১৫৯
৬২. সুরা সদ : ২৯
৬৩. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল : ৫

অন্য আয়াতে বলেন :

﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴾

"অতঃপর আমি যখন তা পাঠ করি, তখন আপনি সেই পাঠের অনুসরণ করুন।"[৬৪]

অর্থাৎ কুরআনের হালালগুলোকে হালাল মনে করুন এবং হারামগুলোকে হারাম মনে করুন। রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর মৃত্যুর সময় খুব অল্পসংখ্যক লোকই কুরআন মুখস্থ করতে পেরেছিলেন। কারণ, তাঁরা এর মহত্ত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখতেন এবং এর তাফসির শিখে নিতেন। অতঃপর এর সকল আয়াত অনুযায়ী আমল করতেন।'

- তিনি বলতেন, 'কুরআন পাঠকারীরা তিন দলে বিভক্ত। এক. কিছু মানুষ কুরআনকে পণ্য হিসাবে গ্রহণ করেছে এবং এর বিনিময়ে মানুষের কাছ থেকে টাকা-পয়সা উপার্জন করার ধান্দায় থাকে। দুই. কিছু মানুষ কুরআনের অক্ষরগুলো উচ্চারণে পাণ্ডিত্য অর্জন করেছে, কিন্তু এর বিধান মেনে চলতে শিথিলতা করে এবং এর মাধ্যমে তারা শাসকগোষ্ঠীর সম্পদ টেনে আনার ও মানুষের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব হাসিল করার ফিকিরে থাকে। কুরআন পাঠকারীদের মাঝে এই দলের সদস্যই সবচেয়ে বেশি। আল্লাহ তাআলা এদের দলকে ভারী না করুন! তিন. কুরআন পাঠ করে এবং এর আয়াতগুলো নিয়ে চিন্তা-ফিকির করে, কুরআনের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করে, এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করে। এরাই সেই দল, যাদের কারণে বৃষ্টি হয়, নিয়ামত বর্ষিত হয় এবং এদের দুআর কারণেই ক্রোধ প্রশমিত হয়। আর এরাই আল্লাহ তাআলার বাহিনী এবং আর আল্লাহর বাহিনীই বিজয়ী থাকে।

বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট ইয়ামানের একটি প্রতিনিধি দল আসলো। তিনি তাদের কুরআন পাঠ করে শুনালেন—ফলে তারা

৬৪. সুরা আল-কিয়ামাহ : ১৮

ক্রন্দন করতে লাগল। আবু বকর ﷺ বললেন, "আমরাও এমন ছিলাম, কিন্তু আমাদের হৃদয়গুলো কঠোর হয়ে গেছে।"'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, তোমরা কুরআন নিয়ে গবেষণা করো এবং এর তিলাওয়াতে মনোযোগী হও। কারণ, বর্ণিত আছে যে, উসমান ﷺ বলতেন, "আমি আল্লাহর কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা ব্যতীত একটি দিন অতিবাহিত হওয়াকেও অপছন্দ করি।" তাঁকে দেখে পড়ার কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, এটি বরকতময় এক কিতাব।" বস্তুত, তিনি বরকত হাসিল করার জন্য কুরআন দেখে দেখে তিলাওয়াত করতেন।' তাঁর সামনে সব সময় কুরআনের কপি দেখা যেত এবং সবচেয়ে বড় হাফিজদের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম।'

- বর্ণিত আছে যে, একদিন হাসান ﷺ-এর জন্য রাতের খাবার আনা হলো। তিনি খানা শুরু করলে কোনো এক কারিকে এই আয়াত পাঠ করতে শুনলেন :

﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴾

"নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে আছে ভারী শিকলসমূহ ও প্রজ্বলিত আগুন। আর আছে এমন খাদ্য, যা গলায় আটকে যায় এবং মর্মন্তুদ শাস্তি।"[৬৫]

তখন তিনি দাসীকে খানা উঠিয়ে নিতে বললেন। অতঃপর সারা রাত এই আয়াত তিলাওয়াত করে করে কাঁদতে থাকলেন। বর্ণিত আছে যে, এভাবে তিনি তিনদিন কাটিয়ে দিলেন। অবশেষে তার ছেলে কয়েকজন বন্ধুদের নিয়ে আসলে তারা তার জন্য খাবার উপস্থিত করল। তখন তিনি তাদের সাথে খেলেন।

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

৬৫. সুরা আল-মুজ্জাম্মিল : ১২

'আর হুঁশিয়ার হও সেদিন সম্বন্ধে, যেদিন তোমাদের ফিরিয়ে আনা হবে আল্লাহর নিকট। তখন প্রত্যেক লোককে পুরোপুরি প্রতিদান দেওয়া হবে, যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের প্রতি অন্যায়ও করা হবে না।'[৬৬]

অতঃপর বললেন, 'হায়, আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের কী উপদেশই না দিচ্ছেন! যদি তারা তা গ্রহণ করত!? অতঃপর পাঠ করলেন :

﴿ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

'তোমাদের কেউ কি পছন্দ করে যে, তার একটি খেজুর ও আঙুরের বাগান থাকবে, যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবহমান, আর এতে সব রকমের ফলমূল থাকবে এবং সে বার্ধক্যে পৌঁছবে, তার দুর্বল সন্তান-সন্ততিও থাকবে, এমতাবস্থায় এ বাগানে দাবানল আঘাত হানবে এবং বাগানটি জ্বলে-পুড়ে ছাই হয়ে যাবে? এমনিভাবে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো।'[৬৭]

এরপর হাসান ﷺ বললেন, 'এটি একটি দৃষ্টান্ত, যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের জন্য পেশ করেছেন। যে সঠিক পথ পেতে চায়, সে এর দ্বারা উপকৃত হবে এবং শিক্ষা গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলছেন, যখন মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়, তার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে পড়ে, পরিবার বড় হয়ে যায় এবং তার চাষাবাদের প্রয়োজন হয়, তখন আগুন এসে তার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো জ্বালিয়ে দিল, এমন ব্যক্তির উদাহরণ হলো আদম সন্তানের কিয়ামত দিবসে দণ্ডায়মান হওয়ার মতো। সেদিন সে বিবস্ত্র, তৃষ্ণাপীড়িত এবং নিজের কৃত সৎকর্মের প্রতি মুখাপেক্ষী হবে,

৬৬. সুরা আল-বাকারা : ২৮১
৬৭. সুরা আল-বাকারা : ২৬৬

সেদিন সে ভাববে, এগুলো সব তার, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারবে অন্য কিছুর মাধ্যমে সেগুলো নষ্ট করে দিয়েছে এবং সে যে জিনিসের মুখাপেক্ষী ছিল এবং যার উপকারিতার সবচেয়ে বেশি আশা করেছিল, সেগুলোকে তার অপরাধ নিঃশেষ করে দিয়েছে।'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾

'তারা রাতের সামান্য সময়ই ঘুমিয়ে কাটাত।'[৬৮]

অতঃপর তিনি বললেন, 'তারা সুবহে সাদিক পর্যন্ত নিজেদের নামাজ দীর্ঘায়িত করতেন, অতঃপর ক্ষমাপ্রার্থনা করতে বসতেন।'

- তাকে 'নাশিআতুল লাইল' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন, 'এটি হচ্ছে রাতের শুরু অংশ থেকে ফজর পর্যন্ত।'

- তিনি একদিন এই আয়াত পাঠ করলেন :

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴾

'রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদের সাথে যখন মূর্খরা তর্ক করতে থাকে, তখন তারা বলে, সালাম।'[৬৯]

অতঃপর বললেন, 'এরা হচ্ছে ওই সকল মুসলিম, যারা অজ্ঞ নয়। যদি অজ্ঞও হয়, তবে তারা সহনশীল এবং ধীরস্থিরভাবে কাজ করে।'

৬৮. সুরা আজ-জারিয়াত : ১৭
৬৯. সুরা আল-ফুরকান : ৬৩

• তিনি পাঠ করলেন :

﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا * اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾

'আমি প্রত্যেক মানুষের কর্মকে তার গ্রীবালগ্ন করে রেখেছি। কিয়ামতের দিন বের করে দেখাব তাকে একটি কিতাব, যা সে খোলা অবস্থায় পাবে। পাঠ করো তুমি তোমার কিতাব। আজ তোমার হিসাব গ্রহণের জন্য তুমিই যথেষ্ট।'[৭০]

অতঃপর তিনি বলেন, 'হে আদমসন্তান, সেই সত্তা তোমার প্রতি অনেক বড় অনুগ্রহ করেছেন, যিনি তোমাকে নিজের হিসাব নিজে নেওয়ার সুযোগ দিয়েছেন।'

• তিনি পাঠ করলেন :

﴿ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا ﴾

'আমি তো তাদের গণনা পূর্ণ করছি মাত্র।'[৭১]

অতঃপর বললেন, 'গণনার পূর্ণতা হলো রুহ বের হয়ে যাওয়া এবং বন্ধুবান্ধব ও সন্তান-সন্ততিকে বিদায় জানিয়ে কবরে প্রবেশ করা। সুতরাং আল্লাহর বান্দারা! নেককাজে প্রতিযোগিতা করো।'

এরপর তিনি বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা, জীবন হচ্ছে কয়েকটি নিশ্বাসের সমষ্টি। যদি তা বন্ধ হয়ে যায়, তবে ইবাদত করা ও সাওয়াব অর্জন করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করুন, যে নিজের আমলের হিসাব রাখে, আল্লাহকে ভয় করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।'

.....

৭০. সুরা বনি ইসরাইল : ১৩-১৪

৭১. সুরা মারইয়াম : ৮৪

• তিনি পাঠ করলেন :

﴿ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ ﴾

'তাদের চামড়াগুলো যখন জ্বলে-পুড়ে যাবে, তখন আবার আমি তা পালটে দেবো অন্য চামড়া দিয়ে, যাতে তারা আজাব আস্বাদন করতে থাকে।'[৭২]

এই আয়াত তিলাওয়াত করার সময় তাঁর হাঁটুদ্বয় ভেঙে পড়ল এবং চোয়াল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগল। অতঃপর তিনি বললেন, 'বর্ণিত আছে যে, জাহান্নাম তাদের গোশতগুলো দৈনিক সত্তরবার ভক্ষণ করবে। অতঃপর বলা হবে, "তোমরা আবার আগের মতো হয়ে যাও।" তারা আগের মতো হয়ে যাবে। হে আল্লাহ, আপনার কাছে জাহান্নাম থেকে আশ্রয় চাচ্ছি এবং আশ্রয় চাচ্ছি এমন কাজ থেকেও, যা জাহান্নামকে আবশ্যক করে।

• তিনি পাঠ করলেন :

﴿ سَلَامٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ ﴾

'তোমাদের সবরের কারণে তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিণামগৃহ কতই না চমৎকার।'[৭৩]

অতঃপর তিনি বললেন, 'তারা দুনিয়ার অতিরিক্ত বস্তু অর্জন করা থেকে সবর করে এবং ক্ষণস্থায়ী জিনিস থেকে বিমুখতা প্রদর্শন করে; ফলে তারা আখিরাতের কল্যাণ অর্জন করে এবং তাদের শেষ পরিণাম সুন্দর হয়।'

• তিনি পাঠ করলেন :

﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنزٌ لَّهُمَا ﴾

'আর এর নিচে ছিল তাদের গুপ্তধন।[৭৪]

৭২. সুরা আন-নিসা : ৫৬
৭৩. সুরা আর-রাদ : ২৪
৭৪. সুরা আল-কাহফ : ৮২

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'ইবনে আব্বাস ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "কানজ হলো স্বর্ণের একটি ফলক এবং একটি ইট, যাতে লেখা ছিল, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।" ওই ব্যক্তির প্রতি আশ্চর্য, যে মৃত্যু সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও আনন্দ করে এবং জাহান্নামের কথা জানার পরেও হর্ষোৎফুল্ল থাকে। যে দুনিয়া ও তার রূপ পরিবর্তনের বিষয়টি জানা সত্ত্বেও স্থির ও প্রশান্ত থাকে। যে তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালার প্রতি ইমান আনার পরেও জীবনোপকরণ অন্বেষণে নিজেকে ক্লান্ত-শ্রান্ত করে তোলে। যে জাহান্নামের প্রতি ইমান রাখা সত্ত্বেও গুনাহে লিপ্ত হয়। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ।"'[৭৫]

- তিনি পাঠ করলেন :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

'আর তিনিই সেই সত্তা, যিনি রাত ও দিনকে পরস্পরের অনুগামী করে সৃষ্টি করেছেন সে ব্যক্তির জন্য, যে উপদেশ গ্রহণ করতে চায় অথবা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চায়।'[৭৬]

অতঃপর বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! আল্লাহর রহমত কতই না ব্যাপক! তাঁর অনুগ্রহ পরিব্যাপ্ত এবং তাঁর সৃষ্টি খুবই সূক্ষ্ম। যে দিনের বেলায় চলতে অক্ষম তার জন্য রাত এবং যে রাতের বেলায় চলতে অক্ষম তার জন্য দিন তৈরি করেছেন।'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا ۖ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ ﴾

'আর বনি ইসরাইলের জন্য তোমার পালনকর্তার শুভ বাণী সত্যে পরিণত হলো; যেহেতু তারা ধৈর্যধারণ করেছিল। আর ফিরাউন ও

৭৫. তাফসিরুত তাবারি : ৬/১৬
৭৬. সুরা আল-ফুরকান : ৬২

তার সম্প্রদায়ের শিল্প এবং যেসব প্রাসাদ তারা নির্মাণ করেছিল সব ধ্বংস করে দিয়েছি।'[৭৭]

অতঃপর বললেন, 'এমন ব্যক্তির জন্য আমার খুব আশ্চর্য হয়, যে এই আয়াতের ওপর ইমান আনার পর কোনো বাদশাহ অথবা অত্যাচারীকে ভয় পায়। আল্লাহর শপথ! যদি মানুষ বিপদের সময় বিপদকে রবের ফয়সালা মনে করে ধৈর্যধারণ করত, তবে আল্লাহ তাআলা তাদের দুঃখ-দুর্দশা দূর করে দিতেন। কিন্তু তারা তরবারিকে ভয় করে এবং ভীতুদের মাঝে পরিগণিত হয়। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে বিপদের অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করছি।'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾

'আগুন তাদের মুখমণ্ডল দগ্ধ করবে এবং তারা তাতে বীভৎস আকার ধারণ করবে।'[৭৮]

অতঃপর বলেন, 'হে আল্লাহর বান্দারা, এর চেয়ে মন্দ দৃশ্য আর কী হতে পারে!? সুতরাং এ থেকে বেঁচে থাকো।'

বর্ণিত আছে, জাহান্নাম তাদের চেহারা এমনভাবে জ্বালিয়ে দেবে যে, তাতে না কোনো গোশত থাকবে আর না চামড়া। শুধু হাঁটুর পেছনের পেশীতন্তু ও দগ্ধ চেহারা বাকি থাকবে।' অতঃপর তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন, 'হে আল্লাহ, আমরা আপনার কাছে জাহান্নামের আজাব থেকে আশ্রয় কামনা করছি। কতই না মন্দ স্থান সেটা!'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾

.....

৭৭. সুরা আল-আরাফ : ১৩৭
৭৮. সুরা আল-মুমিনুন : ১০৪

'তাঁরই দিকে আরোহণ করে পবিত্র বাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।'[৭৯]

অতঃপর বললেন, 'যখন বান্দা ভালো কথা বলে এবং নেক কাজ করে, আল্লাহ তাআলা তাঁর কথাকে আমলসহ উঠিয়ে নেন। আর যদি ভালো কথা বলে, কিন্তু মন্দ আমল করে, আল্লাহ তাআলা কথাসহ আমলকে ফিরিয়ে দেন।'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ ۚ بَلَاغٌ ۚ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

'ওদের যে বিষয়ে ওয়াদা দেওয়া হতো, তা যেদিন তারা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা দিনের এক মুহূর্তের বেশি পৃথিবীতে অবস্থান করেনি। এটা সুস্পষ্ট অবগতি। এখন তারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে, যারা পাপাচারী সম্প্রদায়।'[৮০]

'আয়াতে পাপাচারী সম্প্রদায় তাদের বলা হয়েছে, যারা হারামভাবে দুনিয়া অর্জন করে এবং তা কামনা-বাসনার পেছনে অপচয় করে।'

﴿ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾

'নিপীড়নকারীরা শীঘ্রই জানতে পারবে তাদের গন্তব্যস্থল কীরূপ।'[৮১]

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۖ ذَٰلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ ﴾

'মৃত্যুযন্ত্রণা নিশ্চিতই আসবে। এ থেকেই তুমি টালবাহানা করতে।'[৮২]

.....

৭৯. সুরা ফাতির : ১০
৮০. সুরা আল-আহকাফ : ৩৫
৮১. সুরা আশ-শুআরা : ২২৭
৮২. সুরা কফ : ১৯

অতঃপর বললেন, 'বনি আদম দুনিয়াতে গুনাহ করে যাচ্ছে, বিপথে পরিচালিত হচ্ছে; অথচ তারা মৃত্যু থেকে পালাতে বা আত্মগোপন করতে পারবে না।'

• তিনি যখন এই আয়াত পাঠ করতেন :

﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ﴾

'যেদিন তারা তা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা পৃথিবীতে কেবল এক সন্ধ্যা অথবা এক সকাল অবস্থান করেছে।'[৮৩]

তখন বলতেন, 'হে আদমসন্তান, সকাল-সন্ধ্যায় তোমার কী হলো? তুমি গুনাহ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারছ না কেন?'

• তিনি যখন এই আয়াত পাঠ করতেন :

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴾

'আর এই সম্পদ তাদের জন্য, যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলে, "হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের এবং ইমানে অগ্রগামী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ইমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোনো বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।"'[৮৪]

তখন তিনি বলতেন, 'আল্লাহর শপথ! এই দলটি ছিল দয়া ও কোমলতার অধিকারী। আর আমরা তাদের মোকাবেলায় খোস-পাঁচড়াযুক্ত চামড়ার ন্যায়।'

• তিনি যখন পড়তেন :

﴿ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا ﴾

.....

৮৩. সুরা আন-নাজিআত : ৪৬
৮৪. সুরা আল-হাশর : ১০

'আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন অযথা ব্যয় করে না, কৃপণতাও করে না এবং তাদের পন্থা হয় এতদুভয়ের মধ্যবর্তী।'[৮৫]

তখন তিনি বলতেন, 'এমন বান্দার প্রতি আল্লাহ তাআলা দয়া করুন, যে হালাল মাল উপার্জন করে, উত্তমভাবে ব্যয় করে এবং অভাব ও কঠিন প্রয়োজনের দিনের জন্য (অর্থাৎ কিয়ামত দিবসের জন্য) অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেয়।' অতঃপর বললেন, 'তোমরা তোমাদের অতিরিক্ত সম্পদগুলো সে দিকের অভিমুখী করো, যে দিকের অভিমুখী করেছেন আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসুল ﷺ। তাঁরা যেখানে রেখেছেন সেখানেই রাখো; কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তী যারা ছিলেন তারা খুব কম সম্পদ গ্রহণ করতেন এবং অতিরিক্ত সম্পদ আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিতেন।'

- তিনি যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾

'আর যারা যা দান করবার, তা ভীত, কম্পিত হৃদয়ে এ কারণে দান করে যে, তারা তাদের পালনকর্তার কাছে প্রত্যাবর্তন করবে।'[৮৬]

তখন তিনি বলতেন, 'তারা সৎকর্ম করে এবং পরকালের জন্য তা পাঠিয়ে দেয়। তবুও তাদের অন্তরে এ ভয় কাজ করে যে, এগুলো তাদেরকে আজাব থেকে বাঁচাতে পারবে না।'

- যখন তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ ﴾

'নিশ্চয় আমি মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি।'[৮৭]

৮৫. সুরা আল-ফুরকান : ৬৭
৮৬. সুরা আল-মুমিনুন : ৬০
৮৭. সুরা আল-বালাদ : ৪

তখন বলতেন, 'ধ্বংস আদমসন্তানের জন্য! আল্লাহ তাআলা তার মতো অন্য কোনো প্রাণী সৃষ্টি করেননি, যে ভোগবিলাসের জন্য এত প্রচেষ্টা ব্যয় করে!'

• তিনি তিলাওয়াত করলেন :

﴿ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ﴾

'আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব।'[৮৮]

অতঃপর বললেন, '(আয়াতের অর্থ হলো,) আমি তাদেরকে ইবাদত করার জন্য এমন তাওফিক দেবো যে, তারা হৃদয়ে তার স্বাদ অনুভব করবে।'

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমি তাকে এমন রিজিক দেবো, যার জন্য তাকে কোনো শাস্তি দেওয়া হবে না।' অতঃপর তিনি বলেন, 'প্রত্যেক আদমসন্তানের পার্থিব জীবন তিক্ততায় অতিবাহিত হয়, তবে তাদের জান্নাতের জীবনে কোনো তিক্ততা থাকবে না।'

• তিনি যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ ﴾

'আর তাদের কাছে সে জনপদের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, যা ছিল নদীর তীরে অবস্থিত।'[৮৯]

তখন বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য সপ্তাহের এক দিন মাছ শিকার করা হারাম করে দিয়েছিলেন। ওই দিন ব্যতীত অন্য সকল দিনে তা হালাল ছিল। কিন্তু তারা ওই দিন বিপদ আসার ভয়ে সরাসরি মাছ তো শিকার করত না; বরং কৌশল করে মাছ আটকে রাখত। এতে মাছ শিকার করাও সহজ হয়ে যেত এবং তাদের ধারণায় আল্লাহর বিধানও রক্ষা করা

৮৮. সুরা আন-নাহল : ৯৭
৮৯. সুরা আল-আরাফ : ১৬৩

হতো। কিন্তু কথা হলো, যখনই কোনো বান্দা গুনাহ করার দৃঢ় ইচ্ছা করে, তখন সে গুনাহ করার সুযোগপ্রাপ্ত হয়। এখানেও তাই হলো। তারা মাছ শিকার করল এবং খেল। আল্লাহর শপথ, কী নোংরা ছিল তাদের সেই খাবার! ফলে একদিন তারা ঘুমন্ত থাকাবস্থায়, তখন তিনবার আওয়াজ আসলো, "হে গ্রামবাসী!" তখন তাদের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সবাই জাগ্রত হয়ে গেল। অতঃপর বলা হলো, "তোমরা ধিকৃত বানরে পরিণত হয়ে যাও।" অতঃপর তারা সত্যি সত্যিই বানরে পরিণত হলো।'

(বর্তমান সময়ে নিষিদ্ধ মাছ হত্যার অপরাধ না থাকলেও মানুষহত্যা হরহামেশাই হচ্ছে, অথচ) আল্লাহর শপথ! অন্যায়ভাবে নিহত একজন মুমিন বান্দার সম্মান আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর সৃষ্ট প্রতিটি মাছের চেয়েও বেশি। (এর শাস্তি এখন না হলেও) আল্লাহ তাআলা কিন্তু প্রতিটি জাতির জন্য কিয়ামতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। ইরশাদ করেছেন :

﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴾

"বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্তকর।"'[৯০]

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * فَإِذَا هُم بِالسَّاهِرَةِ ﴾

'অতএব, এটা তো কেবল এক বিকট আওয়াজ। তখনই তারা ময়দানে আবির্ভূত হবে।'[৯১]

﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ ﴾

'বস্তুত, এ ছিল এক মহানাদ—ফলে তারা সবাই নিস্তব্ধ হয়ে গেল।'[৯২]

৯০. সুরা আল-কমার : ৪২
৯১. সুরা আন-নাজিআত : ১৩-১৪
৯২. সুরা ইয়াসিন : ২৯

অতঃপর তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, বিকট আওয়াজ আল্লাহ তাআলার গজব। সুতরাং যে আল্লাহকে ভয় করে, সে যেন গজবের ব্যাপারে সতর্ক থাকে।'

- তিনি যখন এই আয়াত তিলাওয়াত করতেন :

﴿ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ * يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴾

'এটাই জাহান্নাম, যাকে অপরাধীরা মিথ্যা বলত। তারা জাহান্নামের অগ্নি ও ফুটন্ত পানির মাঝে প্রদক্ষিণ করবে।'[৯৩]

তখন বলতেন, 'হে লোকসকল, এমন লোকদের ব্যাপারে তোমাদের কী ধারণা, যারা পঞ্চাশ হাজার বছর যাবৎ দণ্ডায়মান থাকবে, আর যখন ক্ষুধা, পিপাসা ও ভয়ের কারণে তাদের ঘাড় নিম্নগামী হবে, তখন জ্বলন্ত আগুন ও ফুটন্ত পানির দিকে নিয়ে যাওয়ার আদেশ করা হবে? তাদের পরিস্থিতি কী করুণই না হবে! হে আল্লাহ, আপনার কাছেই আশ্রয় চাচ্ছি—কারণ, আপনিই একমাত্র আশ্রয়স্থল এবং আপনার ওপরই ভরসা করছি। সুতরাং হে ক্ষমাশীল প্রভু, আপনার দয়ায় আজাব থেকে আমাদের মুক্তি দান করুন।'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾

'যারা নিজেদের নামাজে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বনকারী।'[৯৪]

অতঃপর বললেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন লোকদের প্রতি রহম করুন, যাদের হৃদয় বিনয়ী, দৃষ্টি সংযত, লজ্জাস্থান সুরক্ষিত এবং যারা হারাম থেকে বেঁচে থাকে। এরাই সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী।'

.....

৯৩. সুরা আর-রহমান : ৪৩-৪৪
৯৪. সুরা আল-মুমিনুন : ২

• আল্লাহ তাআলার এই বাণী সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো :

﴿ مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ﴾

'যে একটি সৎকর্ম করবে, সে তার দশগুণ পাবে।'[৯৫]

তিনি বললেন, 'যে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস এবং রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর রিসালাতের বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত।'

• তিনি তিলাওয়াত করলেন :

﴿ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ ﴾

'সৎ কাজের প্রতিদান উত্তম পুরস্কার ব্যতীত আর কী হতে পারে?'[৯৬]

অতঃপর বললেন, 'যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে তার বিনিময় হলো জান্নাত।'

• তিনি পাঠ করলেন :

﴿ يَوْمَ يَنظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ﴾

'যেদিন মানুষ প্রত্যক্ষ করবে, যা সে সামনে প্রেরণ করেছে।'[৯৭]

অতঃপর বললেন, 'এই ব্যক্তি হলো সতর্ক, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ মুমিন, যে জানে যে, তার জন্য একটি প্রতিশ্রুত দিন আছে—ফলে সে নেক আমলকে সেই দিনের জন্য আগে পাঠিয়ে দেয় এবং সেখানে গিয়ে সে আনন্দিত হবে। অথচ, সেদিন কাফিরদের অবস্থা হবে ভয়াবহ। যেমন আল্লাহ বলেন :

﴿ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا ﴾

.....

৯৫. সুরা আল-আনআম : ১৬০
৯৬. সুরা আর-রহমান : ৬০
৯৭. সুরা আন-নাবা : ৪০

"আর কাফির বলবে, হায়, যদি আমি (মানুষ না হয়ে) মাটি হতাম!"[৯৮]

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ كَلَّا ۖ بَلْ ۜ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾

'কখনও নয়; বরং তারা যা করে, তাই তাদের হৃদয়ে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।'[৯৯]

তারপর তিনি বললেন, 'এ আয়াতে হৃদয়ের মরিচা বলতে তার পাপরাশি বোঝানো হয়েছে, যা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে উপার্জন করেছে; ফলে হৃদয় কালো হয়ে গেছে।'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴾

'অধিক প্রতিদানের আশায় অন্যকে কিছু দান করো না।'[১০০]

অতঃপর বললেন, 'তোমার আমলকে বেশি মনে করো না। কারণ, তুমি জানো না, তা থেকে কতটুকু গৃহীত হবে এবং কতটুকু ফিরিয়ে দেওয়া হবে।'

- তিনি পাঠ করলেন :

﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾

'প্রাচুর্যের লালসা তোমাদের উদাসীন করে রাখে।'[১০১]

অতঃপর বললেন, 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। আল্লাহর কসম! প্রাচুর্যের লালসা চিরস্থায়ী আগুন থেকে আমাদের গাফিল করে রেখেছে এবং ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-বিলাসে লাগিয়ে রেখেছে।'

---

৯৮. সুরা আন-নাবা : ৪০
৯৯. সুরা আল-মুতাফফিফিন : ১৪
১০০. সুরা আল-মুদ্দাসসির : ৬
১০১. সুরা আত-তাকাসুর : ১

অতঃপর তিলাওয়াত করলেন :

﴿ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾

'এটা কখনই উচিত নয়। তোমরা সত্বরই জেনে নেবে।'[১০২]

এরপর তিনি বললেন, 'হে মানুষ, মৃতদের কেউ এসে যদি তোমাদের ভীতি প্রদর্শন করত, তবে তোমরা অস্থির হয়ে পড়তে। তাহলে স্বয়ং রাজাধিরাজ, চিরঞ্জীব ও মরণহীন আল্লাহ তাআলাই যখন তোমাদের ভয় প্রদর্শন করছেন, তখন তো আরও বেশি অস্থির হওয়া উচিত।'

- তিনি যখন কুরআন তিলাওয়াত করতে করতে এই সুরা (সুরা আত-তাকাসুর) পর্যন্ত আসতেন, তখন আর সামনে অগ্রসর হতে পারতেন না; বরং বারবার এই আয়াত পুনরাবৃত্তি করতেন এবং এমনভাবে কাঁদতেন যে, তা বিলাপে পরিণত হতো। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি করুণা করুন এবং তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

১০২. সুরা আত-তাকাসুর : ৩

হে আল্লাহর বান্দারা, জীবন হচ্ছে কয়েকটি নিশ্বাসের সমষ্টি। যদি তা বন্ধ হয়ে যায়, তবে ইবাদত করা ও সাওয়াব অর্জন করার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার প্রতি অনুগ্রহ করুন, যে নিজের আমলের হিসাব রাখে, আল্লাহকে ভয় করে এবং গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে।

- হাসান বসরি রহ.

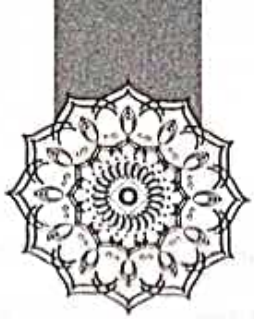

সপ্তম পরিচ্ছেদ

খলিফা ও শাসকবর্গের ব্যাপারে নাসিহা এবং তাদের সাথে আচার-আচরণ

- বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা খলিফা, আমির ও বিচারকদের থেকে তিনটি বিষয়ে অঙ্গীকার নিয়েছেন। তাদের মধ্যে যে আল্লাহ তাআলার উক্ত অঙ্গীকার পূরণ করেছে, সে মুক্তি পেয়েছে এবং যে অবহেলা করেছে, সে ধ্বংস হয়েছে। তিনি তাদের থেকে এই অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, এক. তারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে না; দুই. মানুষকে ভয় করবে না; তিন. আল্লাহ তাআলার আয়াতকে সামান্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রি করবে না।'

- তিনি রাজন্যবর্গের ব্যাপারে আলোচনা করলে বলতেন, 'তাদের উন্নত জীবনমান ও পোশাকের পেলবতার প্রতি দৃষ্টি দিয়ো না; বরং তাদের দ্রুত অধঃপতন ও মন্দ পরিণামের প্রতি দৃষ্টি দাও।'

- তাঁকে বলা হলো যে, জনৈক শাসক শুকনো খাবার খেত এবং খুব সাদাসিধে পোশাক পরিধান করত। তিনি বললেন, 'অসম্ভব! তাহলে কীসের ভিত্তিতে তাকে কর দেওয়া হতো এবং সে কীভাবে বিভিন্ন রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল?!' লোকেরা বলল, 'সে কৃপণতাবশত এমনটি করত।' তখন তিনি বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি তাকে আল্লাহর দ্বীন গ্রহণ না করার কারণে দুনিয়া থেকেও বঞ্চিত করলেন।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা যখন কোনো জাতির অকল্যাণ চান, তখন তাদের ওপর বোকাদের শাসক বানিয়ে দেন এবং তাদের সম্পদ রাখেন তাদের কৃপণদের হাতে।'

- তিনি বলতেন, 'জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, "কিয়ামতের একটি নিদর্শন হলো, পৃথিবীতে পাপাচারী শাসক হবে, মিথ্যাবাদী মন্ত্রী হবে, খিয়ানতকারী কোষাধ্যক্ষ হবে, ফাসিক আলিম হবে এবং জালিম জ্ঞানী হবে। আমি আশঙ্কা করছি, আমাদের বর্তমান সময়টিই সে সময়।"'

- বর্ণিত আছে যে, বসরার গভর্নর নজর বিন আমর হাসান ﵀-কে নিজ দরবারে ডেকে এনে বললেন, 'হে আবু সাইদ, দুনিয়া ও দুনিয়ার মাঝে যত আরাম-আয়েশ ও রূপ-সৌন্দর্য রয়েছে, আল্লাহ তাআলা সব স্বীয় বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন :

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

"খাও, পান করো এবং অপচয় করো না। নিশ্চয় তিনি অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।"

অন্যত্র বলেন :

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ۚ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

"আপনি বলুন, কে হারাম করেছে সাজসজ্জাকে, যা আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র খাদ্যবস্তুসমূহকে? আপনি বলুন, এসব নিয়ামত আসলে পার্থিব জীবনে মুমিনদের জন্য এবং কিয়ামতের দিন খাঁটিভাবে তাদের জন্যই।"'[১০৩]

তখন হাসান ﵀ বললেন, 'ভাই, নিজের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো। যে কামনা-বাসনায় তুমি মজে আছ এবং যে স্বপ্নে তুমি বিভোর হয়ে আছ, তার ব্যাপারে সতর্ক হও। কারণ, এমন চিন্তা তোমাকে ধ্বংস করে দেবে। শুধু আশার মাধ্যমে ইহকালীন কিংবা পরকালীন কোনো কল্যাণ অর্জন সম্ভব নয়। নিজেকে গাফিল করে রাখলে উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-কে নির্বাচন করে রহমত ও

১০৩. সুরা আল-আরাফ : ৩১-৩২

নবুওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে সকলের জন্যই রাসুল বানিয়েছেন। নিজের মহান কিতাব তাঁর ওপর নাজিল করেছেন। দুনিয়াতে তাঁর জন্য নির্দিষ্ট একটি সীমারেখা টেনে দিয়েছেন এবং তাঁর জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾

"বস্তুত, আল্লাহর রাসুলের মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ।"[১০৪]

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর আদেশ মেনে চলতে, তাঁর আদর্শ গ্রহণ করতে, তাঁর বাতলানো জীবনপদ্ধতি অনুযায়ী জীবনযাপন করতে এবং তাঁর সুন্নাত অনুযায়ী আমল করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে যতটুকু আমরা করতে পেরেছি, তা আল্লাহ তাআলার দয়া ও অনুগ্রহ বলেই করতে পেরেছি। আর যতটুকুতে আমাদের ত্রুটি রয়ে গেছে, তার জন্য আল্লাহর নিকট আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং সাহায্য চাইতে হবে। এটাই আমাদের মুক্তির একমাত্র পথ। শুধু শুধু আশা-আকাঙ্ক্ষা করলে কিংবা স্বপ্ন দেখলে কোনো লাভ হবে না।'

নজর বললেন, 'হে আবু সাইদ, আল্লাহ তাআলা যা চেয়েছেন, তা-ই আমাদের ভাগ্যে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আর আমরা আমাদের রবকে ভালোবাসি।'

হাসান ﷺ বললেন, 'রাসুল ﷺ-এর যুগে কিছু লোক ঠিক এই কথাটিই বলেছিলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাজিল করেন :

﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ ﴾

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ করো; আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসেন।"[১০৫]

১০৪. সুরা আল-আহজাব : ২১
১০৫. সুরা আলি ইমরান : ৩১

এখানে আল্লাহ তাআলা রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর অনুসরণকে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার নিদর্শন অভিহিত করেছেন এবং যে রাসুল ﷺ-এর অনুসরণ করে না, তার ভালোবাসার দাবিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। সুতরাং নিজের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আমি তোমার পূর্বে এখানে এমন কিছু ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা মিম্বরে আরোহণ করত, বাহনগুলোকে তাদের জন্য সদা প্রস্তুত রাখা হতো, অহংকার ও লৌকিকতাবশত আঁচল টেনে ধরে পথ চলত, অট্টালিকা নির্মাণ করত, নিজেদের স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করত এবং পোশাক-আশাকে পরস্পর প্রতিযোগিতা করত। কিন্তু একসময় তাদের রাজত্ব শেষ হয়েছে এবং দুনিয়ার যা কিছু তারা সঞ্চয় করেছে, তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। অবশেষে তারা রবের দরবারে হাজির হয়েছে। তারা সেখানেই পৌঁছে গেছে, যেখানে তাদের কৃতকর্ম উপস্থিত আছে। এখন বিচার দিবসে তাদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই, যেদিনের ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :

﴿ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ * وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ * لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ﴾

"সেদিন পলায়ন করবে মানুষ তার ভ্রাতার কাছ থেকে, মাতা ও পিতার কাছ থেকে, তার স্ত্রী ও সন্তানদের কাছ থেকে। সেদিন প্রত্যেকেরই নিজের এক চিন্তা থাকবে, যা তাকে ব্যতিব্যস্ত করে রাখবে।"[১০৬]

- বর্ণিত আছে, অন্য একদিন তিনি নজরের কাছে গিয়ে বললেন, 'হে আমির, আল্লাহ আপনার হাতকে শক্তিশালী করুন। আপনার বন্ধু হলো সে ব্যক্তি, যে আপনাকে দ্বীনের ব্যাপারে উপদেশ দেয়, আপনার ভুলগুলো দেখিয়ে দেয় এবং আপনাকে সঠিক পথ দেখায়। আর আপনার শত্রু হলো সে, যে আপনাকে প্ররোচিত করে এবং আপনার চাটুকারিতা করে।

১০৬. সুরা আবাসা : ৩৪-৩৭

হে আমির, আল্লাহকে ভয় করুন। কারণ, আপনি নীতি ও আদর্শে, প্রকাশ্য ও গোপনে জাতির বিরোধিতা করছেন এবং তা সত্ত্বেও মুক্তির স্বপ্ন দেখছেন; ফলে নিজের অপরাধের ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

মানুষ দুপ্রকার। এক. দুনিয়া-অন্বেষী, দুই. আখিরাত-অন্বেষী। আল্লাহর শপথ করে বলছি, আখিরাত-অন্বেষী আখিরাত অর্জন করেছে এবং শান্তিপ্রাপ্ত হয়েছে, কিন্তু দুনিয়া-অন্বেষী দুনিয়া অন্বেষণ করতে করতে ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়েছে, অথচ দুনিয়া থেকে বঞ্চিতই থেকে গেছে। তাই সতর্ক হোন। হে আমির, ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার পেছনে পড়ে চিরস্থায়ী আখিরাত খুইয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সতর্ক হোন। অন্যথায় অনুশোচনা করা ছাড়া কোনো গতি থাকবে না। জনৈক দার্শনিকের কথাটি মনে রাখবেন। তিনি বলেন :

أَيْنَ الْمُلُوْكُ الَّتِي عَنْ حَظِّهَا غَفَلَتْ

حَتى سَقَاهَا بِكَأْسِ المَوْتِ سَاقِيْهَا

"ওই সব বাদশারা এখন কোথায়, যারা দুনিয়ার পেছনে ছুটে আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন ছিল? অবশেষে মৃত্যুর ফেরেশতা তাদের মৃত্যুর স্বাদ ঠিকই আস্বাদন করিয়েছেন।"

আমরা সফলতা লাভের পর ব্যর্থ হওয়া এবং হিদায়াত পাওয়ার পর পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

হে আমির, জনৈক নেককার ব্যক্তি থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলতেন, "মানুষ অপরাধী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে খিয়ানতকারীদের কাছে বিশ্বস্ত হবে এবং তাদের কর্মের সাহায্যকারী হবে।"

কোনো এক দরবেশকে বলা হলো, "আপনি রাজা-বাদশাহদের দরবারে যান না কেন, যেন তাদের থেকে কিছু কল্যাণ লাভ করতে পারেন?" তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলা যা অপছন্দ করেন, আমি তা থেকে আশ্রয় কামনা করছি। কারণ, মোটাতাজা মুনাফিক হয়ে মরার চেয়ে শীর্ণকায় মুমিন হয়ে মারা যাওয়া আমার কাছে অধিক পছন্দনীয়।"

• ইবনে হুবাইরা[১০৭] হাসান ﵀ ও শাবি ﵀-কে নিজ দরবারে ডেকে পাঠালেন। অতঃপর তাঁদের বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আপনাদের দুজনকে সংশোধন করুন। আমিরুল মুমিনিন ইয়াজিদ বিন আব্দুল মালিক আমার কাছে একটি নির্দেশ পাঠিয়েছেন। আমি জানি, যদি এই নির্দেশ বাস্তবায়ন করা হয়, তবে ধ্বংস সুনিশ্চিত। সুতরাং যদি তার আনুগত্য করি, তবে আল্লাহ তাআলার ক্রোধের আশঙ্কা করছি। আর যদি আনুগত্য না করি, তবে খলিফার শাস্তি থেকে মুক্তি পাব না। এখন আপনারা বলুন, এ মুহূর্তে আমার করণীয় কী?' হাসান ﵀ শাবি ﵀-কে বললেন, 'হে আবু আমর, আপনি বলুন। তখন শাবি ﵀ নম্র ভাষায় তাকে করণীয় বুঝিয়ে দিলেন, ফলে ইবনে হুবাইরার অস্থিরতা কিছুটা কমল।

কিন্তু ইবনে হুবাইরা হাসান ﵀-এর কথা শ্রবণ করা ব্যতীত প্রশান্তি অনুভব করতেন না। তাই বললেন, 'হে আবু সাইদ, আপনার অভিমত পেশ করুন।' হাসান ﵀ বললেন, 'যা বলার, তা তো শাবি ﵀-ই বলে দিয়েছেন।' ইবনে হুবাইরা বললেন, 'আপনার অভিমত পেশ করুন।' তখন তিনি বললেন, 'আমার কথা হলো, আপনার কাছে অচিরেই আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে কঠোর ও নির্দয় মনের এক ফেরেশতা আসবেন, যিনি কোনো বিষয়ে আল্লাহর নির্দেশের অন্যথা করেন না। তিনি আপনাকে আপনার অট্টালিকার প্রশস্ততা থেকে কবরের সংকীর্ণতার দিকে নিয়ে যাবেন। তখন আব্দুল মালিকের সন্তান (ইয়াজিদ) আপনার কোনোই উপকার করতে পারবে না।' তার কথা শুনে ইবনে হুবাইরা খুব ক্রন্দন করলেন। অতঃপর হাসান ﵀-কে বেশি করে হাদিয়া-উপঢৌকন দিলেন এবং শাবি ﵀-কে অল্প কিছু উপহার দিলেন।

অতঃপর শাবি ﵀ মসজিদে গমন করলেন। যখন লোকজন মসজিদে একত্রিত হলো, তিনি বললেন, 'হে লোকসকল, তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ তাআলার ব্যাপারে তার সৃষ্টিকে প্রভাবিত করতে পারে, তারা যেন তা করে। আমাকে ও হাসান ﵀-কে আমির ইবনে হুবাইরা ডেকে

১০৭. আবু মাসনা উমর বিন হুবাইরা বিন মুআবিয়া বিন সুকাইন শামি। ইরাকের গভর্নর ছিলেন। আনুমানিক ১০৭ হিজরিতে ইনতিকাল করেছেন।

পাঠিয়েছিলেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ করে বলছি, আমি যা জানি না, হাসানও তা জানেন না। কিন্তু আমি ইবনে হুবাইরার স্বার্থ দেখেছি এবং তাকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছি। এতেই আমি তাকে যথাযথ পরামর্শ দিতে ভুল করে ফেলেছি; ফলে আল্লাহ তাআলা আমাকে বরখাস্ত ও বিতাড়িত করলেন। পক্ষান্তরে হাসান ﵀ আল্লাহ তাআলার সাথে সততা বজায় রেখেছেন; ফলে আল্লাহ তাআলা তাকে প্রিয়জনদের অন্তর্ভুক্ত করে কাছে টেনে নিলেন। তিনি ইবনে হুবাইরাকে বশীভূত করে তার মাঝে প্রভাব বিস্তার করলেন; ফলে তাঁর কথায় সে কেঁদে উঠল।

- বর্ণিত আছে যে, একদিন হাসান ﵀ ইবনে হুবাইরার নিকট থেকে বের হলেন। বের হতেই তিনি দেখলেন, দরবারের সামনে অনেক কারি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি বললেন, 'কীসে তোমাদের এখানে নিয়ে আসলো? আল্লাহ তাআলা তোমাদের দল আর ভারী না করুন! তোমরা কি এ সকল খোস-পাঁচড়াবিশিষ্ট লোকদের কাছে যেতে চাও? আল্লাহর শপথ, তাদের সাথে তোমাদের সংমিশ্রণ নেককারদের সাথে সংমিশ্রণ নয় এবং তাদের সাথে তোমাদের ওঠাবসা ভালো লোকদের সাথে ওঠাবসা নয়। তোমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। আল্লাহ তাআলা তোমাদের আত্মা ও দেহের মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দিন। মুসলিমদের মাঝে তোমাদের মতো লোকদের সংখ্যা যেন বৃদ্ধি না পায়। তোমরা ভালো জুতা, পোশাক, মাথামুণ্ডন, চোখে সুরমা লাগানো ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত কারিদের আকৃতি তো ভালোই ধারণ করতে পেরেছ, কিন্তু আসলে তোমরা নিকৃষ্ট মানুষ। লোভ তোমাদের সর্বনাশ করেছে। ফলে তোমরা এভাবে প্রকৃত কারিদের অবমাননা করছ। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ঐক্যকে বিনষ্ট করুন।

  আল্লাহর শপথ, যদি তোমরা তাদের নিকট যা আছে তার প্রতি বিমুখতা প্রদর্শন করতে, তবে তারা তোমাদের কাছে যা আছে তার প্রতি আগ্রহী হতো। আসলে আল্লাহ তাআলা যাকে চান, তাকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তোমাদের ব্যাপারে আমার তা-ই মনে হচ্ছে।' অতঃপর তিনি রাগান্বিত হয়ে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন।

• বর্ণিত আছে যে, হাজ্জাজ একটি গৃহ নির্মাণ করে হাসান ﵀-কে তা দেখার জন্য দাওয়াত দিলেন। হাসান ﵀ তাতে প্রবেশ করে বললেন, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য। রাজা-বাদশাহরা নিজেদের সম্মান দেখে আর আমরা তাদের মাঝে প্রতিদিন নতুন নতুন শিক্ষণীয় বিষয় দেখতে পাই। তাদের কেউ কেউ তার ইমারত সুদৃঢ় করে, বিছানা সুন্দর করে এবং পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর ও উন্নত করে। কিন্তু কিছুদিন পর লোভের হিংস্র থাবা, জাহান্নামের বিছানা ও মন্দ লোকদের আক্রমণ তাকে পরিবেষ্টন করে নেয়।'

উপস্থিত একজন বললেন, 'হাজ্জাজ কী নির্মাণ করেছে, তা তো একবার দেখুন!' তিনি বললেন, 'হে প্রবঞ্চিত, আমি দেখেছি। (তাই তো হাজ্জাজকে উদ্দেশ্য করে বলছি,) ওহে বদলোকের সর্দার! এসব কী? এমনিতে আসমানের অধিবাসীরা তোমার ওপর রাগান্বিত এবং জমিনের অধিবাসীরা তোমার ওপর অভিশাপ করছে, তার ওপর তুমি চিরস্থায়ী আবাস আখিরাত ধ্বংস করে অস্থায়ী আবাস নির্মাণের পেছনে পড়ে আছ। তুমি প্রতারণার গৃহে সম্মান খুঁজছ, যা প্রফুল্লতার আবাসে (আখিরাতে) তোমার লাঞ্ছনার কারণ হতে পারে।' অতঃপর তিনি বের হয়ে গেলেন এবং বললেন, 'আল্লাহ তাআলা আলিমদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা মানুষের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করবে, গোপন করবে না।'

হাজ্জাজের নিকট এই খবর পৌঁছলে তিনি ক্রোধে ফেটে পড়লেন। শামবাসীকে একত্র করে বললেন, 'তোমাদের সামনে আমাকে বসরার এক লোক গালি-গালাজ করল, আর তোমরা তাকে বাধা দিলে না?' অতঃপর তিনি হাসান ﵀-কে তার দরবারে তলব করলেন। হাসান ﵀ বিড়বিড় করতে করতে আগমন করলেন। তিনি ঠিক কী বলছিলেন তা শোনা যাচ্ছিল না। তিনি হাজ্জাজের কামরায় প্রবেশ করলেন। হাজ্জাজ বললেন, 'হে আবু সাইদ, আপনি যা বলেছেন, তার জন্য আপনার ওপর শাস্তি বিধান করার অধিকার কি আমার নেই?' তিনি বললেন, 'হে আমির, আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আপনাকে যে আমার ব্যাপারে ভীত করেছে এবং আপনি তার কথার ওপর ভরসা করেছেন, আপনার প্রতি তার

চেয়ে আমার করুণা ও ভালোবাসা বেশি। আপনি আমার কথার যে অর্থ করেছেন, আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না। এখন আপনি চাইলে আমাকে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর চাইলে শাস্তিও দিতে পারেন। দুটোরই অধিকার আপনার আছে। যেটা ভালো মনে করেন, সেটাই করুন। আর আল্লাহ তাআলার ওপরই ভরসা করুন। তিনিই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম অভিভাবক।' তাঁর কথা শুনে হাজ্জাজ লজ্জিত হলেন, ওজর পেশ করলেন এবং তাঁকে হাদিয়া-তোহফা দিয়ে অনেক সম্মান করলেন।

- বর্ণিত আছে যে, বিপদগ্রস্ত এক পুলিশ হাসান ﵀-এর নিকট এসে বলল, 'আমি মদপান ছেড়ে দেওয়ার দৃঢ় সংকল্প করেছি। হাসান ﵀ বললেন, 'না, এখন নয়। প্রথমে ওই সব গুনাহ ছেড়ে দাও, যা তুমি বেশি করো। মদপান থেকে তাওবা পরে করো; যাতে এটাই তোমার একমাত্র মন্দ আমল হিসাবে থাকে। অতঃপর মদপান থেকে তাওবা করবে।'

- বর্ণিত আছে যে, হাসান ﵀ হাজ্জাজের এক সহচরকে আলি ﵁-এর ব্যাপারে খারাপ মন্তব্য করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, 'তার জন্য আবশ্যক হয়ে গিয়েছে।' লোকটি বলল, 'হে আবু সাইদ, আপনি কি জাহান্নাম আবশ্যক হয়ে যাওয়ার কথা বলছেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আর সেটা কতই না মন্দ স্থান!' সে বলল, 'আল্লাহ আপনাকে নিরাপদ রাখুন। তা হবে কেন? তাওবার সুযোগ আছে না?' হাসান ﵀ বললেন, 'তোমার ধ্বংস হোক! যদি তুমি তাওবা করার সুযোগ না পাও, তবে কি আল্লাহ তাআলার আজাব সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে? নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাওবাকারী এবং পবিত্র লোকদের ভালোবাসেন।'

- বর্ণিত আছে যে, ইবনে আরতাত[১০৮] বসরার গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর হাসান ﵀-কে বিচারপতি করার দৃঢ় সংকল্প করলেন। তা শুনে হাসান ﵀ গা ঢাকা দিলেন। অতঃপর আমিরের কাছে এ চিঠি লিখলেন :

১০৮. হাজ্জাজ বিন আরতাত বিন সাওর। ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর সমসাময়িক কুফার মুফতি ছিলেন। আনাস বিন মালিক ﵁-এর জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। বসরার গভর্নর ছিলেন। তার থেকে হাদিস গ্রহণের অনুমতি ছিল, কিন্তু তিনি হাদিসে ইরসাল ও তাদলিস করতেন। ১৪৫ হিজরিতে রায় শহরে ইনতিকাল করেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা : ৭/৭৫-৭৮)

"পরসমাচার এই যে, হে আমির, দায়িত্বের ব্যাপারে অনাগ্রহী ব্যক্তি দায়িত্ব আদায়ের যোগ্যতা রাখে না। কাউকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজের দায়িত্ব দিলে, বাস্তবতা হলো, সে ওই কাজের মাধ্যমে সহযোগিতা করবে না। আপনি আমাকে যে পদের জন্য তলব করেছেন, সে পদের জন্য আপনার পছন্দের যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত লোক আছে। তারা আপনার ইচ্ছাও পূরণ করতে পারবে। আপনার আস্থার জন্য তারাই অধিক উপযুক্ত এবং আপনার কর্ম সম্পাদনে তারাই বেশি যত্নশীল হবে। এমন ব্যক্তির কাছে সাহায্য কামনা করে কোনো লাভ নেই, যে নিজের জন্য সে কাজটিকে আবশ্যক মনে করে না এবং নিজের জন্য ফরজও মনে করে না। হে আমির, আপনি আমাকে ক্ষমা করুন, আল্লাহ তাআলাও আপনাকে ক্ষমা করবেন। আমার সামনে এই পদটি পেশ না করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন। আল্লাহ তাআলা উত্তম কর্ম সম্পাদনকারীদের প্রতিদান নষ্ট করবেন না।"

ফলে আমির তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন এবং তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে বললেন, 'আল্লাহর শপথ! তিনি যা অপছন্দ করেন সে বিষয়ে আমি তাঁকে পরীক্ষায় ফেলব না।'

- বর্ণিত আছে যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ তাঁর নিকট চিঠি লিখলেন, 'হে আবু সাইদ, আপনি আমাকে সংক্ষেপে কিছু উপদেশ লিখে পাঠান।' তখন তিনি লিখলেন :

'বাদ সালাম, হে আমিরুল মুমিনিন, আমরা আগে ছিলাম না, এখন আছি—এভাবে একসময় আমরা আর থাকব না। আর জেনে রাখুন, হে আমিরুল মুমিনিন, ধৈর্যের প্রাথমিক স্বাদ খুবই তিক্ত, কিন্তু তার শেষ পরিণাম খুবই উৎকৃষ্ট। জেনে রাখুন, হে আমিরুল মুমিনিন, ওই ব্যক্তিই সফলকাম, যে চিরস্থায়ী বাসস্থানের শান্তি কামনা করে। সে আল্লাহর রহমত অর্জনে সফল হয়েছে; ফলে জান্নাতে প্রবেশ করবে।'

- বর্ণিত আছে যে, উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ হাসান ﵀-কে দুনিয়ার ভর্ৎসনা করে কিছু লিখতে বললেন। তখন তিনি লিখে পাঠালেন :

'বাদ সালাম, হে আমিরুল মুমিনিন, দুনিয়া অস্থায়ী আবাসস্থল। এখান থেকে আমাদের চলে যেতে হবে। আদম ﷺ-কে এখানে শাস্তিস্বরূপ পাঠানো হয়েছিল। সুতরাং দুনিয়ার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। কারণ, দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তি আসলে দুনিয়া থেকে বঞ্চিত হয় এবং এখানের ধনী আসলে ফকির। দুনিয়াবাসীর মধ্যে সৌভাগ্যবান সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে দুনিয়ার হাতে তুলে দেয়নি। কোনো বিচক্ষণ লোক যদি দুনিয়াকে বিচার করে দেখে, তখন দেখতে পাবে যে—দুনিয়াকে যে সম্মান করে, তাকে দুনিয়া অসম্মান করে এবং যে দুনিয়াকে একত্র করে, তাকে সে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। দুনিয়া হচ্ছে বিষের মতো; যে তাকে চেনে না, সেই তা খায় এবং যে তার ব্যাপারে জানে না সেই তার প্রতি আসক্ত হয়। আর আল্লাহর শপথ! এই দুনিয়া-আসক্তিই তার ধ্বংসের কারণ হয়। সুতরাং হে আমিরুল মুমিনিন, এখানে আপনি ক্ষতের চিকিৎসা গ্রহণকারীর মতো হোন, যে দীর্ঘ সময়ের সুস্থতার জন্য সামান্য সময়ের কষ্ট সহ্য করে নেয়। অস্ত্রোপচারের ব্যথার ওপর ধৈর্য ধরা পরবর্তী স্থায়ী ব্যথা ও যন্ত্রণা সহ্য করার চেয়ে সহজ। জ্ঞানী সে, যে দুনিয়াতে থাকতেই সতর্কতা গ্রহণ করেছে এবং প্রতারিত হয়নি। কারণ, দুনিয়া হলো গাদ্দার, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক। সে তার কমনীয় রূপ মানুষের সামনে তুলে ধরে। সে নববধূর মতো। মানুষের চোখ তার ওপর লেগে থাকে। মানুষের অন্তরসমূহ তার প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে। কিন্তু আল্লাহর শপথ! সে আসলে তার প্রেমিকদের গোপন হন্তারক। সুতরাং হে আমির, আপনি তার দংশন থেকে বেঁচে থাকুন এবং তার অহমিকা থেকে নিজেকে রক্ষা করুন। দুনিয়াতে সুখ-শান্তিতে থাকা মানে বিপদের নিকটবর্তী হওয়া এবং তাতে দীর্ঘ সময় বেঁচে থাকা ধ্বংস ও বরবাদির বাহন।

জেনে রাখুন, হে আমিরুল মুমিনিন, দুনিয়ার আশা-আকাঙ্ক্ষা সব মিথ্যে। তার স্বচ্ছতা আসলে কদর্যতা। তার বিলাসিতা আসলে দুর্দশা। তাকে যে পরিত্যাগ করে, সে সাহায্যপ্রাপ্ত হয়। আর যে তাকে আঁকড়ে ধরে, সে ধ্বংসের অতল গহ্বরে ডুবে যায়। আর সে-ই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, যে ভয় করে চলে আল্লাহ তাআলা যার ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন এবং সতর্ক থাকে যার ব্যাপারে তিনি সতর্ক করেছেন এবং ক্ষণস্থায়ী আবাস থেকে

চিরস্থায়ী আবাসের জন্য পাথেয় পাঠিয়ে দেয়। ফলে মৃত্যুর সময়ও তার একিন ও বিশ্বাস অটুট থাকে।

হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর শপথ করে বলছি, দুনিয়ার জীবনটা স্বপ্নের মতো এবং এটা শাস্তির জায়গা। দুনিয়ার জন্য কেবল সে-ই সঞ্চয় করে, যার মাথায় ঘিলু নেই। দুনিয়ার মাধ্যমে কেবল সে-ই প্রতারিত হয়, যার মাঝে জ্ঞান নেই। দুনিয়াতে যে বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান, সে এখানে ক্ষতের চিকিৎসা গ্রহণকারীর ন্যায় থাকে, যে ওষুধের সাময়িক তিক্ততা সহ্য করে দীর্ঘ সুস্থতার আশা করে এবং দুনিয়ার শেষ পরিণামকে ভয় করে।

আল্লাহর শপথ! দুনিয়া হলো স্বপ্নের জগৎ আর আখিরাত হলো বাস্তবতার জগৎ। এতদুভয়ের মাঝে রয়েছে মৃত্যু। কিন্তু বান্দারা অনর্থক স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত। হে আমিরুল মুমিনিন, আমি আপনাকে একজন দার্শনিকের ভাষায় বলছি :

وَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِيْ عَظِيْمَةٍ * وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا

'যদি তুমি দুনিয়া থেকে মুক্তি পাও, তবে অনেক বড় বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে। অন্যথায় আমি তোমাকে মুক্তিপ্রাপ্ত মনে করি না।'

যখন তাঁর এই চিঠিটি উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀-এর নিকট পৌছল, তিনি ক্রন্দন করতে লাগলেন এবং এমনভাবে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিলেন যে, তার প্রতি আশপাশের লোকজনের মনে সহানুভূতি জাগল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা হাসান ﵀-এর প্রতি দয়া করুন। কারণ, তিনি সব সময় আমাদের অলসতার ঘুম থেকে জাগিয়ে যাচ্ছেন এবং গাফিলতির ব্যাপারে সতর্ক করছেন। আল্লাহর শপথ! তাঁর উপদেশ দয়াশীল ব্যক্তির পক্ষ থেকে কত চমৎকার উপদেশ, কত সুন্দর ও স্পষ্ট নসিহত!'

অতঃপর উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ ফিরতি পত্র লিখলেন :

'আপনার উপকারী উপদেশগুলো আমার কাছে পৌছেছে। আপনি দুনিয়া-রোগের খুব সুন্দর ব্যবস্থাপত্র প্রণয়ন করেছেন এবং তার যথাযথ বর্ণনা দিয়েছেন। দুনিয়াতে সে ব্যক্তিই প্রকৃত বুদ্ধিমান, যে এখানে ভয় ও

আশঙ্কা নিয়ে জীবনযাপন করে। আসলে যাদের মৃত্যু সুনিশ্চিত, তাদের এমনভাবে থাকা চাই; যেন তাদের মৃত্যু সংঘটিত হয়ে গেছে। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

যখন তাঁর এই ফিরতি চিঠি হাসান ﷺ-এর নিকট পৌঁছল, তিনি মন্তব্য করলেন, 'আল্লাহর শপথ! আমিরুল মুমিনিন সত্যবাদী ও উপদেশ গ্রহণকারী। আল্লাহ তাআলা তাঁকে শাসনভার দিয়ে উম্মাহর ওপর অনেক বড় অনুগ্রহ ও রহম করেছেন। তাঁকে উম্মাহর রহমত ও বরকতের কারণ বানিয়েছেন।'

- তিনি উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর উদ্দেশে চিঠি লিখলেন : 'ভয়াবহ পরিস্থিতি ও কাঙ্ক্ষিত বিষয় আপনার সামনে। অবশ্যই আপনি তাঁর মুখোমুখি হবেন—হয়তো মুক্তি পাওয়ার মাধ্যমে, নয়তো পাকড়াও হওয়ার মাধ্যমে।'

- তিনি উমর বিন আব্দুল আজিজ ﷺ-এর প্রতি চিঠি লিখলেন : 'হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি এমন ব্যক্তি হওয়া থেকে সতর্ক থাকুন, যাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন এবং তাকে সম্পদ ও প্রজাদের তত্ত্বাবধায়ক বানিয়েছেন, কিন্তু সে সম্পদ অপচয় করে প্রজাদের পরিত্যাগ করেছে এবং তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে।'

হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবিদের আদেশ করেছিলেন, যেন তারা বান্দাদেরকে অশ্লীলতা থেকে বিরত রাখেন এবং খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু যাদের নেতারা নবিগণের কথা মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাদের মাঝে অশ্লীলতা ও মন্দকাজ আরও বেশি ছড়িয়ে পড়েছে।'

হে আমিরুল মুমিনিন, আপনার রবের দরবারে আপনার ভক্ত-অনুরক্ত তেমন কেউ-ই থাকবে না এবং রোজ হাশরে আল্লাহর নিকট আপনার সহযোগীও তেমন থাকবে না। ওই সময়ের কথা স্মরণ করে সেই কঠিন কিয়ামত দিবসের জন্য যথাযথ প্রস্তুতি ও পাথেয় সংগ্রহ করুন।'

হে আমিরুল মুমিনিন, জেনে রাখুন, আপনি যে বাড়িতে বর্তমানে থাকছেন, এটার পরে আরও একটি বাড়ি আছে আপনার জন্য। সেখানে আপনাকে অনেক দীর্ঘ সময় ধরে থাকতে হবে। আপনার বন্ধুরা আপনাকে সে ঘরে একা ফেলে রেখে চলে আসবে। সুতরাং হে আমিরুল মুমিনিন, সেই দিনের জন্য আসবাব সংগ্রহ করুন, যেদিন মানুষ তার ভাই থেকে, তার মা ও পিতা থেকে, স্ত্রী ও সন্তান থেকে পলায়ন করবে। স্মরণ করুন, যখন কবর থেকে পুনরুত্থান করা হবে, হৃদয়ে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে, যেদিন গোপন বিষয়গুলো প্রকাশ হয়ে যাবে এবং এমন কিতাব উন্মোচন করা হবে, যাতে ছোট-বড় সব বিষয়ের হিসাব সংরক্ষিত আছে। সুতরাং মৃত্যু আসার আগে এবং আমল বন্ধ হয়ে যাওয়ার আগেই সুযোগকে কাজে লাগান। হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহর বান্দাদের মাঝে অজ্ঞদের ন্যায় বিচার করা কিংবা জালিমদের মতো তাদের সাথে আচরণের ব্যাপারে সতর্ক হোন। অহংকারীদেরকে দুর্বলদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। কারণ, তারা মুমিনদের ক্ষেত্রে আত্মীয়তা ও প্রতিশ্রুতির মর্যাদা দেয় না।

বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো জালিমকে দায়িত্বশীল বানাল কিংবা সাহায্য করল সে ইসলামকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল।" সুতরাং নিজের বোঝা এবং তার সাথে নিজের অধীনস্থদের বোঝা বহনের ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। সে সম্প্রদায় যেন আপনাকে প্রতারিত না করে, যারা আপনার অভাবের সময় ভোগবিলাস করে এবং আপনার অনুত্তম খাবার গ্রহণের সময় উত্তম খাবার গ্রহণ করে। হে আমিরুল মুমিনিন, আপনি আজকের সম্মানের দিকে তাকাবেন না; বরং ভবিষ্যৎ সম্মানের দিকে দৃষ্টি ফেলুন। আপনি মৃত্যুর রশিতে আবদ্ধ এবং আপনাকে আপনার রব, ফেরেশতা ও রাসুলগণের সামনে দণ্ডায়মান হতে হবে। আর সেদিন প্রতিটি চেহারা চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী রবের সামনে অবনত থাকবে।

হে আমিরুল মুমিনিন, যদিও আমার উপদেশ জ্ঞানীদের উপদেশের স্তরের নয়, কিন্তু আমি আপনার অনুগ্রহের আশা করিনি। আপনার থেকে কোনো নসিহত গোপন করিনি এবং উপদেশ প্রদানে কোনো কমতি করিনি। সুতরাং আপনি আমার চিঠিকে মর্যাদা দিন এবং উপকৃত

হওয়ার আশাবাদী ব্যক্তির ন্যায় শ্রবণ করুন। সুস্থতার প্রত্যাশায় ওষুধের তিক্ততা যেন আপনার জন্য সহজ হয়। ওয়াস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।'

- উমর বিন আব্দুল আজিজ ﵀ তাঁর উদ্দেশে লিখলেন : 'হে আবু সাইদ, আমাকে একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকের গুণাবলি লিখে পাঠান। সে কোথায় এবং উম্মাহর সাথে তার সম্পর্ক কেমন হবে, সে ব্যাপারে অবহিত করুন।'

তখন হাসান ﵀ লিখে পাঠালেন : 'বাদ সালাম, হে আমিরুল মুমিনিন, আল্লাহ তাআলা তাঁর নিয়ামতের বাগিচায় আপনাকে বেড়ানোর তাওফিক দিন এবং তাঁর শৈল্পিক বাগিচায় আপনাকে পবিত্র রাখুন।

আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ শাসককে প্রতিটি আকর্ষণীয় কাজের সম্পাদক, প্রত্যেক জালিমের প্রতিরোধকারী, নষ্টের সংশোধক, দুর্বলের শক্তি, অত্যাচারিতের প্রতি ইনসাফকারী এবং প্রত্যেক ব্যথিত হৃদয়ের আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন।

ন্যায়পরায়ণ শাসক হলো দয়াশীল রাখাল ও সহনশীল বন্ধুর ন্যায়, যে তার বকরির পালকে সর্বোত্তম চারণভূমিতে বিচরণ করায় এবং তাকে ধ্বংসাত্মক সকল কিছু থেকে রক্ষা করে, হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে এবং তাদের ঠান্ডা ও গরমের কষ্ট প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

ন্যায়পরায়ণ শাসক হলো স্নেহশীল পিতার ন্যায়—সন্তানের শৈশবে তার জন্য কষ্ট সহ্য করেন, বড় হলে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেন, নিজে জীবিত থাকতে তাদের জন্য উপার্জন করেন এবং তার মৃত্যুর পরের সময়ের জন্য তাদের জন্য সঞ্চয় করে যান।

ন্যায়পরায়ণ শাসক হৃদয়বান মায়ের মতো, যে সন্তানদের জন্য সদাচারিণী বন্ধু। তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করে, জন্মদানের কষ্ট সহ্য করে। সন্তান নিদ্রাহীন থাকলে সেও নিদ্রাহীন থাকে। সন্তান শান্তি পেলে সেও শান্তি অনুভব করে। সময়মতো দুধ পান করায় ও সময়মতো দুধ ছাড়ায়। সন্তানের সুস্থতায় আনন্দ পায় এবং তার অসুস্থতায় পেরেশান হয়।

ন্যায়পরায়ণ শাসক এতিমদের অভিভাবক ও নিঃস্বদের রক্ষীর মতো, যে তাদের ছোটদের লালনপালন করে এবং বড়দের জন্য সম্পদ সরবরাহ করে।

ন্যায়পরায়ণ শাসক হৃদয়ের মতো—শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মাঝে যার বৈশিষ্ট্য অনন্য। অর্থাৎ তা ঠিক থাকলে বাকি সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক থাকে; আর তা নষ্ট হয়ে গেলে বাকি সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নষ্ট হয়ে যায়।

ন্যায়পরায়ণ শাসক আল্লাহ তাআলা ও তাঁর বান্দাদের মাঝে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করে। সে আল্লাহর কালাম শ্রবণ করে মানুষকে শোনায় এবং আল্লাহ তাআলার নিদর্শনাবলি দেখে তাদের দেখায়। সে নিজে আল্লাহর বিধিনিষেধ মেনে চলে এবং অন্যদের তা মানার পথে নিয়ে আসে।

আমিরুল মুমিনিন, আমি আশা করি, আপনি উল্লিখিত গুণাবলিতে গুণান্বিত ব্যক্তি হবেন, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমার ওপর আপনাকে উপদেশ প্রদান করা আবশ্যক করেছেন বলেই কিছু উপদেশবাণী আপনার উদ্দেশে পেশ করলাম। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা আপনাকে যে হিদায়াত, তাওফিক ও যথার্থতা দান করেছেন, তা আপনাকে উপদেশ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে নিঃশেষ করে দিয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা আলিমদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন যে, তারা মানুষের সামনে সত্যকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করবে; গোপন করবে না।'

শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ

• হাসান ﵀-এর খাদিম হুমাইদ ﵀ বলেন, 'আমি একদিন হাসান ﵀-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় এক লোক এসে তাঁর সাথে নির্জনে বসল এবং আশআসের সাথে মিলিত হয়ে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ব্যাপারে পরামর্শ চাইল। তিনি বললেন, "হে ভাতিজা, আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো! আর এমনটি করো না! কারণ, তোমার জন্য এটি হারাম ও অবৈধ।"[১০৯] আমি বললাম, "আল্লাহ আপনাকে সংশোধন করুন! আমি তো আপনাকে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে আলোচনা করতে শুনেছি এবং তার কর্মকাণ্ডে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে দেখেছি।" তিনি বললেন, "হে আবুল হাসান, আল্লাহর শপথ, আমি আজও তাকে সবচেয়ে বেশি দোষারোপ করি, তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করি। কিন্তু জেনে রাখো, রাজা-বাদশাহদের জুলুম আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি গজব। আর আল্লাহ তাআলার গজব তরবারি দিয়ে দূর করা যায় না; বরং তা থেকে বেঁচে থাকতে হয় এবং দুআ, তাওবা করে গুনাহ ছেড়ে আল্লাহ তাআলার দিকে ফিরে আসার মাধ্যমে দূর করতে হয়। আল্লাহ তাআলার ক্রোধ যখন তরবারির মুখোমুখি হয়, তখন তা তীব্র হয়ে ওঠে। মালিক বিন দিনার ﵀ আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, হাজ্জাজ বলতেন, "জেনে রাখো, যখনই তোমরা কোনো নতুন পাপে নিমজ্জিত হও, আল্লাহ তাআলা শাসকদের মাধ্যমে তোমাদের জন্য নতুন কোনো শাস্তির ব্যবস্থা করেন।"

.....

১০৯. এটা একদল সালাফের অভিমত। তবে ইমাম আবু হানিফা ﵀-সহ অনেক সালাফে সালিহিনের মতে জালিম শাসকের বিরুদ্ধে কিতাল করা ও তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব। ইয়াজিদের বিরুদ্ধে হুসাইন বিন আলি ﵀-এর জিহাদ, আব্দুল মালিক বিন মারওয়ানের বিরুদ্ধে আব্দুল্লাহ বিন জুবাইর ﵀-এর জিহাদ, উমাইয়া শাসক হিশাম বিন আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে জাইদ বিন আলি ﵀-এর জিহাদ, ইমাম আবু হানিফা ﵀-এর উমাইয়া ও আব্বাসি শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ওয়াজিব হওয়ার ফতওয়া প্রদান ইত্যাদি তাদের মতের দলিল। তবে জমহুরের মতানুসারে স্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব নয়। যদি সুস্পষ্ট কুফরি প্রকাশ পায়, তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তাদের বিরুদ্ধে কিতাল করা ওয়াজিব হয়ে যায়।

আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক লোক হাজ্জাজকে বলল, "আপনি রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর উম্মতের সাথে এমন এমন কাজ করেছেন! তিনি বললেন, "তা ঠিক আছে, তবে আমি ইরাকবাসীর জন্য আল্লাহ তাআলার একটি ক্রোধ; কারণ, তারা তাদের দ্বীনে বিদআত প্রবেশ করিয়েছে এবং তাদের নবি ﷺ যে শরিয়তের ওপর তাদের রেখে গিয়েছেন, তারা তা পরিত্যাগ করেছে।"'

- বর্ণিত আছে যে, হাসান ﷺ এক লোককে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে বদদুআ করতে শুনলেন। তখন তিনি বললেন, 'এ রকম করো না, আল্লাহ তোমার প্রতি দয়া করুন। তোমরা নিজেদের পক্ষ থেকেই তাকে ডেকে এনেছ। আমি আশঙ্কা করছি, যদি সে অপসারিত হয় অথবা মরে যায়, তবে বানর ও শুকরেরা তোমাদের অভিভাবক নিযুক্ত হবে। বর্ণিত আছে, নবি ﷺ বলেছেন, "তোমাদের শাসকগণ তোমাদের কর্মের ফল। তোমরা যেমন হবে, তোমাদের জন্য তেমনই শাসক নিযুক্ত করা হবে।"[১১০]

আমি জানতে পেরেছি যে, এক লোক জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তির নিকট শাসকশ্রেণির জুলুমের কথা উল্লেখ করে চিঠি লিখল। তখন তিনি চিঠির উত্তরে লিখলেন, 'হে ভাই, আমার কাছে তোমার চিঠি পৌঁছেছে, যাতে তুমি শাসকদের জুলুমের কথা তুলে ধরেছ। কিন্তু কথা হলো, যে মানুষ পাপ করেছে, তার জন্য পাপের শাস্তিকে অস্বীকার করা উচিত নয়। আমার ধারণা, তোমাদের ওপর এই জুলুম তোমাদের গুনাহেরই অশুভ ফল। ওয়াস-সালাম।'

আমার কাছে এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, আবু বকর ﷺ রাসুল ﷺ-এর মিম্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের একপর্যায়ে তিনি বললেন, 'হে লোকসকল, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, আমি আল্লাহ, আমি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই, আমি রাজাধিরাজ এবং রাজাদের হৃদয়গুলো আমার হাতের মুঠোয়। তোমাদের মাঝে যে আমার আনুগত্য করবে, আমি রাজাদেরকে তার জন্য রহমত

১১০. শব্দের কিছুটা তারতম্যে দেখুন, মিশকাতুল মাসাবিহ : ৩৭১৭, -এটা বেশ দুর্বল হাদিস।

বানিয়ে দেবো এবং যে অবাধ্যতা করবে, তার জন্য শাস্তি বানিয়ে দেবো। সুতরাং তোমরা শাসকদের গালি-গালাজ না করে আমার কাছে তাওবা করো। আমি তাদের অন্তর তোমাদের জন্য বিগলিত করে দেবো।"'

- আশআস ﵀ বলেন, 'আমি হাসান ﵀-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় একজন বিবর্ণ চেহারার লোক প্রবেশ করল। মনে হচ্ছিল লোকটি বাহরাইনের অধিবাসী। সে বলল, "হে আবু সাইদ, আমি আপনাকে শাসকদের ব্যাপারে প্রশ্ন করতে চাই।" হাসান ﵀ বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা প্রশ্ন করো।" সে বলল, "আপনি আমাদের বর্তমান শাসকদের ব্যাপারে কী বলেন?" তিনি কিছুক্ষণ চুপ হয়ে রইলেন, অতঃপর বললেন, "আমি তাদের ব্যাপারে কী বলব, অথচ তারা গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি বিষয়ে আমাদের জিম্মাদার—জুমআ, জামাআত, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ, যুদ্ধ ও শাস্তিবিধান। আল্লাহর শপথ! তাদের ছাড়া দ্বীন সঠিকভাবে পালিত হবে না, যদিও তারা জুলুম করে এবং অন্যায় করে। আল্লাহর শপথ! তাদের কারণে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়, আল্লাহ তাআলা তার চেয়েও বেশি তাদের মাধ্যমে উপকার করেন। আল্লাহ কসম! তাদের আনুগত্য শান্তি প্রতিষ্ঠা করে এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অকৃতজ্ঞতা।"

  লোকটি বলল, "হে আবু সাইদ, আল্লাহর শপথ! আমি অনেক ধনবান ব্যক্তি, কিন্তু আমার এত এত ধনসম্পদ আমাকে এতটা উপকার করেনি, যতটা উপকার আজকের মূল্যবান কথা করেছে। এমন মূল্যবান কথা আমি ইতিপূর্বে কখনো শুনিনি। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দ্বীন ও দ্বীনদারদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দিন।"'

- হাসান ﵀-কে হাজ্জাজের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বললেন, 'তিনি আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করেন, নেককারদের ভাষায় উপদেশ দান করেন, মানুষকে আহার করান, সত্যকে প্রাধান্য দেন এবং জালিমদের কঠোরভাবে দমন করেন।' লোকজন বলল, 'তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা কেমন হবে আপনার মতে?' তিনি বললেন, 'আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর নিকট তাওবা করো, তার জুলুমের ব্যাপারে তিনিই যথেষ্ট হবেন।

আর জেনে রাখো, আল্লাহ তাআলার কাছে কিন্তু হাজ্জাজের মতো আরও অনেক রয়েছে।'

- তিনি বলতেন, 'যদিও শাসকদের নিয়ে তাদের বাহনগুলো নৃত্য করে এবং মানুষ তাদের পায়ের নিচে পিষ্ট হয়, কারণ নাফরমানির লাঞ্ছনা তাদের হৃদয়ে রয়েছে; তবুও আমাদের জন্য তাদের আনুগত্য করা আবশ্যক এবং শরিয়ত আমাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বারণ করে। আমাদেরকে তাওবা ও দুআর মাধ্যমে তাদের অনিষ্টতা দূর করতে আদেশ প্রদান করে। সুতরাং যে নিজের কল্যাণ চায়, তার জন্য তাদের আনুগত্য আবশ্যক এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণ করা ঠিক নয়।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

উপদেশ ও অমর বাণীসমূহ

- তিনি বলতেন, 'উপদেশদাতা হলো সে, যে আমলের মাধ্যমে উপদেশ দেয়, কথার মাধ্যমে নয়।'

- হাসান ﵀-এর অবস্থা এমনই ছিল। যখন তিনি কোনো কাজের আদেশ করতেন, প্রথমে নিজেই তার ওপর আমল করতেন। আর যখন কোনো বিষয় থেকে বারণ করতেন, প্রথমে নিজেই তা থেকে বিরত থাকতেন।

- তিনি বলতেন, 'আমি এমন এক নেককার লোকের ব্যাপারে জানি, যিনি নিজের ওপর আবশ্যক করে নিয়েছিলেন যে, আল্লাহ তাআলা তাকে কখনো হাস্যকর অবস্থায় দেখবেন না; যতদিন না তিনি জানতে পারবেন, তার শেষ ঠিকানা কী হবে—জান্নাত নাকি জাহান্নাম?' হাসান ﵀ বলেন, 'আল্লাহ তাআলা তার প্রতি রহম করুন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা পুরোপুরি পালনও করেছিলেন। ফলে আল্লাহর সাথে মিলিত হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে কেউ হাসতে দেখেনি।'

- বর্ণিত আছে, একদা হাসান ﵀ এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি হাসছিল। তিনি তাকে বললেন, 'ভাতিজা, তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করে ফেলেছ?' সে বলল, 'না।' তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো, তুমি জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে যাবে?' লোকটি বলল, 'না, জানি না।' তিনি বললেন, 'তবে হাসছ কেন? তোমার সামনে তো বিভীষিকাময় অবস্থা পড়ে আছে! আল্লাহ তোমাকে মুক্তি দান করুন।' বর্ণিত আছে, এরপর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত লোকটিকে আর হাসতে দেখা যায়নি।

- হাসান ﵀ একদল মানুষকে হাসি-ঠাট্টা করতে দেখলেন। তারা ইদুল ফিতরের দিন ফজরের নামাজ থেকে ফেরার সময় পরস্পর ঠেলাঠেলি করছিল এবং টিপ্পনী কাটছিল। তিনি বললেন, 'হে লোকেরা, রমজান মাস ছিল ইবাদতের মাস। সে মাসে আল্লাহর বান্দারা তাঁর রহমত অর্জনের জন্য ইবাদতের ময়দানে পরস্পর প্রতিযোগিতা করেছে এবং জান্নাত পাওয়ার জন্য কষ্ট করে আমল করেছে। কতক বান্দা তার সদ্ব্যবহার করে সফল হয়েছে এবং কতক বান্দা গাফিলতি করে ব্যর্থ হয়েছে। সুতরাং আশ্চর্য এমন ব্যক্তিদের জন্য, যারা এমন দিবসে হাসছে, যেদিন সৎকর্মশীলরা সফল হয়েছে এবং গাফিলরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

  আল্লাহর শপথ! আজ যদি আবরণ তুলে নেওয়া হতো, তবে সৎকর্মশীল ব্যক্তি তার সৎকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ত এবং মন্দ ব্যক্তি নিজের বদ আমল দেখে নতুন কাপড় পরা ও চুল পরিপাটি করা থেকে নিরুৎসাহী হয়ে যেত।

  যদি তোমরা নিশ্চিত হও যে, তোমাদের আমল কবুল হয়েছে, তখন বলব, "তোমাদের এ কর্মটি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পর্যায়ে পড়ে না।" আর যদি আমল কবুলের ব্যাপারে নিশ্চিত না হও, তবে বলব, "তোমাদের এ কর্মটি ভীতসন্ত্রস্ত বান্দাদের কর্ম নয়।"'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, কম হাসো। কারণ, বেশি হাসলে হৃদয় মরে যায়, চেহারার ঔজ্জ্বল্য বিনষ্ট হয়, মনুষ্যত্ব বিলীন হয় এবং মানুষের অবজ্ঞার পাত্রে পরিণত হয়।'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা ইসা ﵇-এর প্রতি ওহি প্রেরণ করলেন, "হে ইসা, যখন তুমি গাফিলদের হাসতে দেখো, তখন তুমি নিজের চোখে অশ্রুর সুরমা লাগাও।"'

- হাসান ﵀ এক অসুস্থ লোককে দেখতে গেলেন। তিনি গিয়ে তাকে মৃত্যুশয্যায় শায়িত পেলেন। মৃত্যুপথযাত্রী লোকটির অস্থির নড়াচড়া ও তার ওপর কী কঠিন পরিস্থিতি বিরাজ করছিল, তা প্রত্যক্ষ করলেন। বাড়িতে আসার পর যখন তার সামনে খাবার আনা হলো, তখন তিনি

বললেন, 'তোমরা খেয়ে নাও। কারণ, আজ আমি মৃত্যুর দৃশ্য দেখে এসেছি, যা আমাকেও একদিন অবশ্যই বরণ করতে হবে। আমি আজ থেকে মৃত্যু আসা পর্যন্ত মৃত্যুর জন্য অবিরাম আমল করতে থাকব।' এই বলে তিনি কয়েকদিন যাবৎ নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে শুধু আমলই করে গেলেন। কিছুদিন পর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়লে খাবার গ্রহণ করলেন।

- তিনি বলতেন, 'মৃত্যুই আমলের একমাত্র শেষ সীমা। সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত লাগাতার আমল করে যাও। কুরআন মাজিদে আল্লাহ তাআলা তারই নির্দেশ দিয়েছেন :

﴿ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴾

"আর নিশ্চিত বিষয় (অর্থাৎ মৃত্যু) আসা পর্যন্ত আপনি আপনার পালনকর্তার ইবাদত করুন।"'[১১১]

- তিনি বলতেন, 'আমি সত্তরজন বদরি সাহাবিকে[১১২] দেখেছি। যদি তোমরা তাঁদের দেখতে, তবে তাঁদের পাগল বলতে। আর যদি তাঁরা তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের দেখতেন তবে বলতেন, "এদের মাঝে চারিত্রিক কোনো গুণ নেই।" আর তোমাদের মন্দ লোকদের দেখলে বলতেন, "এরা হিসাব দিবসের প্রতি ইমান রাখে না।"'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে দেখার পর ফিকির করেছে, ফিকিরের পর বিবেচনা করেছে, বিবেচনার পর যথাযথ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। অতঃপর ধৈর্যধারণ করেছে।'

অনেক মানুষ যথাযথ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর ধৈর্যধারণ করতে পারে না। ফলে তাদের অন্তরে অস্থিরতা চলে আসে এবং কাঙ্ক্ষিত ফল লাভে ব্যর্থ হয়। এভাবে তারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।'

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, আমি তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি; যদিও আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ও পরিশুদ্ধ ব্যক্তি নই।

---

১১১. সুরা আল-হিজর : ৯৯

১১২. বদরি সাহাবি বলা হয়, এমন সৌভাগ্যবান সাহাবিকে, যিনি ইসলামের প্রথম রণসংঘাত ঐতিহাসিক বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আমি নিজের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘনকারী। নিজের নফসের ওপর আমি ক্ষমতাবান নই এবং রবের আনুগত্যে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারিনি। কিন্তু মুমিন যদি প্রথমে নিজেকে সংশোধন করে তারপর অন্য ভাইকে উপদেশ দিত, তবে উপদেশদাতার সংখ্যা শূন্যের কোটায় চলে আসত। আল্লাহর পথে আহ্বান করার জন্য, ইবাদতের প্রতি উৎসাহিত করার জন্য এবং পাপাচার থেকে নিষেধ করার জন্য কেউ-ই বাকি থাকবে না। তবে বিবেকবান লোকদের সম্মিলন এবং মুমিনদের পারস্পরিক আলোচনা মুত্তাকিদের হৃদয়ে জীবন সঞ্চার করে। গাফিলতি থেকে সতর্ক করে এবং বিস্মৃত হওয়া থেকে মুক্ত রাখে। সুতরাং উপদেশের মজলিসগুলো আঁকড়ে ধরো। কারণ, অনেক সময় একটি ছোট বাক্য বিশাল উপকার বয়ে আনে। যেমন পবিত্র কুরআনের এই আয়াত :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ ﴾

"হে ইমানদারগণ, আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাকো। আর অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ কোরো না।"[১১৩]

হে লোকসকল, তোমাদের সময় কম আর আমলও সীমিত; অথচ মৃত্যু তোমাদের মাথার ওপর আর জাহান্নাম তোমাদের সামনে।'

হে লোকসকল, তোমাদের প্রত্যেকের রুহ আছে একটি করে। সেটা যদি মুক্তি পায়, তবে অন্য কেউ ধ্বংস হলেও তার কিছু যায় আসে না। আর যদি সেটা ধ্বংস হয়, তবে অন্যের মুক্তি তার কোনো উপকারে আসবে না। সুতরাং "সামনে ভালো হয়ে যাব..." এ ধরনের কথা বলা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ ধরনের কথার কারণেই ধ্বংস হয়েছে। তা ছাড়া তোমরা জানো না, কখন তোমাদের চলে যেতে হবে এবং কোথায় যেতে হবে? আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার প্রতি দয়া করুন, যে প্রতিশ্রুত দিবসের জন্য আমল করে এবং সময় থাকতে পাথেয় সংগ্রহ করে রাখে।'

১১৩. সুরা আলি ইমরান : ১০২

• তিনি বলেন, 'হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য খাতা খুলে রেখেছেন। তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য দুজন করে ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন—একজন ডানপাশে আরেকজন বামপাশে। আর আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদ্বয়কে পর্যবেক্ষণ করছেন। তোমরা কম বা বেশি যা-ই করো, সব ওই খাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

﴿ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا ۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۗ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴾

"এ যে ছোট বড় কোনো কিছুই বাদ দেয়নি—সবই এতে রয়েছে। তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। আর আপনার পালনকর্তা কারও প্রতি জুলুম করবেন না।"[১১৪]

বর্ণিত আছে যে, যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এই আয়াত নাজিল হলো :

﴿ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴾

"যে কেউ মন্দ কাজ করবে, সে তার শাস্তি পাবে এবং সে আল্লাহ ছাড়া নিজের কোনো সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।"[১১৫]

তখন আবু বকর সিদ্দিক ﷺ বললেন, "আল্লাহর শপথ! মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মতো আয়াত নাজিল হয়েছে।"[১১৬]

যদি আয়াতটি নিয়ে আবু বকর ﷺ-এর মতো মহান ব্যক্তি, যাঁর ব্যাপারে জান্নাতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে, তাঁর ভাবনা এমন হয়, তাহলে অন্যদের ভাবনা কেমন হওয়া চাই? হে মুমিনগণ, এখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করো এবং সর্বদা সতর্ক থাকো। আশা করা যায়, এর মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ তাআলার আজাব থেকে রক্ষা পাবে।'

.....

১১৪. সুরা আল-কাহফ : ৪৯
১১৫. সুরা আন-নিসা : ১২৩
১১৬. তাফসিরু ইবনি কাসির : ১/৫৫৮

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, প্রবঞ্চনা থেকে বেঁচে থাকো। কারণ, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তোমার জন্য কোনো নিরাপত্তা আসেনি। অথচ তোমার সামনে ভয়াবহ বিপদ দাঁড়িয়ে আছে। তুমি জীবদ্দশায় যা পাঠিয়েছ, তা দিয়ে কবরে তোমার জন্য বালিশ বানানো হবে। যদি ভালো আমল পাঠিয়ে থাকো, তবে বালিশটি ভালো হবে, আর যদি খারাপ আমল পাঠিয়ে থাকো, তবে বালিশটিও খারাপ হবে। সুতরাং সুযোগকে কাজে লাগাও এবং এ ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করো। "সামনে আমল করব..." এ ধরনের কথা বোলো না। কারণ, তুমি একজন পরীক্ষার্থী। নির্দিষ্ট সময়ের ভেতরই তোমাকে উত্তরপত্র তৈরি করতে হবে।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, মুমিন ভীত অবস্থায় প্রভাতে উপনীত হয়; যদিও সে সৎকর্মশীল হয়। আর তার এমনই হওয়া উচিত। কারণ, সে দুটি আশঙ্কার মাঝে রয়েছে : এক. অতীতের গুনাহ, যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কী করবেন, তা সে জানে না; দুই. আসন্ন মৃত্যু, সে জানে না আল্লাহ তাআলা মৃত্যুর সময় তাকে কী পরীক্ষা করবেন। আল্লাহ তাআলা এমন বান্দার প্রতি দয়া করুন, যে চিন্তা-ভাবনা করে যথাযথ সিদ্ধান্ত নেয় এবং প্রবৃত্তির আসক্তি থেকে দূরে থাকে।

  হে আদমসন্তান, মহান আল্লাহ তাআলা ইবাদতের আদেশ করেছেন, তা করার সক্ষমতা দান করেছেন এবং তা পরিত্যাগ করার কোনো অজুহাত রাখেননি। তিনি নাফরমানি থেকে বারণ করেছেন, তার প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি করেছেন এবং কারও জন্য তাতে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ রাখেননি। বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন আদম ﷺ-কে বলবেন, "হে আদম, আজ তুমি আমার ও তোমার সন্তানদের মাঝে ন্যায়ের ফয়সালা করবে। যার নেকি তার পাপের চেয়ে অণু পরিমাণ বেশি হবে, তার জন্য জান্নাত। যাতে তুমি ভালোভাবে জানতে পারো যে, আমি কেবল অত্যাচারীদেরই শাস্তি প্রদান করি।"'

- তিনি বলতেন, 'জাহান্নামের এমন কোনো ঘাঁটি, শিকল বা জিঞ্জির নেই, জাহান্নামবাসীরা যার মুখোমুখি হবে না। সুতরাং হে লোকসকল, একজন

ব্যক্তিকেই এত প্রকারের শাস্তি দেওয়া হবে! এবার ধারণা করে দেখো, কী ভয়াবহ হবে সেই শাস্তি! সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং তাঁর ক্রোধের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কারণ, আল্লাহ তাআলার ক্রোধ খুবই মারাত্মক। হায়, যদি তারা জানত! যদি তারা বুঝত!'

- বর্ণিত আছে যে, হাসান ﵀ একদিন তাঁর শাগরিদদের নিকট গমন করলেন। তারা সবাই এক স্থানে ছিল। তিনি বললেন, 'আল্লাহর শপথ, তোমাদের কেউ যদি প্রাথমিক যুগের সেসব লোককে পেত, যাঁদের আমি পেয়েছি এবং সালাফে সালিহিনের মধ্যে যাঁদের আমি দেখেছি, তাঁদের যদি তোমাদের কেউ দেখত, তবে সকাল-সন্ধ্যা সে চিন্তিত থাকত এবং উপলব্ধি করতে পারত যে, তোমাদের মাঝে অত্যধিক পরিশ্রমকারী লোকটিও তাঁদের তুলনায় খেলাধুলাকারীর ন্যায় এবং আখিরাতের জন্য প্রচেষ্টাকারী লোকটি তাঁদের তুলনায় পরিত্যাগকারীর ন্যায়।[১১৭] যদি আমি নিজের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারতাম, তবে তোমাদের উপদেশ দিতাম। কিন্তু আল্লাহ তাআলা জানেন যে, আমি নিজের প্রতি অসন্তুষ্ট। আর এ কারণেই আমি নিজের নফসের প্রতি ত্যক্ত-বিরক্ত এবং তোমাদের প্রতিও।

হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বান্দা রয়েছেন, কেমন যেন তাঁরা জান্নাতিদের জান্নাতের ভোগবিলাসে মত্ত দেখতে পান এবং জাহান্নামিদের শাস্তি পেতে দেখেন। ফলে তাঁরা ভোগবিলাস দেখতে পেয়ে নেক কাজ করেন এবং যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে বাঁচার জন্য হারাম থেকে বিরত থাকেন।

হে লোকসকল, আল্লাহ তাআলার এমন কিছু বান্দা আছেন, যাঁদের হৃদয়গুলো বিচলিত। তাঁরা পাপাচার থেকে মুক্ত ও পরিচ্ছন্ন। তাঁরা স্বল্প সময়ের জন্য শয্যা গ্রহণ করেন এবং স্থায়ী প্রশান্তির আশায় সবর করেন। রাতের বেলা জাহান্নাম থেকে মুক্তির চেষ্টায় রবের দরবারে কাঁদতে কাঁদতে নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকেন। আল্লাহর ভয়ে তাঁদের চক্ষুগুলো অশ্রুসিক্ত থাকে এবং হৃদয়গুলো থাকে বিদীর্ণ। আর

১১৭. অর্থাৎ পূর্বের লোকদের ইবাদত ও আখিরাতমুখিতা এত বেশি ছিল যে, বর্তমান সময়ের সবচেয়ে ভালো বুজুর্গের ইবাদত-আমলও তাদের সামনে খেলাধুলা ও তুচ্ছ কাজ বলে মনে হবে।

দিনের বেলায় তাঁরা হিকমত, ইলম ও তাকওয়া অনুযায়ী কাজ করেন। তাঁরা নিজেদের হিকমত, ইলম ও তাকওয়া মানুষের সামনে প্রকাশ করেন না। তাঁরা কারও কাছে যাচনা না করার কারণে অজ্ঞ লোকেরা তাঁদের ধনী মনে করে এবং আল্লাহভীতির কারণে তাঁদের রোগী মনে করে। কিন্তু বাস্তবতা হলো তাঁরা রোগাক্রান্ত নয়; বরং তাঁরা নিজেদের মাঝে জাহান্নাম ও তার আজাবের ভয় জাগ্রত করে রেখেছেন। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা যে পরিমাণ হারাম থেকে বেঁচে থাকো, তার চেয়েও বেশি পরিমাণ তাঁরা বৈধ কাজ থেকে বেঁচে থাকতেন। পার্থিব বিষয় সম্পর্কে তোমাদের যে পরিমাণ জ্ঞান আছে, তার চেয়ে বেশি জ্ঞান তাঁদের দ্বীন সম্পর্কে ছিল। তোমাদের গুনাহের আশঙ্কার চেয়ে তাঁরা আমল কবুল না হওয়ার আশঙ্কা বেশি করতেন।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তোমার পাশে থাকা এসব প্রাণী যেন তোমাকে প্রবঞ্চিত না করে। সেগুলো হলো, তোমার ছেলে, স্ত্রী, খাদিম ও নিঃসন্তান হলে যারা তোমার ওয়ারিশ হবে।

ছেলে হলো সিংহের মতো—সে তোমার সম্পদ নিয়ে টানাহেঁচড়া করবে। স্ত্রী হলো কুকুরের মতো—সারাক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে লেজ নাড়াবে। খাদিম হলো শিয়ালের মতো—কৌশল ও চুরিতে সে উস্তাদ। আর নিঃসন্তান অবস্থায় যারা তোমার ওয়ারিশ হবে—তারা তোমার মৃত্যুর পর তাদের নিকট একটি দিরহাম পৌঁছা তাদের কাছে তোমার একটি গোলাম আজাদ করার চেয়ে প্রিয়। সুতরাং তাদের সততার মাধ্যমে তুমি নিজেকে সম্মান করার ব্যাপারে সতর্ক থাকো। কারণ, তাদের সাথে তোমার অবস্থান কিছুদিন মাত্র। তারা তোমাকে কবরে রেখে মুখ ফিরিয়ে নেবে, কাপড় পরিবর্তন করবে, তবলা বাজাবে আর হাসি-ঠাট্টা করবে; অথচ তোমার যে সম্পদ তারা ভোগ করছে, তার হিসাব তোমাকেই দিতে হবে। সুতরাং তুমি নিজের জন্য অগ্রে কিছু পাঠিয়ে দাও।

يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ

"সেদিন প্রত্যেকেই যা কিছু সে ভালো করেছে, চোখের সামনে দেখতে পাবে এবং যা কিছু মন্দ করেছে তাও, ওরা তখন কামনা করবে—যদি তার মাঝে এবং এসব কর্মের মাঝে কোনো দূরবর্তী ব্যবধান হয়ে যেত! আল্লাহ তাঁর নিজের সম্পর্কে তোমাদের সাবধান করছেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়ালু।"[১১৮]

হে লোকসকল, তোমাদের কেউ কেউ নিজের সাথিকে কোনো বিষয়ে সতর্ক করে; ফলে তার সাথি তা থেকে বেঁচে থাকে এবং সতর্কতা গ্রহণ করে। তাহলে যার রব নিজের ব্যাপারে তাকে সতর্ক করছেন এবং নিজের শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করছেন, তার কেমন হওয়া উচিত? আল্লাহ তাআলা বলছেন :

﴿ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴾

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে? বস্তুত, ক্ষতিগ্রস্তরাই কেবল আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারে।"[১১৯]

- তিনি বলতেন, 'তোমরা কি এমন লোকের ব্যাপারে বিস্ময়বোধ করো না, যে খেল-তামাশা এবং বিনোদনে ব্যস্ত; অথচ সে জান্নাত-জাহান্নামের মাঝখান দিয়ে হাঁটছে, কিন্তু কোনটি তার প্রত্যাবর্তনস্থল সে ব্যাপারে তার জ্ঞান নেই?'

বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالَى كَرِهَ لَكُمُ الْعَبَثَ فِي الصَّلَاةِ، وَالرَّفَثَ فِي الصِّيَامِ، وَالضَّحِكَ عِنْدَ الْمَقَابِرِ

"আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য নামাজ পড়া অবস্থায় অনর্থক কাজ, রোজা অবস্থায় অশ্লীলতা এবং কবরের সামনে হাসি-ঠাট্টা করা মাকরুহ (অপছন্দীয়) করেছেন।"[১২০]

১১৮. সুরা আলি ইমরান : ৩০
১১৯. সুরা আল-আরাফ : ৯৯
১২০. আজ-জুহদ ওয়ার রাকায়িক, ইবনুল মুবারক : ১৫৫৭

- তিনি বলতেন, 'পবিত্র সে সত্তা, যিনি আরিফদের (আল্লাহর পরিচয় লাভকারীদের) হৃদয়ে তাঁর প্রতি নিবিষ্ট হওয়ার স্বাদ দান করেছেন, তাদের চিন্তায় রবের স্মরণ থাকায় ইবাদতের আনন্দ দান করেছেন এবং তিনি ছাড়া অন্য বস্তু থেকে তাদের ফিরিয়ে রেখেছেন। ফলে তাদের কাছে তাঁর সাথে নিবিড়ভাবে কথা বলার চেয়ে বেশি সুস্বাদু, তাঁর ইবাদতের চেয়ে অধিক চক্ষুশীতলকারী এবং তাঁর জিকিরের চেয়ে অধিক সহজ কোনো জিনিস নেই। আল্লাহ তাআলা জালিমদের কথা থেকে মুক্ত এবং তিনি মহান।'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, উমর বিন খাত্তাব ﵁ আগুন জ্বালিয়ে তার নিকট হাত নিতেন এবং বলতেন, "হে খাত্তাবের বেটা, দেখো জাহান্নামের আগুনে ধৈর্যধারণ করা তোমার পক্ষে সম্ভব কি না? পরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার ক্রোধ সহ্য করার ক্ষমতা তোমার আছে কি না?" অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার কাছে জাহান্নাম ও তার অধিবাসীদের কর্ম থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন।'

  অতঃপর হাসান ﵀ বলেন, 'উমর ﵁-এর মতো জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের ভয়ের অবস্থা যদি এমন হয়, তবে হে মানুষ, কীভাবে তোমরা নিশ্চিন্তে বসে থাকো!?'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি হলে মেহমান। আর মেহমানকে চলে যেতে হয়। তুমি ধার করা বস্তু—আল্লাহ-ই তোমাকে ধার দিয়েছেন; তাই তোমাকে অবশ্যই মূল মালিকের নিকট ফিরে যেতে হবে। ওই লোকগুলোর প্রতি আল্লাহর কত মহিমা, যারা বাস্তবতা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে এবং চিরস্থায়ী জীবনের জন্য পাথেয় পাঠিয়ে দিয়েছে!'

- তিনি বলতেন, 'আদমসন্তানের প্রতিটি নতুন দিন তাকে ডেকে বলে, "হে আদমসন্তান, আমি নতুন দিবস। তুমি আজ যা করবে আমি তার সাক্ষী। আমি আজ চলে গেলে আর কখনো আসব না। সুতরাং ইচ্ছা হলে ভালো কাজ করে পরকালের জন্য পাঠিয়ে দাও, সেখানে তার প্রতিদান পাবে।

আর ইচ্ছা হলে ছেড়ে দাও, তবে মনে রাখবে, এ সুযোগ আর কখনো আসবে না।"'

- তিনি বলতেন, 'মানুষ তোমাকে ততক্ষণ পর্যন্ত সম্মান করবে, যতক্ষণ তোমার দেহে প্রাণ থাকবে। যদি তোমার দেহ থেকে প্রাণ বের হয়ে যায়, তখন তোমাকে তারা তাদের আড়ালে রেখে আসবে (কবর দিয়ে দেবে)। আর যদি তোমাকে তাদের মাঝেই রেখে দেওয়া হয়, তখন তোমার থেকে তারা এমনভাবে পালাবে, যেমনিভাবে সিংহ থেকে মানুষ পালায়।'

- তিনি বলতেন, 'মানুষকে তাদের কর্মের মাধ্যমে বিচার করো; তাদের মুখের কথা দিয়ে বিচার কোরো না। কারণ, আল্লাহ তাআলা কথাকে তার কর্মের দলিল ছাড়া গ্রহণ করবেন না—যা কথাকে সত্যায়ন করবে অথবা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। সুতরাং যখন তুমি কাউকে ভালো কথা বলতে শুনবে, তখন বক্তার প্রতি লক্ষ করবে। যদি তার কথা ও কর্মের মাঝে মিল থাকে, তবে ভালো। আর যদি তার কথা ও কর্মের মাঝে অমিল হয়, তবে সে যে একজন প্রতারক—এ বিষয়ে অন্তরে কোনো ধরনের সন্দেহ রাখার অবকাশ নেই।'

- তিনি বলতেন, 'আদমসন্তান, তুমি কথাও বলো এবং কাজও করো। কিন্তু তোমার কথার চেয়ে কর্ম বেশি গ্রহণযোগ্য। তোমার বাহ্যিকতা ও গোপনীয়তা—উভয়টিই রয়েছে। কিন্তু গোপনীয়তা বাহ্যিকতার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তোমার একটি বর্তমান আছে এবং একটি শেষ পরিণাম রয়েছে। তবে তোমার বর্তমানের চেয়ে শেষ পরিণামই তোমার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

হে আদমসন্তান, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾

"তাঁরই দিকে আরোহণ করে পবিত্র বাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।"[১২১]

১২১. সুরা ফাতির : ১০

সুতরাং নেক আমল করো; তবেই শেষ পরিণাম ভালো হবে। আল্লাহ তাআলা তোমাদের তাওফিক দান করুন।'

- বর্ণিত আছে যে, একদিন হাসান ﵀ মসজিদে বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলছিলেন এবং খুব ক্রন্দন করছিলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর হাঁটুদ্বয় কাঁপছিল এবং অন্তর ফেটে যাচ্ছিল। অতঃপর তিনি বললেন, 'যদি কলবের প্রাণশক্তি ও যোগ্যতা থাকত, তবে সে ওই রাতের মতো ক্রন্দন করত, যে রাতের পরে কিয়ামত দিবসের প্রভাত উদ্ভাসিত হবে। আল্লাহর বান্দারা, কিয়ামত এমন একটি দিন, যেদিনের মতো প্রকাশ্য লজ্জা ও কান্নার দিন সম্পর্কে কোনো মাখলুক শোনেনি।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহর ভয়ে যে চোখই অশ্রুসিক্ত হবে, আল্লাহ তাআলা তার দেহের জন্য জাহান্নাম হারাম করে দেবেন। যদি অশ্রু তার কপাল বেয়ে প্রবাহিত হয়, তবে তার চেহারা থেকে ঘাম ও লাঞ্ছনার ফোঁটা ঝরবে না। সব আমলেরই নির্দিষ্ট একটি ওজন ও প্রতিদান রয়েছে, কিন্তু আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত অশ্রুর নির্দিষ্ট কোনো ওজন ও প্রতিদান নেই। তার প্রতিদান হলো, তা জাহান্নামের আগুনকে নিভিয়ে দেবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা চান। যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ভয়ে পুরো একটি জাতির জন্য কাঁদে, আমি আশা করি তাঁর ক্রন্দনের কারণে আল্লাহ তাআলা পুরো জাতির প্রতি দয়া করবেন।'

- তিনি বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা ইলম শিক্ষা করার জন্য কোনো মূল্য ফরজ করেননি। তবে যে পরিমাণ মূল্য শিক্ষকের প্রয়োজন পড়ে, তার বিধান ভিন্ন। সুতরাং যে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর সন্তুষ্টির জন্য ইলম শিক্ষা করে, সে সফলকাম। আর যে আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করে, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ফলে ওই ইলমের মাধ্যমে সে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয় না।'

- তিনি বলতেন, 'আদমসন্তান নিঃস্ব, নিতান্ত দুর্বল, সুপ্ত রোগাক্রান্ত ও গুপ্ত মৃত্যুশঙ্কায় শঙ্কিত এক প্রাণী। সামান্য ছারপোকাও তাকে কষ্ট দিতে পারে। এ ধরনের অনেক ছোট ছোট পোকামাকড়ও তাকে মেরে ফেলতে

পারে। সে দৈনিক আখিরাতের দিকে একধাপ এগিয়ে যায় এবং দুনিয়ার একটি মনজিল পার করে। কিন্তু এরপরেও সে অবাধ্যতা ও অহংকার করে, জুলুম ও ক্ষমতা প্রদর্শন করে।'

- হাসান ﵀ একটি জানাজায় উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি বললেন, 'হে লোকসকল, তোমরা এমন দিনের জন্য আমল করো। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

"আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও। তার পরবর্তী সময়ে তোমাদের কাজ আল্লাহ দেখবেন এবং দেখবেন রাসুল ও মুসলমানগণ। তা ছাড়া তোমরা শীঘ্রই প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে, যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত। তারপর তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করতে।"[১২২]

- তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, সুস্থতা ও অবসরকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। এমন দিন আসার আগেই নেক আমলের দিকে ধাবিত হও, যেদিন হৃদয়গুলো প্রকম্পিত হবে এবং চক্ষুসমূহ বিস্ফোরিত হবে।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, ক্ষমতাশীল ব্যক্তির ভয় করো না—কারণ সে তোমার মনিবের গোলাম। সম্পদশালীর প্রতি লোভ করো না—কারণ সে তোমার রবের দেওয়া রিজিকই ভোগ করছে। অপরাধীকে বন্ধু বানিয়ো না—কারণ সে তোমার ওপর বিপদ বয়ে আনবে। গরিবকে হেয় প্রতিপন্ন করো না—কারণ সে তোমারই ভাই।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, কোনো ইবাদতকে ছোট মনে করো না। কারণ, তোমার দৃষ্টিতে তা কম ও ছোট হলেও আল্লাহ তাআলা কিন্তু অণু পরিমাণ আমলও কবুল করেন এবং তার প্রতিদান দেন। যদি

১২২. সুরা আত-তাওবা : ১০৫

তুমি আল্লাহর কাছে তার কী প্রতিদান রয়েছে তা দেখতে পেতে, তবে অবশ্যই আনন্দিত হতে। অনুরূপভাবে কোনো গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। কারণ, তোমার কাছে তা ছোট বা হালকা মনে হতে পারে, কিন্তু তোমার রব কঠোর শাস্তিদানকারী।'

- একদা তিনি যুবক ও বৃদ্ধদের সম্মিলিত একটি মজলিসে উপস্থিত হলেন। তখন বৃদ্ধদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'হে বৃদ্ধ সম্প্রদায়, ফসল যখন পেকে যায়, তখন কী করা হয়?' তারা বলল, 'কেটে ফেলা হয়।' অতঃপর তিনি যুবকদের প্রতি তাকিয়ে বললেন, 'কত ফসল এমন আছে, যা পরিপক্ক হতে পারেনি; বরং প্রাকৃতিক দুর্যোগ তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং কোনো ঝড় এসে তা বিনষ্ট করে দিয়েছে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি তিলাওয়াত করে ক্রন্দন শুরু করলেন :

﴿ وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾

"আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা করে।"[১২৩]

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, তুমি একাকী মৃত্যুবরণ করবে, একাকী পুনরুত্থিত হবে এবং একাকীই তোমার হিসাব গ্রহণ করা হবে।

হে আদমসন্তান, যদি সকল মানুষ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য করত এবং তুমি একা আল্লাহর নাফরমানি করতে, তবে তাদের আনুগত্য তোমার কোনো উপকারে আসত না। আর যদি তারা সকলে আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করত এবং শুধু তুমি আল্লাহর আনুগত্য করতে, তবে তাদের নাফরমানি তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারত না।

হে আদমসন্তান, তোমার দ্বীনকে ভালোভাবে আঁকড়ে ধরো—কারণ, দ্বীনই তোমার রক্ত-মাংস। যদি তোমার দ্বীন ঠিক থাকে, তবে তোমার রক্ত-মাংসও ঠিক থাকবে। আর যদি এর বিপরীত হয়, তবে আল্লাহ তাআলার নিকট আশ্রয় কামনা করো—কারণ, তাঁর কাছে এমন আগুন আছে, যা

১২৩. সুরা ইবরাহিম : ২৫

কখনো নির্বাপিত হবে না, আর তোমার থাকবে এমন দেহ, যা কখনো নিঃশেষ হবে না এবং থাকবে এমন প্রাণ, যার কখনো মৃত্যু ঘটবে না।'

- তিনি বলতেন, 'বান্দা যতক্ষণ নিজেকে উপদেশ দিতে থাকে, ততক্ষণ সে কল্যাণের সাথে থাকে, আমলের ব্যাপারে তার চিন্তা-ফিকির থাকে এবং নিজের কাজকর্মের আত্মপর্যালোচনা করে। পক্ষান্তরে, যতক্ষণ সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে, গাফিলতির চাদর জড়িয়ে থাকে, মিথ্যে আশায় বিভোর থাকে এবং "সামনে করব, সামনে ভালো হয়ে যাব..." এ ধরনের কথা বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে অকল্যাণ লেগে থাকে।'

- বর্ণিত আছে যে, একদিন হাসান ﵀-এর নিকট মাকহুল ﵀[১২৪]-এর মৃত্যুর খবর আসলো। তিনি তখন পেরেশান হয়ে গেলেন এবং তার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। কিন্তু পরক্ষণেই খবর আসলো যে, পূর্বের খবরটি মিথ্যে ছিল, তখন তিনি তার নিকট চিঠি লিখলেন :

'পর-সমাচার এই যে, হে আবু আব্দুল্লাহ, আল্লাহ তাআলা জীবন-মৃত্যুতে আমার ও তোমার জন্য শান্তিদায়ক পরিস্থিতি দান করুন এবং আমার ও তোমার জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন। তোমার ও আমার জন্য প্রত্যাবর্তন সহজ করুন। আমার কাছে তোমার ব্যাপারে ভয় পাইয়ে দেওয়ার মতো একটি খবর পৌঁছল। ভাগ্যিস, পরে ঘটনাটি মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। আল্লাহর শপথ, এতে আমরা আনন্দিত হয়েছি বটে, কিন্তু এ আনন্দ বেশিদিন স্থায়ী হবে না। অচিরেই প্রথম খবরটি সত্য হয়ে উঠতে পারে। এ যাত্রায় আল্লাহ তাআলা তোমাকে মুক্তি দিয়েছেন এবং নেক কাজের দ্বিতীয় সুযোগ দিয়েছেন। তোমাকে এখন এমন ব্যক্তির মতো হতে হবে, যে মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করেছে, নিজ চোখে সবকিছু দেখেছে, অতঃপর সে ফিরে আসার দুআ করেছে এবং তার দুআ কবুল করা হয়েছে এবং স্বচক্ষে দর্শনের পর যা চেয়েছে, তাই দান করা হয়েছে। তাকে চিরস্থায়ী বাসস্থানের জন্য প্রস্তুতি নিতে দ্বিতীয়বার সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। অতঃপর (সে এমনভাবে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে যে,) মৃত্যুর পর তার আমলনামায় সাওয়াব ছাড়া আর কিছুই ছিল না। ওয়াস-সালাম।'

১২৪. আবু আব্দুল্লাহ মাকহুল আজদি বসরি ﵀। বসরার একজন বাগ্মী ও বিখ্যাত ফকিহ ছিলেন।

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, ইসা ﷺ হাওয়ারিনদের বললেন, "আল্লাহ তাআলার জন্য আমল করো, নিজেদের পেটের জন্য আমল করো না। কারণ, পশু-পাখিরা চাষও করে না এবং ফসলও কাটে না। যখন তারা সকালে উপনীত হয়, তখন তাদের কাছে কোনো রিজিক থাকে না, অতঃপর আল্লাহ-ই তাদের রিজিক দান করেন।"'

- তিনি বলতেন, 'যে ব্যক্তি ফজরের নামাজের পর তিনবার ইসতিগফার (গুনাহের ক্ষমা প্রার্থনা) করে, তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়; যদিও তা জিহাদের ময়দান থেকে পালিয়ে আসার মতো বড় গুনাহ হোক।'[১২৫]

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, রাসুল ﷺ বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ সে সত্তার শপথ, দয়াবান ব্যক্তি ব্যতীত কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" সাহাবিগণ বললেন, "ইয়া রাসুলাল্লাহ, আমরা সবাই তো দয়াবান।" তিনি বললেন, "এখানে তোমাদের নিজেদের প্রতি দয়া, সন্তানের প্রতি দয়া ও বিশেষ ব্যক্তিদের প্রতি দয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং ব্যাপকভাবে সবার জন্য দয়া উদ্দেশ্য।" কথাটি তিনি জোর গলায় বললেন।'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, উমর বিন খাত্তাব ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদের বলে দেবো না যে, তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?" লোকেরা বলল, "অবশ্যই, হে আমিরুল মুমিনিন।" তিনি বললেন, "যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে, উত্তম আমল করেছে, তার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় এবং অকল্যাণের আশঙ্কা করা হয় না।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাদের কি নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে, তা বলে দেবো না?" তারা বলল, "অবশ্যই।" তিনি বললেন, "যে দীর্ঘ হায়াত পেয়েছে, কিন্তু মন্দ আমল করেছে, তার থেকে কল্যাণের আশা করা যায় না এবং তার অকল্যাণ থেকে নিরাপত্তা অনুভব করা যায় না।"'

- তিনি বলতেন, 'ইলমের একটি অধ্যায় শিখে সে অনুযায়ী আমল করা পুরো দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য জমা করার চেয়েও উত্তম।'

.....

১২৫. এ সম্পর্কিত হাদিসটিকে কতিপয় মুহাদ্দিস জইফ বলেছেন। দেখুন, জইফুল জামি : ৫৪১০।

• বর্ণিত আছে যে, তিনি কিছু লোককে দুপুরবেলা দেখলেন যে, তারা কাইলুলা[১২৬] করছে না। তিনি বললেন, 'এদের কী হলো যে, এরা কাইলুলা করছে না? তাদের অবস্থা দেখে তো মনে হচ্ছে, এদের রাতগুলো মন্দভাবে অতিবাহিত হয়।'

• তিনি বলতেন, 'হৃদয়কে নতুন ও পরিচ্ছন্ন রাখো—কারণ, তাতে দ্রুত মরিচা ধরে যায়। নফসকে তিরস্কার করতে থাকো—কারণ, তা খুবই অবাধ্য। যদি নফসকে শাসাতে না থাকো, তবে সে তোমাদের অকল্যাণের শেষ সীমায় নিয়ে যাবে।'

• তাঁকে বলা হলো, 'হে আবু সাইদ, কিয়ামত দিবসের সুপারিশের ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? তা কি সত্য?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ, সত্য।" তাঁকে বলা হলো, 'আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন :

﴿ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنْهَا ﴾

"তারা দোজখের আগুন থেকে বের হয়ে আসতে চাইবে, কিন্তু তা থেকে বের হতে পারবে না।"'[১২৭]

তিনি বললেন, 'আল্লাহ তাআলা যা বলেছেন, সেটাই হবে।' তাঁকে বলা হলো, 'জাহান্নামে কেন প্রবেশ করবে আর কীসের ভিত্তিতে সেখান থেকে বের হবে?' তিনি বললেন, 'গুনাহের কারণে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে, অতঃপর তাদের অন্তরের ইমান ও বিশ্বাসের কারণে তারা সেখান থেকে বেরিয়ে আসবে।'

• তিনি বলতেন, 'হে লোকসকল, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সতর্ক থাকো—কারণ, আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾

১২৬. দুপুরের খাবারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেওয়া। এটা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর একটি মুবারক অভ্যাস ছিল। তাই এমনটা করা সুন্নাত।
১২৭. সুরা আল-মায়িদা : ৩৭

"আর আল্লাহকে ভয় করো, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট যাচনা করে থাকো এবং আত্মীয়দের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করো।"[১২৮]

আর হাদিসে বর্ণিত আছে, নবিজি ﷺ ইরশাদ করেছেন, "আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখো। কারণ, তা দুনিয়াতে তোমাদের স্মৃতি বাকি রাখবে এবং আখিরাতে কল্যাণ বয়ে আনবে।"'

- এক লোক হাসান ﷺ-কে বলল, 'হে আবু সাইদ, সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি?' তিনি বললেন, 'তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ করা।'[১২৯]

- তিনি বলতেন, 'সবার মৃত্যু হঠাৎ আসে না, কিন্তু সবাই হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। সুতরাং আল্লাহ তাআলাকে ভয় করো এবং তাঁর হঠাৎ পাকড়াও করাকে ভয় করো।'

- তিনি বলতেন, 'যে পরিমাণ নিয়ামত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, তার সমান শুকরিয়া আদায় করা সম্ভব নয়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা যদি সাহায্য করেন, তবেই সম্ভব। আদমসন্তানের গুনাহের পরিমাণ তার গুনাহ থেকে মুক্ত থাকার পরিমাণের চেয়ে অধিক। তবে আল্লাহ তাআলা যাকে রহম ও ক্ষমা করেছেন, তার কথা ভিন্ন।'

- তিনি বলতেন, 'আমি বকর বিন আব্দুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "আল্লাহ তাআলা এমন ব্যক্তির ওপর রহম করুন, যে শক্তিশালী ছিল এবং স্বীয় শক্তিকে আল্লাহ তাআলার আনুগত্যে ব্যয় করেছে। অথবা দুর্বল ছিল, ফলে আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতা থেকে মুক্ত ছিল।"'

.....

১২৮. সুরা আন-নিসা : ১

১২৯. উল্লেখ্য যে, এ মর্মে একটি মারফু হাদিসও রয়েছে, তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস হাদিসটিকে দুর্বল এবং অনেকে এটাকে বাতিল বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত, চিন্তা করে দেখলে বুঝা যায়, এ কথাটি সশস্ত্র জিহাদের অধিক ফজিলতের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কেননা, সশস্ত্র জিহাদ করতে প্রবৃত্তি সবচেয়ে বেশি বাধা দেয়। তাই এ অর্থে কথাটি সঠিক এবং সশস্ত্র জিহাদের মর্যাদা সর্বোচ্চ হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক হয় না। কিন্তু যদি এর দ্বারা এ উদ্দেশ্য নেওয়া হয় যে, অস্ত্রের জিহাদ নয়; নফসের সাথে যুদ্ধ করা সবচেয়ে বেশি ফজিলতপূর্ণ জিহাদ; যেমনটি অনেক সুফিরা বলে থাকে, তাহলে এটা নিশ্চিত ভুল। কেননা, এটা অসংখ্য আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক। তাই উক্ত কথাটির সঠিক ব্যাখ্যা করলে তবেই এ ধরনের কথা প্রচার করা উচিত; নচেৎ বিভ্রান্তির আশঙ্কা ও ভুল অর্থ বোঝার সম্ভাবনা থাকায়——এমন কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে।

- তিনি বলতেন, 'মিথ্যা নিফাকের উৎস।'

- তিনি বলতেন, 'যে মিথ্যা বলে সে অপকর্ম করে, যে অপকর্ম করে সে কুফরি করে, আর যে কুফরি করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করে।'

  বর্ণিত আছে যে, উমর বিন খাত্তাব ﵁ বলতেন, 'যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন ফেরেশতারা মিথ্যার দুর্গন্ধ সইতে না পেরে এক মাইল দূরে চলে যান।'

- তিনি বলতেন, 'আমি যখন কোনো ভাইয়ের উপকার করব অথবা তার থেকে কোনো কষ্ট দূর করে দেবো বা দুজনের মাঝে মীমাংসা করে দেবো, তখনই আমি সম্মানিত বলে গণ্য হবো।'

- তিনি বলতেন, 'হে আদমসন্তান, ধারণাপ্রসূত দোষের কারণে অন্যকে তুমি অপছন্দ করো, কিন্তু তোমার দোষের প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সে ব্যাপারে তোমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।'

- তিনি বলতেন, 'কিয়ামতের দিন জাহান্নামিদের যে বেড়ি পরানো হবে, তা প্রথমে তাদের গলায় থাকবে না। কারণ, জাহান্নামের রক্ষীরা তাদের সাথে পেরে উঠবেন না। অতঃপর আগুনের শিখা এসে তাদের জাহান্নামে টেনে নিয়ে যাবে এবং তারা কাঁদতে কাঁদতে দুর্বল হয়ে পড়বে, তখনই বেড়ি পরিয়ে দেওয়া হবে।' অতঃপর হাসান ﵀ বলেন, 'হে আল্লাহ, আমরা জাহান্নামের আজাব থেকে আপনার নিকট আশ্রয় চাই এবং এমন আমল থেকে পানাহ চাই, যে আমল জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়।'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি আরেক জন পুণ্যবান ব্যক্তিকে (যিনি ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন) স্বপ্নে দেখলেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওখানের অবস্থা কেমন পেলেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "আমরা যা কিছু আগে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, তা এখানে পেয়েছি। আর যা কিছু পাঠিয়ে দিইনি, তার ব্যাপারে পস্তাতে হয়েছে।" অতঃপর হাসান ﵀ বলেন, 'এবার ভেবেচিন্তে তোমরা আগেভাগে পাঠিয়ে দাও।'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, কিছু লোক ইমাম জুহরি ﵀[১৩০]-এর সামনে দুনিয়াবিমুখতার গুণকীর্তন করছিল। তখন তিনি বললেন, "জাহিদ বা দুনিয়াবিমুখ হলো সে, যার ধৈর্যের ওপর হারাম প্রাধান্য পায় না এবং কৃতজ্ঞতার ওপর হালাল প্রাধান্য পায় না।"'

  বকর বিন আব্দুল্লাহ মুজানি ﵀ বলতেন, "সম্মান ও মর্যাদার মালিকের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যিনি যাকে ইচ্ছা সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারেন? আর অসম্মান ও অমর্যাদার মালিকের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা, যিনি যাকে ইচ্ছা অসম্মান করতে পারেন? তিনি কি সম্মান দেওয়া ও অসম্মান দেওয়ার ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান নন?"'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, আনাস বিন মালিক ﵁ বলেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ জুমআর দিন খেজুর গাছের একটি শাখার ওপর হেলান দিয়ে খুতবা দিতেন। যখন মানুষের সমাগম বেশি হতে লাগল, তখন দুই স্তরবিশিষ্ট একটি কাঠের মিম্বার বানানো হলো। এরপর যখন রাসুলুল্লাহ ﷺ সেটির ওপর দাঁড়ালেন, খেজুর গাছের শাখাটি ক্রন্দন করে উঠল। আনাস ﵁ বলেন, "আমি শাখাটিকে বিরহ ব্যথায় ব্যথিত ব্যক্তির ন্যায় ক্রন্দন করতে শুনলাম। সেটি এভাবেই কাঁদতে থাকল, যতক্ষণ না রাসুলুল্লাহ ﷺ অবতরণ করে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর তা চুপ হয়ে গেল।"'[১৩১]

  হাসান ﵀ যখনই এই হাদিসটি বর্ণনা করতেন, তখনই কেঁদে দিতেন। অতঃপর বলতেন, 'আল্লাহর বান্দাগণ, একটি খেজুর গাছের শাখা যদি আল্লাহর কাছে রাসুল ﷺ-এর মর্যাদা অনুধাবন করতে পেরে তাঁর প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করে কাঁদতে পারে, তাহলে আল্লাহর শপথ! তাঁর সাক্ষাতের জন্য তোমাদের আরও বেশি আগ্রহী হওয়া জরুরি।'

- তিনি বলতেন, 'বর্ণিত আছে যে, জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি কিছু মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে কামনা করতে দেখলেন। তখন তিনি বললেন, "আমিও

.....

১৩০. মুহাম্মাদ বিন মুসলিম বিন উবাইদুল্লাহ বিন শিহাব জুহরি ﵀। শীর্ষস্থানীয় একজন তাবিয়ি ছিলেন। ১২৪ হিজরিতে ইনতিকাল করেন।

১৩১. সুনানুত তিরমিজি : ৩৬২৭ -হাদিসটি সহিহ। ইমাম তিরমিজি ﵀-সহ আরও অনেকে আনাস ﵁-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণনা করেছেন।

তোমাদের মতো কামনা করি।" তারা বলল, "আল্লাহ তোমার প্রতি রহম করুন, তুমি কী কামনা করো?" তিনি বললেন, "আমি কামনা করি, যদি আমাদের সৃষ্টিই না করা হতো, আর যখন সৃষ্টি করা হয়ে গেছে, তখন কামনা করি, আমাদের মৃত্যু যেন না আসে। আর যদি মৃত্যু এসেই যায়, তখন কামনা করি, আমাদের পুনরুত্থান যেন না হয়। আর যদি পুনরুত্থান হয়েই যায়, তখন কামনা করি, যেন আমাদের হিসাব গ্রহণ করা না হয়। আর যখন হিসাব হবেই, তখন কামনা করি, আমাদের যেন শাস্তি দেওয়া না হয়। আর যখন শাস্তি দেওয়া হবে, তখন কামনা করি, অন্তত আমাদের শাস্তি যেন স্থায়ী না হয়।"' অতঃপর হাসান ﵀ আবুল আলা মাআররি ﵀-এর একটি কবিতা আবৃত্তি করেন :

فَيَا لَيْتَنَا عِشْنَا حَيَاةً بِلَا رَدًى * مَدَى الدَّهْرِ أَوْ مِتْنَا مَمَاتًا بِلَا نَشْرِ

'হায়, আমরা যদি এমন জীবন পেতাম, যে জীবন যুগের পর যুগ ধরে থাকবে; মৃত্যু আসবে না! অথবা মরলেও যদি আমাদের পুনরুত্থান না করা হতো!'

- হাসান ﵀ বলতেন, 'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের হৃদয় আলোকিত ছিল এবং কাপড়-চোপড় জীর্ণশীর্ণ ছিল। কিন্তু তোমাদের দ্বীন জীর্ণশীর্ণ এবং হৃদয় অন্ধকার।'

- তিনি বলতেন, 'গুনাহের ব্যাপারে বান্দার ফিকির গুনাহ পরিত্যাগের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। গুনাহের ওপর অনুশোচনা তাওবার পথ দেখায়। সুতরাং বান্দা যতক্ষণ পর্যন্ত গুনাহ নিয়ে চিন্তা করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার এ চিন্তা অনেক নেক আমলের চেয়েও উত্তম সাব্যস্ত হয়।'

- তিনি বলতেন, 'জীবদ্দশাতেই গুনাহের ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ করতে হবে। অন্যথায় পরকালে তা থেকে আরোগ্য লাভ করার কোনো সুযোগ থাকবে না। শেষে এ গুনাহের ব্যাধি তার সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

- তিনি বলতেন, 'সত্য তিক্ত, তার ওপর কেবল সেই ধৈর্যধারণ করতে পারে, যে সুন্দর পরিণাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আর যে ব্যক্তি প্রতিদানের আশা করে, সে শাস্তির ভয়ও করে।'

- তিনি বলতেন, 'আমি এমন কিছু লোককে দেখেছি, যাদের সামনে হালাল কোনো বস্তু পেশ করা হলেও বলতেন, "আমার প্রয়োজন নেই। আমি ভয় করছি, এটা আবার পরকালে আমার ধ্বংসের কারণ হয়ে যেতে পারে।"'

- তিনি বলতেন, 'যদি তুমি রাত জেগে ইবাদত করতে করতে পিঠ কুঁজো করে ফেলো এবং রোজা রাখতে রাখতে রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ো, কিন্তু তোমার ভেতর যদি প্রকৃত তাকওয়া ও আল্লাহভীতি না থাকে, তাহলে এসব ইবাদত তোমার কোনো কাজে আসবে না।'

- তিনি বলতেন, 'পিতা-মাতার খিদমতের সমান কোনো নফল ইবাদত নেই। এমনকি নফল হজ ও নফল জিহাদও পিতা-মাতার খিদমতের সমপর্যায়ের নয়।'

- তিনি বলতেন, 'উমর বিন খাত্তাব থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "তোমরা অধিক পরিমাণে জাহান্নামের আলোচনা করো—কারণ, তা অনেক উত্তপ্ত, তার গর্জন বিকট এবং তার হাতুড়ি লোহার।'

- সালামা বিন আমির ﵁ বর্ণনা করেন, 'আমরা হাসান ﵁-এর সাথে জুমআ আদায় করলাম। নামাজ শেষে আমরা তাঁর পাশে একত্রিত হলাম। কিন্তু তিনি প্রচুর ক্রন্দন শুরু করলেন। আমরা বললাম, "আল্লাহ আপনার প্রতি রহম করুন! আপনি এভাবে কাঁদছেন কেন? আপনি তো স্বপ্নযোগে জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছেন।" তখন তাঁর ক্রন্দন আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন, "আমি কীভাবে না কেঁদে থাকব? যদি আমাদের এই মসজিদের দরজা দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কোনো সাহাবি প্রবেশ করেন, তবে আমাদের কিবলা ব্যতীত আর কিছুই চিনতে পারবেন না তিনি।" তিনি আরও বললেন, "হায় আফসোস! মানুষকে তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করে দিয়েছে। তাদের ধ্বংস করেছে আমলহীন কথা, ধৈর্যবিহীন ইলম ও একিনবিহীন ইমান। আমার কী হলো যে, আমি মানুষ দেখছি, কিন্তু জ্ঞানী দেখছি না, মৃদু আওয়াজ শুনছি, কিন্তু কোনো বাহন বা সঙ্গী দেখছি না? আল্লাহর শপথ! কিছু মানুষ দ্বীনে প্রবেশ করার পর বের হয়ে গেছে, দ্বীনকে স্বীকার করার পর অস্বীকার করেছে এবং হারামকে হারাম

করার পর হালাল করে নিয়েছে। বর্তমানে তোমাদের কারও কারও দ্বীন তাদের কথার মাঝেই সীমাবদ্ধ। যখন তাদের জিজ্ঞেস করা হয়, "তুমি কি হিসাব-নিকাশের দিবসে বিশ্বাস করো?" সে বলে, "হ্যাঁ।" কিয়ামত দিবসের মালিকের শপথ, সে মিথ্যা বলে।"'

দ্বীন শক্তিশালী হওয়া, কোমলতার ক্ষেত্রে দৃঢ়প্রত্যয়ী হওয়া, ইমান দৃঢ় হওয়া, ইলমের সাথে সহনশীলতা থাকা, সহনশীলতার সাথে ইলম থাকা, নম্রতার সাথে বুদ্ধিমত্তা থাকা, অভাবে সৌন্দর্য থাকা, ধনাঢ্যতার সময় মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা, খরচের ক্ষেত্রে স্নেহশীল হওয়া, মেহনতি মানুষের জন্য দয়া করা, হকসমূহের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে তা আদায় করা, অবিচলতার ক্ষেত্রে ন্যায়ের ওপর থাকা ইত্যাকার সকল বিষয় মুমিনের উত্তম চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়াও, মুমিন শত্রুর প্রতি জুলুম করে না। প্রিয়জনের সাহায্য করতে গিয়ে গুনাহে লিপ্ত হয় না। কাউকে খোঁচা মারে না। কারও সাথে অবজ্ঞাসূচক ঠাট্টা করে না। গিবত করে না। অনর্থক কথা বলে না। খেল-তামাশা করে না। অপরের দোষ চর্চা করে না। অপরের সম্পদের পেছনে পড়ে না। নিজের ওপর অন্যের প্রাপ্যকে অস্বীকার করে না। তাকদিরকে অতিক্রম করার চেষ্টা করে না। কেউ দোষ করলে তাকে অশ্লীল গালি দেয় না। এবং অন্যের বিপদে আনন্দিত হয় না।

মুমিন হলো, যে আল্লাহভীতির সহিত নামাজ আদায় করে। যথাসময়ে জাকাত আদায় করে দেয়। তার কথায় আরোগ্য অর্জিত হয়। ধৈর্যকে সে চিকিৎসা হিসাবে গ্রহণ করে। তার চুপ থাকা হলো ফিকির, আর তার ফিকির যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মাধ্যম। সে ইলম অর্জনের জন্য আলিম-উলামার সাথে সম্পর্ক রাখে। ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকার জন্য তাদের সামনে চুপ থাকে এবং মহামূল্যবান বিষয় জানার জন্য তাদের সাথে কথা বলে। উত্তম কাজ করলে আনন্দিত হয় এবং মন্দ কাজ করলে ইসতিগফার করে। তাকে তিরস্কার করা হলে নিজেকে শুধরিয়ে নেয়। তার ব্যাপারে বোকামি করা হলে সহনশীল হয় এবং অবিচার করা হলে ধৈর্য ধরে। তার প্রতি কেউ জুলুম করলে তার সাথে সে ইনসাফ করে। একমাত্র আল্লাহ তাআলার কাছেই আশ্রয় কামনা করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও কাছে সাহায্য কামনা করে না। মানুষের সামনে গম্ভীর

ও শান্ত থাকে। নির্জনে কৃতজ্ঞতা আদায় করে। অল্প রিজিকে সন্তুষ্ট থাকে। সচ্ছলতার সময় আল্লাহর প্রশংসা করে। বিপদের সময় সবর করে। নৈরাশ্য তাকে গ্রাস করে না। কৃপণতা তার ওপর বিজয়ী হয় না। যদি সে হইচইকারীদের সাথে বসে, তখন সে জিকিরকারীদের দলভুক্ত হয়। আর যদি জিকিরকারীদের সাথে বসে, তখন গভীর ধ্যানমগ্নদের অন্তর্ভুক্ত হয়।

মুমিন হলো, হাস্যোজ্জ্বল চেহারার অধিকারী, উত্তম চরিত্রবান, দয়াবান দাতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী ব্যক্তি। তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা হলে সে তাতে জোড়া লাগায়। কেউ কষ্ট দিলে তা সহ্য করে। কেউ তাকে অপদস্থ করলে সে তাকে সম্মান করে। কষ্টের সময় ধৈর্যধারণ করে। বিপদ সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। দুনিয়া তার কাছে তুচ্ছ, তাই সে অট্টালিকা নির্মাণ করে না এবং বারবার কাপড় নবায়ন করে না। আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখে। তাঁর ব্যাপারে কখনো নেতিবাচক ধারণা পোষণ করে না।

মুমিন হলো, সহজ-সরল, কোমল, পরহেজগার, পরিশুদ্ধ ও সন্তুষ্ট ব্যক্তি। একই গর্তে সে দুবার দংশিত হয় না। তার গায়ের রং প্রকৃতিগত; কৃত্রিমভাবে তা ফর্সা বা সুন্দর করার চেষ্টা করে না। মাথার চুল স্বাভাবিক থাকে; অতি কৃত্রিম উপায়ে তা সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে রাখে না। তার লোভ-লালসা একেবারেই কম। দ্বীনি বিষয়ে বিচক্ষণ, কিন্তু পার্থিব বিষয়ে নির্বোধ।[১৩২]

মুমিন হলো, গম্ভীর ও শান্তশিষ্ট ব্যক্তি। সে প্রতিবেশীকে সম্মান করে। পরাক্রমশালীর আনুগত্য করে। জাহান্নামের আগুন থেকে পালিয়ে বেড়ায়। তার অন্তরে আল্লাহর মারিফাত বা পরিচয় থাকে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গে থাকে আল্লাহ তাআলার জিকির। সৎ কাজে তার হাত প্রশস্ত থাকে। আত্মপর্যালোচনা করে এবং মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে।

মুমিনের আরও কিছু গুণ হলো, সে ওয়াদা করলে তা রক্ষা করে। সন্তুষ্টি তার কাছাকাছি অবস্থান করে এবং রাগ ও ক্রোধ তার থেকে অনেক দূরে

১৩২. দুনিয়াবি বিষয়ে নির্বোধ হওয়ার অর্থ দুনিয়ার সাথে গভীর সম্পর্ক না থাকা। অন্যথায় দুনিয়াবি বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে জ্ঞান রাখা মুসলমানদের জন্য আবশ্যক।

থাকে। কোনো কিছু শিক্ষা দেওয়া হলে তা শিখে নেয়। কিছু বোঝানো হলে তা বুঝতে চেষ্টা করে। কেউ তার সাথে বন্ধুত্ব করলে তার থেকে নিরাপদ থাকে। তার সাথে মেলামেশা করলে সফলতা আসে। এ ছাড়াও সে পূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী, অধিক আমলকারী, কম আশাবাদী, উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং ক্রোধ সংবরণকারী।"

মুমিনের গুণাবলি বলতে বলতে তিনি কেঁদে দিলেন এবং আমাদেরও কাঁদালেন। অতঃপর বললেন, "রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবি এমনই ছিলেন। এসব নিয়েই তাঁরা আল্লাহ তাআলার সাথে মিলিত হয়েছেন। আর তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার মুসলিমগণও এমনই ছিলেন। কিন্তু তোমরা যখন পরিবর্তিত হতে চেয়েছ, তোমাদেরও পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে।" অতঃপর তিলাওয়াত করলেন :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ ﴾

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোনো সাহায্যকারী নেই।"[১৩৩]

অতঃপর হাসান ﷺ বললেন, "হে আল্লাহ, আমাদের সর্দার মুহাম্মাদ ﷺ ও তাঁর পবিত্র পরিবারবর্গের প্রতি শান্তি বর্ষণ করুন। আপনার মুখলিস ও মুত্তাকি বন্ধুদের ন্যায় আমাদের ওপর অনুগ্রহ করুন। আপনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান এবং প্রত্যেক কল্যাণের জন্য সাহায্যকারী। আমাদের জন্য আল্লাহ-ই যথেষ্ট এবং তিনিই সর্বোত্তম অভিভাবক।"'

১৩৩. সুরা আর-রাদ : ১১

আমি সত্তরজন বদরি সাহাবিকে দেখেছি। যদি তোমরা তাঁদের দেখতে, তবে তাঁদের পাগল বলতে। আর যদি তাঁরা তোমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের দেখতেন, তবে বলতেন, "এদের মাঝে চারিত্রিক কোনো গুণ নেই।" আর তোমাদের মন্দ লোকদের দেখলে বলতেন, "এরা হিসাব দিবসের প্রতি ইমান রাখে না।"

-হাসান বসরি রহ.

* 'ইলম সর্বোত্তম সম্পদ, শিষ্টাচার সর্বোত্তম বন্ধু, তাকওয়া শ্রেষ্ঠ পাথেয়, ইবাদত অধিক লাভজনক পণ্য, বুদ্ধিমত্তা উত্তম প্রতিনিধি, উত্তম চরিত্র শ্রেষ্ঠ সঙ্গী, সহনশীলতা সর্বশ্রেষ্ঠ সহকারী, অল্পেতুষ্টি উত্তম ধনাঢ্যতা, তাওফিক সবচেয়ে বড় সহকারী এবং মৃত্যুর স্মরণ সর্বোৎকৃষ্ট উপদেশদাতা।'

* 'যদি তুমি প্রয়োজন পরিমাণ দুনিয়া কামনা করো, তবে খুব অল্প পরিমাণই তোমার জন্য যথেষ্ট। যদি প্রয়োজন অতিরিক্ত দুনিয়া পাওয়ার আশা রাখো, তবে দুনিয়ার কোনো কিছুই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে না।'

* 'বান্দা যতক্ষণ নিজেকে উপদেশ দিতে থাকে, ততক্ষণ সে কল্যাণের সাথে থাকে, আমলের ব্যাপারে তার চিন্তা-ফিকির থাকে এবং নিজের কাজকর্মের আত্মপর্যালোচনা করে। পক্ষান্তরে যতক্ষণ সে প্রবৃত্তির অনুসরণ করে চলে, গাফিলতির চাদর জড়িয়ে থাকে, মিথ্যে আশায় বিভোর থাকে এবং "সামনে করব, সামনে ভালো হয়ে যাব..." এ ধরনের কথা বলে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে অকল্যাণ লেগে থাকে।'

* 'হে আদমসন্তান, ধারণাপ্রসূত দোষের কারণে অন্যকে তুমি অপছন্দ করো, কিন্তু তোমার দোষের প্রতি তোমার দৃঢ় বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও সে ব্যাপারে তোমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।'

- হাসান বসরি রহ.

RUHAMA PUBLICATION
অনলাইনে অর্ডার করুন
ruhamashop